লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi
Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

Love for all
Hatred for none

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ৭ রবি. আউ., ১৪৩৬ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ ঈসাব্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আয়োজিত
শান্তি সম্মেলন
সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-

“তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।”

(বুখারী ও মুসলিম)।

“বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।”

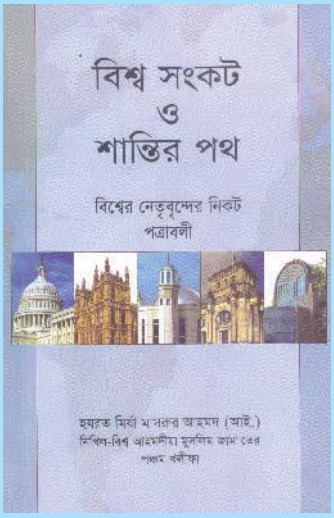

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **‘বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ’** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

সম্পাদকীয়

ওয়াকফে আরযী
সাময়িক সময় উৎসর্গ করার অসাধারন এক ব্যবস্থাপনা

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রেখে থাক। (সূরা আলে ইমরান : ১১১)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সম্বোধন করে বলছেন তোমাদের কাজ হলো পৃথিবীবাসীকে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলবে। এ এক এমন পথ, যে পথে চললে মানুষ নিজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যের সংশোধন করতে পারে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সমগ্র মানব জাতিকে হযরত নবী করীম (সা.) এর পতাকা তলে একত্রিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ সুত্রে মানব জাতিকে সঠিক পথে আনতে হলে নিজেদের সংশোধন করে এক উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআনের আলোকে নিজেদের আদর্শবান করতে হলে সংশোধনের চলমান প্রক্রিয়ায় চলতে হবে । আর এর জন্য সর্বত্তোম ব্যাবস্থাপনা হলো ওয়াকফে আরযী।

অন্যান্য ইসলামী ফিরকা থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্যতম বৈশিষ্টগুলির মধ্য থেকে একটি হলো জীবন উৎসর্গ করার ব্যবস্থাপনা। এ পৃথিবীতে অনেক ধর্মীয় ও জাগতিক সংগঠন রয়েছে যারা নিজ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহু ধরনের ত্যাগ করে থাকে। তবে যে ধরনের শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও আত্মবিলীনতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা জীবন উৎসর্গ করার ব্যবস্থাপনায় নিজেদেরকে সমর্পণ করে, এর তুলনা অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তকে উপদেশ দেন "আমার জামা'তকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে তাদের কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়াকে আমার দায়িত্ব মনে করি যে --- কেউ যদি মুক্তি চায় এবং পবিত্র ও অনাদি জীবনের প্রত্যাশী হয় তবে সে যেন তার জীবন উৎসর্গ করে"। (মালফুযাত, প্রথম খন্ড-৩৭০পৃ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এ নির্দেশের আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে জীবন ওয়াকফ করার অসাধারন ব্যাবস্থাপনা শুরু হয়। ওয়াকফ এর কয়েক ধরন রয়েছে। সবচেয়ে উত্তম ওয়াকফ হলো একজন আহমদী তার সারাটা জীবন ওয়াকফ করে যুগ ইমামের সামনে নিজেকে নিবেদন করবে। ১৯০৭ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ তাহরীকের সূচনা করেন। তখন তেরো জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ তাহরীকে লাব্বায়েক বলেন। পরবর্তীতে তাদের অনুসরনে শত শত আহমদী লাব্বায়েক বলে এ ব্যবস্থাপনায় নিজেদেরকে নিবেদন করে।

ওয়াকফে আরযী তাহরীক এর উদ্দেশ্য ও সূচনা ঃ-

১৯৬৬সনের ১৮ মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ওয়াকফে আরযী তাহরীকের ঘোষনা দেন এবং বলেন, "সময়ের সাথে সাথে অনেক জামা'তে অলসতা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের যে সংখ্যায় মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম দরকার তা আমাদের নেই।" এ কারনে তিনি (রাহে.) জামা'তকে দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য জামাতী ব্যাবস্থাপনায় ওয়াকফ করতে বলেন। এ সময়ে যাতায়াত ও খাবার খরচ নিজে বহন করবে এবং এ দিনগুলি ইবাদত, দোয়া এবং জামা'তের তরবিয়ত ও সেবায় অতিবাহিত করবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "আমি জামা'তের সেসব সদস্যদের যাদেরকে আল্লাহ্ সুযোগ দিয়েছেন তাদের জন্য তাহরীক করছি তারা যেন বছরে দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য ধর্মের সেবার লক্ষ্যে ওয়াকফ করে। জামা'তের ব্যবস্থাপনায় ওয়াকফকৃত সময়ে তাদেরকে যেখানে যেতে বলা হবে সেখানে তারা নিজেদের খরচে যাবে ও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করবে। আর যে কাজ তাদেও ওপর অর্পন করা হবে তা করতে তারা সচেষ্ট থাকবে।" (আল ফযল-২৩মার্চ ১৯৬৬)

তিনি (রাহে.) আরো বলেন, "ওয়াকফে আরযী তাহরীকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধুগন নিজ খরচে সদিচ্ছায় বিভিন্ন জামা'তে যাবেন এবং সেখানে কুরআন শিখানো ও পড়ানোর ব্যবস্থাপনাকে আরো সুসংগঠিত ও উন্নত করবেন। সাংগঠনিকভাবে সেখানে জামা'তের তরবিয়ত যেন এরুপ হয় যার ফলে তারা কুরআনের আদেশ নিষেধকে সানন্দে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করবে ও গোটা পৃথিবীর জন্য আদর্শ হবে।" (আল ফযল-১৪ মে ১৯৬৯)

কারা ওয়াকফে আরযী করবে ঃ-

হুযুর (রাহে.) জামা'তের প্রত্যেক শ্রেণীর পেশাজীবিদের এ তাহরীকে অংশগ্রহন করতে বলেন। তিনি বলেন কমপক্ষে ১৫দিন খোদার জন্য জাগতিক কাজ থেকে ছুটি নিন অথবা প্রাপ্য ছুটি এ কাজে ব্যয় করুন। তিনি (রাহে.) বছরে পাঁচ হাজার ওয়াকেফীন আরযীর তাহরীক করেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক, প্রফেসর, ছাত্র, সরকারী চাকুরীজীবি এবং আইনজীবিদের বিশেষভাবে এ তাহরীকে অংশগ্রহন করতে বলেন। এছাড়াও মহিলাদেরও স্থানীয়ভাবে ওয়াকফে আরযী করতে বলেন। মহিলাদেরকে তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইদের সাথে অন্য জামাতেও ওয়াকফে আরযী করার অনুমতি দিয়েছেন।

ওয়াকফে আরযী প্রত্যেক আহমদীর ওপর ফরয ঃ-

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "ওয়াকফে আরযী করার প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ। এর কারন হলো জামা'তের এক বৃহদাংশ এ কথা ভুলে গেছে, তারা নিজেরাই মুরুব্বী। মুরুব্বীদের সংখ্যা যে তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে তা যথেষ্ট নয়। জামা'ত মনে করে ইসলাহ্ ও ইরশাদের (অর্থাৎ সংশোধন ও তবলীগ) কাজ হলো মুরুব্বীর। আসলে প্রতিটি আহমদীকেই মনোযোগ সহকারে ইসলাহ ও ইরশাদের কাজ করা প্রয়োজন। এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য এবং জামা'তের সদস্যদের মধ্যে ইসলাহ ও ইরশাদ সম্পর্কিত কাজ করার উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওয়াকফে আরযীর পরিকল্পনা প্রবর্তন করেছি। এতে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কল্যানও রয়েছে।" (মজলিসে শুরার রিপোর্ট-১৯৬৬)

আমাদের সকলের কর্তব্য হলো হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর খলীফাগণের আহ্বানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যুগ-খলীফার প্রতিটি নির্দেশ পালনে নিজেকে জামা'তের জন্য নিবেদিত করে রাখা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নেযামে জামা'তের সেবায় আত্ম-উৎসর্গকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৫
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

কলমের জিহাদ ২০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

যুগ ইমামের সাথে মুলাকাত ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ ২৩
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

শান্তি সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য ২৭
আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী

পাকিস্তানের মর্মান্তদ ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ২৯
মাহমুদ আহমদ সুমন

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি-দরবেশ আব্দুস সালাম ৩২
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

গিবত একটি জঘন্য পাপ ৩৪
মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন

সিলেট অঞ্চলের কয়েকটি জামা'ত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ৩৫
মুহাম্মদ আমীর হোসেন

সংবাদ ৩৭

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৩

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ
الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦١﴾ ع

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦٢﴾

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ
اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ
وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬১। তবে তার স্ত্রী বাদে। আমরা (তার পরিণাম) যাচাই করে দেখেছি, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন হবে'।

৬২। এরপর প্রেরিতরা যখন লুতের পরিবারের কাছে এল,

৬৩। সে বললো, 'তোমরা অবশ্যই অপরিচিত[১৫০৭]।

৬৪। তারা বললো, 'আসলে আমরা তোমার কাছে সেই (আযাবের) সংবাদ নিয়ে এসেছি, সে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে আসছে।

৬৫। আর আমরা তোমার কাছে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।

৬৬। অতএব তুমি রাতের কোন এক প্রহরে পরিবার পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তাদের[১৫০৮] পেছনে পেছনে থেকো তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়[১৫০৯] এবং তোমাদেরকে যেদিকে (যাওয়ার) নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তোমরা সেদিকে এগুতে থেকো।'

১৫০৭। হযরত লুত (আ.) ভেবেছিলেন এই আগন্তুকরা সাধারণ পথচারী এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে সে স্থানে গিয়েছিল।

১৫০৮। 'আদবারা-হুম' শব্দে ব্যবহৃত 'হুম' সর্বনামটি ব্যক্ত করেছে যে লুত (আ.)-এর সঙ্গে যে দল শহর থেকে হিজরত করেছিল তাদের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর দুই কন্যাই ছিল না যেভাবে বাইবেলে বর্ণিত আছে (আদি-২৯), বরং অন্যান্য বিশ্বাসীরাও ছিল যাদের মধ্যে পুরুষ লোক অবশ্যই ছিল। পুং লিঙ্গবাচক সর্বনামটি দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। এই মত বাইবেলের আদি ১৮ঃ৩২ শ্লোক দ্বারাও সমর্থিত।

১৫০৯। 'তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়' এই কথা রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যারা তোমাদের পিছনে রয়ে গেলো তাদের কথা তোমরা কেউ চিন্তা করবে না বা তাদের সম্বন্ধে তোমরা ভাববে না।

হাদীস শরীফ

হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার শত্রুতার জন্মদাতা

কুরআন :

"নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন করো, আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়" (সুরাতুল হুজুরাত : ১১)।

হাদীস :

আন আবিহুরায়রাতা আন্না রসূলাল্লাহে ক্বালা তুফতাহু আবওয়াবুল জান্নাতে ইয়াওমাল ইসনায়নে ওয়া ইয়াওমাল খামীসে ফাইউগফারু লিকুল্লি আবদিন লা ইউশরিক বিল্লাহি শাইয়ান ইল্লা রাযুলান কানাত বায়নাহু ওয়া বায়না আখীহে শাহনাউ ফাইউকালু আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা। (মুসলিম)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোকের সাথে তার মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে (মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

আমাদের জীবন এক চলমান বাস্তবতা। এ বাস্তবতার সামনা-সামনি হতে হলে এমন এক পরিপূর্ণ বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্রে ভরে দিতে পারে। পবিত্র কুরআন আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাউকে অবজ্ঞা করা বা কাউকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা এমন ব্যাধি যা মানবতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়।

তাই কুরআন বলে, তোমরা হিংসা আত্মগরিমা ও অহংকার হতে মুক্ত হও।

হুযূর (সা.) আমাদের এমনই একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে হুযূর (সা.) জানাচ্ছেন আল্লাহ্‌র রহমতের কথা। শত্রুতার জন্মদাতা, হিংসা-বিদ্বেষ আত্মগরিমা ও অহংকার। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জানাচ্ছেন, আল্লাহ্ এ বিষয়টিকে অপসন্দ করেন। তিনি শাস্তি দিতে চান তথাপি তিনি তাঁর দয়া ও মমতার কারণে বান্দাকে সুযোগ দেন যেন মানুষ নিজের সংশোধন করে নিতে পারে। এ বিষয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্'-তে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন শত্রুতায় আক্রান্ত না হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক উম্মতে পরিণত হতে পারি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হৃদয়ের কঠোরতা ও অবজ্ঞা ছেড়ে সহানুভূতিশীল হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"খোদার অনুগ্রহ সর্বব্যাপক। তা সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল যুগকে ঘিরে রেখেছে। এর কারণ হলো, কোন জাতি যেন অভিযোগ করার সুযোগ না পায় এবং একথা বলতে না পারে খোদা অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কিন্তু আমাদের প্রতি তা করেন নি বা অমুক জাতি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য পথ পাওয়ার জন্য ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাই নি বা অমুক যুগে তিনি তাঁর বাণী ও অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের যুগে তিনি গোপন রয়েছেন। অতএব তিনি ব্যাপক অনুগ্রহ দেখিয়ে এ সকল আপত্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন এবং নিজের সর্বব্যাপক গুণ এভাবে দিখেয়েছেন যে, কোন জাতিকে তিনি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি এবং কোন যুগকেই তিনি বঞ্চিত করেন নি।

অতএব আমাদের খোদার যখন এই নীতি, আমাদেরও এ নীতিরই অনুসরণ করা কর্তব্য। সুতরাং হে আমার স্বদেশবাসী ভাইগণ! এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি, যার নাম 'পয়গামে সুলেহ্' (শান্তির বার্তা) তা সম্মানের সাথে আপনাদের নিকট উপস্থিত করছি এবং সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি সেই সর্বশক্তিমান খোদা নিজেই যেন আপনাদের হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন এবং আমার সহানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ আপনাদের নিকট প্রকাশ করেন, যাতে আপনারা এ বন্ধুত্বের উপহারকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে না করেন। বন্ধুগণ! পরকালের বিষয়তো সাধারণ লোকের নিকট প্রায়ই গোপন থাকে এবং এর রহস্য কেবল তাদের নিকটই প্রকাশিত হয়, যারা মৃত্যুর পূর্বেই মরে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে আত্মবিলীন হয়ে যায়– অনুবাদক)। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই পার্থিব ভাল-মন্দ চিনে নিতে পারে।

এ কথা কারো অজানা নেই, একতা এমন একটি শক্তি যে, ঐ সকল বিপদ যা কোনভাবেই দূর হয় না এবং ঐ সকল সমস্যা যা কোন প্রচেষ্টাতেই সমাধান হয় না, তা একতার দ্বারাই সমাধান হয়ে যায়। অতএব একতার কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এমন দু'টি জাতি, দৃষ্টান্তস্থলে বলতে হয়, কোন সময় তাদের মধ্যে হিন্দুরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে বা মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে, এটা এক অসম্ভব ধারণা। বরং এখনতো হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্য এক সুতায় গাঁথা হয়ে গেছে। যদি এক জাতির ওপর বিপদ আসে তবে অন্য জাতিও এর অংশীদার হয়ে যাবে। আর যদি এক জাতি অন্য জাতিকে কেবল নিজেদের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন লাঞ্ছিত করতে চায় তবে তারাও লাঞ্ছনার কালিমা থেকে রেহাই পাবে না। যদি তাদের মাঝে কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি দেখাতে ত্রুটি করে তবে এর ক্ষতি তাকেও ভুগতে হবে। তোমাদের দু'জাতির যে কেউ অন্য জাতির ধ্বংসের চিন্তা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি শাখায় বসে সেই শাখাকেই কাটে।

আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শিক্ষিতও হয়েছেন, এখন ঈর্ষা ছেড়ে ভালোবাসার দিকে অগ্রসর হওয়াই আপনাদের জন্য শোভনীয়। হৃদয়ের কঠোরতা ও অবজ্ঞা ছেড়ে সহানুভূতিশীল হওয়াই আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তা না হলে আপনাদের অবস্থা পার্থিব সমস্যাবলীতে জড়িয়ে প্রচণ্ড রোদের তাপের সময় মরুভূমিতে ভ্রমণ করার ন্যায় হয়ে যাবে।

অতএব এ দুর্গম পথের জন্য পারস্পরিক একতার সেই শীতল পানির প্রয়োজন, যা এ জ্বলন্ত আগুনকে নিবিয়ে দেবে ও পিপাসার সময় মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। ('পয়গামে সুলেহ্' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

"মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা-কাজ-বাক্য ও উপদেশে প্রজ্ঞা নিহিত আছে।"

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ আমি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী থেকে সবচেয়ে বেশি অংশ লাভকারী অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর সেই সত্যিকার বিকাশ যার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লার রঙ আর কেউ ধারণ করতে পারে না, অর্থাৎ হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর 'হাকীম' বৈশিষ্ট্যের আলোকে বর্ণনা করবো। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রিয়ভাজন, তাঁকে সৃষ্টির লক্ষ্যেই আকাশ ও পৃথিবীমালা বানিয়েছেন। যাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারা রহমত প্রেরণ করেন। তাই তাঁর মোকাম ও আশিসমন্ডিত কথামালার এমনই গুরুত্ব যার প্রতি একজন মু'মিনের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত: আত্মিক পরিশুদ্ধির

জন্য এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা ও কথা যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা তাঁর (সা.) মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য এক রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায় এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে আর তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যা জানতে না তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়।"

দ্বিতীয়তঃ তাঁর (সা.) নির্দেশ, কথা, কাজ ও উপদেশ যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, যাতে তাঁর (সা.) প্রতিটি কথা-কাজ-বাক্য ও উপদেশে প্রজ্ঞা নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিটি কথা-কাজ ও উপদেশ পবিত্র কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ এর ব্যাখ্যারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে প্রজ্ঞাপূর্ণ বানানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ সর্বোত্তম আদর্শকে আবির্ভূত করেছেন। তিনিই যার পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় সমৃদ্ধ হতে পারবো। "ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা" বলে আল্লাহ্ তা'লা এ কথার সত্যায়ন করেছেন, তোমাদের পবিত্র করার জন্য আর তোমাদের মঙ্গলার্থে এ নবী তোমাদেরকে যা কিছু শুনাবে তা অথবা আমাদের মূল বাক্য যা তোমাদের শুনানো হচ্ছে অথবা এর ব্যাখ্যা। এজন্য এ নবীর কোন কথাই এমন নয় যাকে তোমরা প্রজ্ঞাহীন বা উদ্দেশ্য বিবর্জিত মনে করতে পারো। আর এ নবী তোমাদেরকে কেবল এরূপ বা ওরূপ করার নির্দেশই দেয় না বা উপদেশ দেন না বরং ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন। তাই খোদা তা'লা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, সেই সর্বোত্তম আদর্শের ওপর অনুশীলন করো যা আল্লাহ্ তা'লার এ প্রিয় নবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই প্রত্যেক মু'মিনকে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা বুঝা উচিৎ আর এ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি সুস্পষ্টভাবে না-ও বুঝা যায় তাহলে কমপক্ষে এ বিশ্বাস যেন থাকে, নিশ্চয়

"অনেক সময় খুব সামান্য বিষয়ও অন্যের জন্য হোঁচটের কারণ হয়ে থাকে, তাই এমন পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করে সন্দেহ দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিৎ, যাতে অন্যরা হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং ঈমানকে বিনষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে।"

এতে কোন প্রজ্ঞা রয়েছে আর আমাদেরই উপকারার্থে। এরূপ চিন্তা-ভাবনাই একজন মু'মিনের চিহ্ন হওয়া উচিৎ, মু'মিনের মাঝে থাকা উচিৎ।

এবার আমি মহানবী (সা.)-এর কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি, যাতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি (সা.) আমাদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম এ হাদীসটি পেশ করছি। একটি হাদীসে তিনি (সা.) বলেন 'আল্‌কালিমাতুল্ হিকমাতু যাল্লাতুল মু'মিনি হাইসু মা ওয়াজাদাহা ফাহুয়া আহাক্কু বিহা' (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয্‌যুহদে, বাবুল হিকমাহ্)। হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন সেই এর বেশি হকদার।

এখানে যা স্পষ্ট করা হয়েছে তাহলো, প্রজ্ঞার কথা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন যদি বিধর্মীদের কাছেও পাওয়া যায়, দরিদ্র, শিশু বা তোমাদের বিবেচনায় কোন অজ্ঞ বা কম শিক্ষিতের কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু মনে রেখ! কি ধরনের কথা? যদি প্রজ্ঞা হয় তাহলে তা গ্রহণ করো, কেননা তোমরা এর হকদার। অহংকার বশতঃ একে উপেক্ষা করো না অথবা এটি মনে করো না যে, আমি যা জানি তাই যথেষ্ট। বরং চিন্তা করে একে গ্রহণ করো।

এবার দেখুন! একটি শিশুর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা যা সে একজন প্রবীণকে বলেছিল। ঘটনাটি এমন; বৃষ্টির মধ্যে একটি শিশু পথ চলছিল তা দেখে একজন বর্ষিয়ান বললো, বালক দেখে শুনে পথ চলো যাতে পা পিছলে না পড়ো। শিশুটি বললো, যদি আমি পড়ে যাই, তাহলে আমি কেবল ব্যাথা পাবো কিন্তু আপনিতো জাতির নেতা, আধ্যাত্মিক পথিকৃত। যদি আপনি পড়ে যান তাহলে পুরো জাতির পতনের আশংকা আছে, প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে। যদিও একটি শিশুর মুখ থেকে বেড়িয়েছে কিন্তু অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা।

দ্বিতীয়তঃ এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, একজন মু'মিনকে অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থেকে প্রজ্ঞার সন্ধানে থাকা উচিৎ। যদি এ চেতনার সাথে আমরা জীবন-যাপন করি তাহলে অনেক বেহুদা ও অনর্থক বিষয় থেকে আমরা রক্ষা পাবো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, দু'জনকে ঈর্ষা করা বৈধ। এক সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন আর তিনি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেন। আরেকজন তিনি যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছেন আর সে এর মাধ্যমে মিমাংসা করেন এবং মানুষকে শিক্ষা দেন। (সহীহ্ বুখারী,

বাবুল ইঘতিবাত ফীল্ ইলমুল হিকমাহ্)

এখানে মু'মিনদের ওপর প্রজ্ঞা বিস্তার করার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। জ্ঞান অর্জন করো তারপর নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তা ছড়িয়ে দাও। যদি কোন প্রজ্ঞাপূর্ণ বা জ্ঞানের কথা পাও তাহলে মু'মিনের কাজ একে অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, যাতে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন সভা যেখানে হিকমতপূর্ণ কথা-বার্তা হয় মহানবী (সা.) তাকে 'নে'য়মুল মজলিস' নেয়ামতপূর্ণ বৈঠক) বলেছেন।

আওন বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'কতইনা উত্তম সে বৈঠক যাতে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার বিস্তার দেয়া হয়।' এটি সরাসরি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত নয়, কিন্তু তিনি এটি শুনেছেন এবং বলেছেন, 'কতইনা উত্তম সে বৈঠক যাতে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার বিস্তার দেয়া হয় আর রহমতের প্রত্যাশা করা হয়।' (সুনানুত্ দারমী-বাব মিন হাবাল্ ফিতইয়া মাফাখাতু)

আমাদের বৈঠকাদীর মানও এরূপই হওয়া উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এমনটিই, অনর্থক বৈঠক বর্জন করবে। এমন সভাও ত্যাগ করো যেখানে ধর্মের বিরুদ্ধে কথাবার্তা হয়। ধর্মের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র হয়।

খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে বেহুদা আলোচনা হয়। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে এদের বুঝানোর উদ্দেশ্যে আর এ নিয়্যতে যাতে কতক মানুষের মঙ্গল হয় অথবা যারা জ্ঞানী তারা এদের বুঝানোর জন্য যদি এ ধরনের সভায় অংশ নেয় তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি দেখো, এরা হাশি ঠাট্টাই করছে, বুঝতে চায় না তাহলে এমন বৈঠক থেকে উঠে যাবার নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। কেননা এমন মজলিসের ওপর ফিরিশতা অভিসম্পাত বর্ষণ করে। একজন মু'মিনের এমন বৈঠক সন্ধান করা উচিৎ যেখানে প্রজ্ঞার আলোচনা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার জন্য দু'বার এ দোয়া করেছেন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেন। (সূনানুত্ তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব বাব মানকিব আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস) তাঁর (সা.) কাছে এর এত বেশি গুরুত্ব ছিল। অথবা এত বড় উপহার ছিল ফলে তিনি দোয়া করেছেন।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি ঘটনা যা যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) সেসব যুদ্ধবন্দীদেরকে যারা পড়াশুনা জানতো তাদেরকে সুযোগ দেয়া হলো, যদি তারা আনসারদের দশটি শিশুকে পড়ালেখা শিখায় তাহলে মুক্তি পাবে। তারপর যখন সে শিশুরা পড়ালেখা শিখেছে তখন সেসব যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। (তাবাকাতুল ইবনে সা'দ, ২য় খন্ড-পৃষ্ঠা.২৬০) তাঁর দৃষ্টিতে এমনই জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল।

হিকমত এর একটি অর্থ ইলম বা জ্ঞান। কেননা জ্ঞান মননশীলতাকে প্রদীপ্ত করে। অজ্ঞতা দূর করে। মহানবী (সা.) প্রজ্ঞার আলোকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি মানুষের মেধা বিকশিত হয় তাহলে উত্তমভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবে। যদি তাঁর মাথায় এটি থাকতো যা আজ তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীরা বলে, তিনি তরবারীর জোরে পুরো বিশ্বকে অধীন করতে চাইতেন, নাউযুবিল্লাহ্।

তাহলে এমন নির্দেশ তিনি কখনই দিতেন না, যে এতগুলো শিশুকে পড়ালেখা শিখাবে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। বরং একথা বলতেন, যে জরিমানা আদায় করে মুক্ত হতে পারছে না যদি সে বন্দী যুদ্ধের কলা-কৌশলে দক্ষ হয় তাহলে তা শিখিয়ে মুক্ত হতে পারবে। বরং তিনি (সা.) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি তাঁর উম্মতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, আজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই আমাদের সফলতার মাধ্যম। তবলীগের জন্য এমন মাধ্যম ব্যবহার করুন যা প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাই জ্ঞান আহোরণের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

যেভাবে বলা হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٦﴾

(সূরা আন্ নাহল: ১২৬) তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করো এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

তাই প্রচারকদেরকে স্থান-কাল ভেদে প্রজ্ঞার সাথে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কেও যেন সঠিক জ্ঞান থাকে যাতে যথাযথ দলীল দ্বারা উত্তর দেয়া যায় আর কেবল শুষ্ক দলীল ও ঝগড়া-বিবাদে জড়াবে না। মু'মিন প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী আর জ্ঞানের পাশাপাশি এগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, প্রতিপক্ষের মধ্যে যদি গোয়ার্তুমি লক্ষ করো তাহলে সে বৈঠক পরিত্যাগ করাতে প্রজ্ঞা নিহিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এমনই যদি অন্য পক্ষ্য দলীল-প্রমাণ ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত নয় তাহলে বিতর্ক সেখানেই বন্ধ করে দাও, আর তবলীগের ক্ষেত্রে এমন রীতিই অন্যের হৃদয়কে কোমল করে এবং কথা শোনার কারণ হয় আর হবে। এরপরে হেদায়াত কে পাবে আর কে পাবে না তা আল্লাহ্ ভালো জানেন। প্রজ্ঞার সাথে বাণী পৌঁছাতে থাকা আমাদের দায়িত্ব।

একটি হাদীসে এসেছে, যা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা কয়েকবার পাঠ করেছি, আপনারাও শুনেছেন। হযরত আলী বিন হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত সাফিয়া (রা.) বলেছেন, তিনি একদা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তখন তিনি (সা.) রমযানের শেষ দশকে মসজিদে এতেকাফে বসেছিলেন। রাতের বেলা

"আহমদীদের ওপর যেসব যুলুম-নির্যাতন হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্ আর বেশি সময় ধরে চলবে না। বিজয় আমাদের, আর নিশ্চয় আমরাই সফল হবো।"

অনেক সময় কতাবার্তা বলে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর হুজরার সাথে লাগানো দরজা পর্যন্ত যখন তিনি (সা.) পৌঁছেন তখন আনসারদের দু'ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে যান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সালাম করে দ্রুত প্রস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, দাঁড়াও। ইনি সাফিয়া বিনতে হুইয়ি। তারা দু'জন বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সুবহানাল্লাহ্! এবং এ বিষয়টি তাদের দু'জনকে ভীত করে ফেলে। তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় শয়তান মানব শরীরে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে আর আমি ভয় করি, তোমাদের মনে আবার মন্দ ধারণা না সৃষ্টি করে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবুত্ তকবীর ও তসবীহ্ ইনদাল্ তায়াজ্জুব)

দেখুন কুধারণা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এটি একটি শিক্ষা, অন্যকে যে কোন প্রকারের হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ। যদি কেউ একান্তই দূর্ভাগা হয় যে কুধারণার ওপর জিদ করে তাহলে ভিন্ন কথা অন্যথায় সবাইকে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ। বিশেষভাবে কর্মকর্তাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, কোন অবস্থাতেই এমন কিছু যেন না ঘটে যা অন্যের জন্য হোঁচট খাবার কারণ হয়। আবশ্যক নয় যে, কেবল বড় বড় বিষয়টি হোঁচটের কারণ হয় অনেক ক্ষেত্রে খুব সামান্য বিষয়ও অন্যের জন্য হোঁচটের কারণ হয়, তাই এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করে অন্যের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা উচিৎ যাতে অন্যরা হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পায় আর স্বীয় ঈমানকে বিনষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করে।

অপরের ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا

(সূরা আন্ নূরঃ ২৮) অর্থাৎ তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম করো। এটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উন্নত নৈতিক গুণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করানোর নির্দেশ।

একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাহ্‌ল বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)-এর ঘরের ছিদ্র দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছিল যখন নবী করীম (সা.) চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। তিনি (সা.) বলেন, যদি আমি জানতে পারতাম যে, তুমি উঁকি ঝুঁকি মারছো তাহলে আমি এ চিরুনি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। তারপর বলেন, দেখার কারণেই অনুমতি সাপেক্ষে গৃহে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুদ্ দিয়াত, বাব মিন ইত্তেলা ফী বাইত কওমু ফাফকুনু) যে উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি (সা.) এসেছেন আর যে প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা প্রসার করার লক্ষ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, কেই তা থেকে সামান্য বিচ্যুত হোক তা মহানবী (সা.) মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই উঁকি ঝুঁকিকারীর কান মলে দেন এবং শক্ত ভাষায় তাকে সাবধান করেন, যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে এ চিরুনি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম।

তারপর আল্লাহ্ তা'লার আরেকটি নির্দেশ, মু'মিনরা যেন তাঁর প্রতি ভরসা রাখে। কিন্তু অনেকে একে ভুল বুঝে আর যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন তা ব্যবহার করেন না আর এভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে একবার ঘটেছে, উপরকরণ ব্যবহার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। কেননা এটি প্রজ্ঞাহীন কথা। উপকরণও যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন তাই তার ব্যবহারও আবশ্যক। যখন এধরণের এক প্রশ্নকর্তা মহানবী (সা.)-এর কাছে এ প্রশ্ন করেন, আমি কি উটের হাটু বেঁধে খোদার ওপর ভরসা করবো না কি উটকে খোলা ছেড়ে দিয়ে খোদার ওপর ভরসা করবো? উত্তরে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন. 'আ'ক্বিলহা ওয়া তাওয়াক্কাল' উটের হাটু বেঁধে তারপর ভরসা করো। (সূনানুত তিরমিযী, কিতাবুসইসফ্‌ফাতুল কিয়ামাহ্ ওয়াররাকায়েক)

তারপর জাতীয় বিষয়াদীতেও তিনি (সা.) প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন। উহুদের যুদ্ধের কথা সবাই জানেন, মহানবী (সা.)-এর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত না মানার কারণে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হন আর স্বয়ং মহানবী (সা.)-ও শারীরিক ক্ষতির শিকার ও আহত হন, দাঁত শহীদ হয়। যুদ্ধের পরে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল যদিও তাকে পরাজয় বলা যায় না কিন্তু জয়

পেতে পেতে অবস্থা পাল্টে যায়। যাই হোক যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন ক্লান্তি ও আহত হবার কারণে মুসলমানদের অবস্থা খুবই করুণ ছিল। উহুদের যুদ্ধের পরের দিন যখন রসূল করীম (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে মদিনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তখন মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, মক্কার কাফেররা পুনরায় মদিনার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেননা কতক কুরায়শ একে অপরকে এ বলে খোঁটা দিচ্ছিল, না তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছ (নাউযুবিল্লাহ্) আর নাই মুসলমান মেয়েদেরকে দাসী বানাতে পেরেছ এবং না তাদের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করতে পেরেছ। ফলে মহানবী (সা.) তাদের পিছু ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। 'হুযূর (সা.) একথা ঘোষণা করেন, আমরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করবো আর এ পিছু ধাওয়া করার জন্য আমার সাথে কেবল সেসব সাহাবী সঙ্গী হবেন যারা গতকাল উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।' (আত্তাবাকাতুল কুবরা ইনবে সায়াদ, ২য় খন্ড-পৃষ্ঠা.২৭৪, আল্ আসাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুদ্ধ)

মুসলমানদের সাহস ধরে রাখার জন্য এটি ছিল তাঁর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তারা যারা যুদ্ধ থেকে ফিরেছে, প্রায় পরাজিত অবস্থা ছিল, তারা যেন নিরাশ না হয়। তাদের উৎসাহে যেন ভাটা না পরে আর শত্রুদের ওপর প্রতাপ সৃষ্টি করে, এটি মনে করো না যে, তোমরা বিজয় লাভ করেছ বরং এটিতো সামান্য অবস্থার পরিবর্তন ছিল মাত্র। বস্তুতঃ এমনই হয়েছে। যখন এরা পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করে তখন শত্রুদের পিছু ফিরে দেখার বা আক্রমণ করার সাহস হয়নি, তারা চলে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা কেন গোটা বিশ্বকে নের্তৃত্ব ও শাসন করার জন্য তাঁকে (সা.) আবির্ভূত করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা নবুয়তের যুগ আরম্ভ হবার পূর্বেই প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রজ্ঞাবান খোদা তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাই নবুয়তের পূর্বেও তিনি (সা.) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন মানুষ তা অত্যন্ত পছন্দ করতো। এর মধ্যে কাবা পুনঃনির্মাণের ঘটনা রয়েছে। এর উল্লেখ এসেছে, হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় আর যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হয়। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত এর কোন সমাধান পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। 'একদিন কুরায়শরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করেন, তখন কুরাশদের সবচেয়ে প্রবীন ব্যক্তিত্ব আবু ইমাইয়াহ্ বিন মুগীরাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমুর বিন মাকতুম বলেন, হে কুরায়শ! তোমরা সবাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নাও যে, তোমাদের এসমস্যার সমাধান করবে সে ব্যক্তি যে কাল প্রত্যূষে সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহ্'তে আসবে।

সুতরাং তারা এ পরাপর্শ মেনে নেয় আর পরের দিন তারা সর্বপ্রথম কাবায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পদার্পণ করতে দেখেছে। তারা তাঁকে (সা.) দেখতে পেয়ে বললো 'আমীন' এসে গেছে। আমরা আনন্দিত। ইনি মুহাম্মদ (সা.)। তারপর তারা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে কুরায়শদের সমস্যার কথা খুলে বললে তিনি (সা.) বলেন, একটি চাঁদর আনো; যখন কাপড় নিয়ে আসা হলো তিনি (সা.) তা বিছান এবং হাজরে আসওয়াদকে তুলে এনে চাঁদরের ওপর রাখেন। তারপর তিনি প্রত্যেক গোত্রের প্রধানকে বলেন, এ চাঁদরের কোন ধর তারপর সবাই মিলে একে তুলে নিয়ে তা স্থাপনের জায়গায় নিয়ে যাও। তারা সবাই এমনটিই করে তারপর তিনি (সা.) হাজরে আসওয়াদকে উঠিয়ে তার নির্ধারিত স্থানে রাখেন।' তিনি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেন যা সেসব গোত্রকে হত্যা ও খুনাখুনির হাত থেকে রক্ষা করে। একবার তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হলে তা বছরের পর বছর চলতে থাকতো। জানি না কত লোক নিহত হতো আর কতদিনই বা এ যুদ্ধ চলতে থাকতো।

খোদা তা'লা তাঁকে (সা.) কত বেশি প্রজ্ঞা শিখিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় এসেছে, 'হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু যার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি মক্কায় ছিলাম তখন আমার ঘরের ছাদ উম্মুক্ত হয় আর সেখান দিয়ে জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হন। তিনি আমার বক্ষ উম্মুক্ত করেন তারপর জমজমের পানি দিয়ে তা ধৌত করেন। তারপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ সোনার একটি থালা নিয়ে আসেন এবং আমার বক্ষে ঢেলে দেন আর আমার বক্ষ বন্ধ করে দেন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে যান।' (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব কাইফা ফরযাতুসসালাতু ফীলইসরা)

হিমাম বিন যায়দ বিন আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি। একবার একজন ইহুদী মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে যায় আর সে আস্‌সামু আলাইকুম বলে অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। তিনি (সা.)-এর উত্তরে বলেন আলাইকুম, তোমার ওপরও। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের সম্বোধণ করে বলেন, সে কি বলেছে তা তোমরা জান? তারপর তিনি (সা.) বলেন, সে আস্‌সামু আলাইকুম বলেছিল। সাহাবী (রা.) ইহুদীদের এমন অপকর্ম দেখে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদেরকে ওকে হত্যা করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, না। তাকে হত্য করবে না, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যে কেউ তোমাদেরকে সালাম করবে তোমরা তাদেরকে ওয়ালাইকুম বলে উত্তর দিবে।' (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাতুল মুরতাদীন ওয়া ক্বাতালাহুম, বাব ইযা আরযুয্‌যমী ওয়া গইরাহু বাসাবান্ নবী, ওয়ালাম ইয়াসরিহ্ নাহু ক্বওলুহুস্ সামু আলাইকুম) ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও আর বিতর্ক থেকে বাঁচো।

সাঈদ বিন আবি সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-কে একথা বলতে শুনেছেন; রসূল করীম (সা.) নজদ অভিমূখে যুদ্ধ অভিযান প্রেরণ করেন আর তারা বনু হানিফার এক ব্যক্তি সুমামাহ্ বিন আসাল'কে বন্দী করে নিয়ে আসেন। সাহাবীরা তাকে মসজিদে নববীর পিলারের সাথে বেঁধে রাখেন। মহানবী (সা.) তার কাছে এসে বলেন, হে সুমামাহ্! তোমার কাছে কি অজুহাত আছে বা তোমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে বলে তুমি মনে কর। সে বললো আমার সুধারণা রয়েছে। যদি আপনি

(সা.) আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে এর মূল্যায়ন করতে জানে। কিন্তু যদি আপনি (সা.) সম্পদ চান তাহলে যত ইচ্ছে নিয়ে নিন। এভাবেই পরের দিবস উদয় হয়। তিনি (সা.) আবারো আসেন এবং সুমামাহ্'কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সংকল্প কি? সুমামাহ্ বলে আমিতো গতকালই আপনার সমীপে নিবদেন করেছি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে এ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করতে জানে। তিনি এখানেই কথা বন্ধ করেন আর পরের দিন সূর্য উদয়ের পর পুনরায় বলেন, হে সুমামাহ্ তোমার নিয়্যত কি? সে বললো, আমার যা কিছু বলার ছিলো তা বলেছি।

তিনি (সা.) বলেন, একে মুক্ত করে দাও। সুমামাহ্ মসজিদের কাছে খেজুর বাগানে যায়, গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে কলেমা শাহাদত পাঠ করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! খোদার কসম পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ ছিল আপনার চেহারা আর বর্তমান অবস্থা এমন যে, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে আপনার চেহারা। খোদার কসম পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ ছিল আপনার ধর্ম আর বর্তমান অবস্থায় আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে আপনার আনিত ধর্ম। খোদার কসম! পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতাম আপনার শহরকে আর এখন এ শহরই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার (সা.) ঘোড় সওয়ারীরা তখন আমাকে ধরেছে যখন আমি উমরাহ্ করতে চাচ্ছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশনা কি? রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে শুভসংবাদ দেন আর তাকে উমরাহ্ করার নির্দেশ দেন। যখন তিনি মক্কায় পৌঁছেন তখন কেই বললো, তুমি কি সাবী হয়ে গেছো? উত্তরে সে বললো, না আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি।' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব বনী হুনায়ফাহ্ ওয়া হাদীস সুমামাহ্ বিন আসাল)

তিনি (সা.) তিন দিন পর্যন্ত তাকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেন যাতে সে মুসলমানদের ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি ও নিষ্ঠা এবং আপন প্রভুর সমীপে কিভাবে অনুনয় বিনয় করে তা দেখতে পায়। এবং মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি কিভাবে ভালোবাসা ও প্রীতি প্রকাশ করে আর তিনি (সা.) তাঁর মান্যকারীদেরকে কি শিক্ষা প্রদান করেন। সরাসরি কোন তবলীগ করেন নি। কেবল প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার সংকল্প কি? যাতে বুঝতে পারেন এর ওপর কোন প্রভাব পড়েছে কি না; এবং তৃতীয় দিন তাঁর দিব্য শক্তি বুঝতে পেরেছে যে, এখন এর মধ্যে কোমলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই কোন অঙ্গীকার ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন তারপর যে ফলাফল সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তার ইসলাম গ্রহণ প্রমাণ করে যে, তাঁর (সা.) ধারণা সঠিক ছিল।

তারপর হুদায়বিয়ার সন্ধির আরেকটি ঘটনা। বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার আলোকে তিনি (সা.) যে কাজ করেছেন তার প্রভাব পড়েছে একজন কুরাইশ নেতার ওপর। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উরওয়াহ্ বিন মাসউদ ফিরে গিয়ে কুরায়শদের বললো (হযরত মিয়া বশির আহমদ সাহেব তাঁর পুস্তক সিরাত খাতামুল আম্বিয়া'তে নিজের মত করে বর্ণনা করেছেন) হে লোক সকল! আমি পৃথিবীতে অনেক ঘুরেছি। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের দরবারে যোগদান করেছি, কায়সার ও কিসরার দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি কিন্তু খোদার কসম! যেভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মান করতে দেখেছি সেভাবে আমি অন্য কোথাও দেখিনি। উরওয়াহ্র এ কথা শুনে বনু কেনানাহ্ গোত্রের হুলাইস বিন আল্‌কিমাহ্ নামী একজন নেতা কুরায়শদের সম্বোধন করে বললো, যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাবো। তারা বললো যাও দেখো গিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারো কি না?

তারপর এ ব্যক্তি হুদায়বিয়াহ্তে আসে এবং মহানবী (সা.) তাকে দূর থেকে আসতে দেখে সাহাবাদের বলেন, এ ব্যক্তি যে আমাদের দিকে আসছে সে এমন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে যারা কুরবানীর দৃশ্য পছন্দ করে। দ্রুত তিনি এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, (কেননা তিনি {সা.} যুদ্ধ বিগ্রহ পছন্দ করতেন না আর তিনি যেখানে যুদ্ধ করতেও যান নি বরং শান্তিপূর্ণভাবে হজ্জ করতে চাচ্ছিলেন) তিনি (সা.) বলেন, তাড়াতাড়ি তোমাদের কুরবানীর পশুদের জড়ো করো এবং সামনে নিয়ে আস যাতে সে বুঝতে পারে আর অনুভব করে যে, আমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছি। তারপর সাহাবারা (রা.) উচ্চস্বরে তকবীর দিতে দিতে তাদের কুরবানীর পশুদের হাঁকিয়ে সম্মুখে সমবেত হন, কেননা তিনি (সা.) বলেছিলেন এ ব্যক্তি যে গোত্রের মানুষ তারা কুরবানীর দৃশ্য খুবই পছন্দ করে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করেন যাতে তার পছন্দ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক অনুশীলন করা হয়। সাহাবীরা (রা.) উচ্চস্বরে তকবীর দিতে দিতে তাদের কুরবানীর পশুগুলোকে হাঁকিয়ে তার সম্মুখে একত্রিত করেন। তিনি এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ্- সুবহানাল্লাহ্ এরাতো হাজী তাদেরকে বাইতুল্লাহ্র তওয়াফ করা থেকে কিভাবে বাঁধা দেয়া যেতে পারে। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে গিয়ে কুরায়শদের বলতে থাকে, আমি মুসলমানদেরকে তাদের পশুর গলায় কুরবানীর মালা পড়ানো অবস্থায় দেখেছি এবং তাদের ওপর কুরবানীর চিহ্ন লাগানো দেখেছি। তাদেরকে ক্বাবা তওয়াফ করা থেকে বিরত রাখা কোনভাবেই সমিচীন হবে না। কিন্তু তখন যেহেতু কাফের এবং কুরায়শদের ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, একপক্ষ অনুমতি দিতে চাচ্ছিল কিন্তু অন্যপক্ষ দিতে চাচ্ছিল না; তাই সেবছর হজ্জ না করতে দেয়ারই সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা এর পরিনাম শুভ করেছিলেন। (সিরাত খাতামান্ নবীঈন এর তৃতীয় খন্ডের ৭৫৮ পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহীত)

তারপর মক্কা বিজয়ের সময় আবু সূফিয়ানের একটি ঘটনাও ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ

(রা.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যখন আবু সূফিয়ানকে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, বলো কি চাও? সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আপনি কি আপনার জাতির প্রতি দয়া করবেন না। আপনিতো পরম দয়ালু ও মহানুভব এছাড়া আমি আপনার আত্মীয়ও বটে, ভাই হই তাই আমাকে সম্মান দেখানোও প্রয়োজন, কেননা, এখন আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যাও মক্কাতে ঘোষণা করে দাও; যে ব্যক্তি আবু সূফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল আমার ঘরে আর কতজনের সংকুলান হবে। এতবড় শহর তা আমার গৃহে আর কতজন আশ্রয় নিতে পারবে। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে; যে ব্যক্তি খানা ক্বাবায় আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। আবু সূফিয়ান বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! খানা ক্বাবাও ছোট্ট একটি জায়গা সেখানেইবা কতজন আশ্রয় নিবে তারপরও লোক বাকী থেকে যাবে।

তিনি (সা.) বলেন, যে নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ রাখবে তাকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যারা রাস্তা-ঘাটে বসবাস করে তারা কোথায় যাবে? তিনি (সা.) বলেন ঠিক আছে; তারপর তিনি একটি পতাকা বানান এবং বলেন, এটি বেলাল (রা.)-এর পতাকা। আবি রওয়াইহাহ্ নামী একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি (সা.) যখন মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ছিলেন এবং পরস্পরকে ভাই-ভাই বানাচ্ছিলেন তখন আবি রওয়াইহাহ্‌কে বেলালের ভাই বানিয়েছিলেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত সম্ভবত সে সময় বেলাল (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না অথবা অন্য কোন প্রজ্ঞা ছিল, যাই হোক তিনি বেলাল (রা.)-র জন্য পতাকা বানান এবং আনসার আবি রওয়াইহাহ্'র হাতে সোপর্দ করে বলেন, এটি বেলাল (রা.)'র পতাকা। তাকে সাথে নিয়ে এ পতাকাসহ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করো, যে এ পতাকার নীচে এসে দাঁড়াবে, পতাকার নীচে আশ্রয় নিবে তাকেও প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে। আবু সূফিয়ান বললো, ঠিক আছে এবার যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে গিয়ে ঘোষণা করার অনুমতি দিন।

যেহেতু মক্কার কুরাইশ নেতারাই অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তাই ভয় পাবার কোনই কারণ ছিল না। সে মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করেন, নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখো আর কেউ বাইরে এসো না। খানা ক্বাবায় চলে যাও এবং বেলাল (রা.)'র পতাকা যারা এর নীচে আশ্রয় নিবে তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের সবার প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে এবং কিছুই বলা হবে না। কিন্তু তোমাদের অস্ত্র সমর্পণ কর ফলে মানুষ তাদের অস্ত্র সমর্পণ করা আরম্ভ করে আর হযরত বেলাল (রা.)'র পতাকা তলে সমবতে হতে আরম্ভ করে।

এ ঘটনা থেকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, এতে সবচেয়ে মহান বিষয়টি হলো হযরত বেলাল (রা.)'র পতাকা। রসূলে করীম (সা.) বেলাল (রা.)-এর জন্য পতাকা বানান এবং বলেন, যে ব্যক্তি বেলাল (রা.)-এর পতাকার নীচে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে অথচ নেতা ছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। কিন্তু মহানবী (সা.) নিজের কোন পতাকা উত্তোলন করেন নি। তারপর কুরবানীর দিক থেকে সম্মুখ সাড়িতে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) কিন্তু কারো নামেই পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। এরপরে খালেদ বিন ওলিদ ছিলেন, তিনি এবং সর্দার ছিলেন অথচ সেখানে কারোরই পতাকা বানানো হয় নি। মহানবী (সা.) কেবল বেলাল (রা.)-এরই পতাকা বানিয়েছিলেন।

(হযরত মুসলেহ্ মাওউদ {রা.}) বলেন যে, এ কারণে বানিয়েছিলেন। কারণ হলো, খানা ক্বাবার ওপর যে আক্রমন হতে যাচ্ছিল, আবু বকর (রা.) দেখছিলেন; যাদেরকে মারা হবে তারা তাদেরই ভাই-বন্ধু। তিনি স্বয়ং বলে ফেলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি আপনার ভাইদেরকে হত্যা করবেন? তিনি মুসলমানদের ওপর কৃত সেসব অত্যাচার-নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ও বাহ্যত মহানবী (সা.)-এর খিদমতে একথাই নিবেদন করেছিলেন, এসব কাফেরদেরকে হত্যা করুন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিন কিন্তু মনে মনে হয়তো বলছিলেন, এরা আমাদেরই ভাই। যদি ক্ষমা করা হয় তাহলে উত্তম। অনুরূপভাবে হযরত উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) বা অন্যান্য যেসব সর্দার ছিলেন কোন না কোন ভাবে সবারই আত্মীয়তা বা সহানুভূতি ছিল মক্কাবাসীদের প্রতি। কেবল এক ব্যক্তি ছিলেন মক্কায় যার কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। মক্কায় যার কোন শক্তি ছিল না। মক্কায় যার কোন সঙ্গী ছিল না এবং নিসঙ্গ অবস্থায় তার ওপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তা না আবু বকরের (রা.) ওপর হয়েছে, না হযরত উমরের(রা.) ওপর হয়েছে, না হযরত আলীর (রা.) ওপর হয়েছে, না হযরত উসমানের (রা.) ওপর হয়েছে আর নাই মহানবী (সা.)-এর ওপর হয়েছে।

মক্কায় জলন্ত ও উত্তপ্ত বালুর ওপর হযরত বেলাল (রা.)-কে উলঙ্গ শুইয়ে দেয়া হতো। তাঁকে উলঙ্গ করে গরম-উত্তপ্ত বালুর ওপর শোয়ানো হতো তারপর পেরেগ লাগানো জুতো পরে যুবকরা তার বুকের ওপর নাচতো আর বলেতো, বল! খোদা ছাড়া আরো অনেক উপাস্য আছে। বল! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী, যখন তারা মারতো তখন বেলাল (রা.) তাঁর হাবশী ভাষায় একথাই বলতেন, 'আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তিনি উত্তরে একথাই বলতেন, যত ইচ্ছা নির্যাতন করো যখন আমি দেখে নিয়েছি যে, খোদা এক তখন দু'জন কি করে বলবো। আর আমি জানি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল তখন আমি কিভাবে বলবো তিনি তা নয় বরং মিথ্যাবাদী। একথা শুনে তারা তাঁকে আরো মারতে থাকতো। গরমে এবং ঠান্ডায় উলঙ্গ করে পাথরের ওপর টানা

হেচরা করতো। তাঁর শরীরের চামড়া ক্ষত বিক্ষত হতো। চামড়া ছিড়ে যেতো কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন, 'আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল।

তাই হযরত বেলাল (রা.)-এর মনে এ ধারণা আসতে পারতো অথবা এসে থাকবে, আজ সেসব নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আজ সেসব অত্যাচারের বদলা নেয়া হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন আবু সূফিয়ানকে বললেন, যে তোমার পতাকা তলে সমবেত হবে, যে খানা ক্বাবায় আশ্রয় নিবে, দরজা বন্ধ রাখবে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন বেলাল (রা.)-এর মনে হয়তো এ ধারনা এসে থাকবে, আপন ভাইদেরকে ক্ষমা করছে ভালো কথা কিন্তু আমার প্রতিশোধ কিভাবে নেয়া হবে? কেননা, সেদিন এমন ছিল, যেদিন কেবল সেই কষ্ট পেতে পারত যার সেখানে কেউ ছিল না এবং যার ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি (সা.) বলেন, হযরত বেলাল (রা.)'র ওপর যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ আমি গ্রহণ করবো আর এমন প্রতিশোধ নিবো যাতে আমার নবুয়তের মর্যাদাও বজায় থাকে আর বেলালের (রা.) হৃদয়ও আনন্দিত হয়।

তিনি বলেন, বেলালের পতাকা উত্তোলন করো আর মক্কার যেসব সর্দার জুতো পড়ে হযরত বেলাল (রা.)-এর বুকের ওপর চরে নাচানাচি করতো, যারা তাঁর পায়ে রশি বেঁধে টানা হেঁচড়া করতো, যারা তাঁকে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখতো আর বলতো, বল! আল্লাহ্ এক নয় আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল নয় তাহলেই তোর প্রাণ রক্ষা হবে এবং তুমি স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে। তাদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, এ বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হও যাঁর ওপর তোমরা নির্যাতন করতে আর আজ সে বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় নিলেই তোমাদেরও প্রাণ রক্ষা হবে আর তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও জীবন রক্ষা হবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি, যখন থেকে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, যখন থেকে মানুষ শক্তি লাভ করেছে আর যখন থেকে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের বিরুদ্ধে রক্তের প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে, সে শক্তি লাভ করেছে তখন থেকে এরূপ মহান প্রতিশোধ কেউই গ্রহণ করেনি। খানা ক্বাবার চত্তরে বেলাল (রা.)-এর পতাকা উড্ডীন করা হয় এবং আরবের সেসব সম্ভ্রান্ত নেতা যারা তাঁকে পদদলিত করতো আর বলতো, বল! বলবি কিনা যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল নয় বরং মিথ্যাবাদী। তারাই সেদিন নিজ স্ত্রী-সন্তানদের হাত ধরে দৌড়ে এসে না না বলে বেলালের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছিল, যাতে তাদের প্রাণ রক্ষা হয়; এভাবেই প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছিল। সেসময় বেলাল (রা.)-এর হৃদয় ও প্রাণ কিভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি উৎসর্গীত হচ্ছিল। তিনি হয়তো বলে থাকবেন, আমি এসব কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতাম কি না জানি না, অথবা নিতেই বা পারতাম কি না কিন্তু এখন এমনভাবে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সে ব্যক্তি যার জুতো আমার বুকে উঠেছে তার মাথাকে মুহাম্মদ (সা.) আমার জুতোর ওপর নত করিয়ে দিয়েছেন। (সয়রে রূহানীর ৫৫৩-৫৬০ পৃষ্ঠা থেকে আরোহীত)

তারপর এরূপ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে এটিও জানিয়ে দিয়েছে যে, তিনি যাকে তোমরা দাস মনে করতে, তিনি যার কোন গোত্র বা আত্মীয়স্বজন মক্কায় ছিল না। তিনি একেবারেই নি.স্ব এবং পায়ে ঠেলার মত মানুষ মনে করে তোমরা তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছ। আজ শুন এবং দেখে নাও তোমরা শক্তিশালী নও, তোমরা সফলকামী নও, পরাক্রমশালী তোমরা নও বরং প্রবল পরাক্রমের অধিকারী হচ্ছেন বেলাল (রা.)-এর খোদা। মহা পরাক্রমশালী হচ্ছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদা, আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সে প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় খোদার বৈশিষ্ট্যাবলী অবলম্বন করেছেন এবং এ গুণাবলী ধারণ করেছেন। এভাবে বিজয় লাভের পর প্রতিশোধ নেন যাতে অহংকার বা গর্ব নেই। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে শত্রুদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে না বরং প্রজ্ঞার সাথে এমন সিদ্ধান্ত করেন যাতে প্রতিশোধও নেয়া হয় আর তোমাদেরকে তোমাদের ভুল-ত্রুটি বোঝার দিকেও মনযোগ আকর্ষিত হয়। আজ প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ী সে প্রবল পরাক্রমশালী খোদার সাথে পরিচয় করানোর জন্য, তোমাদের দৃষ্টিতে যে অসহায় মানুষ ছিল বরং তোমরা তাকে জীব-জন্তুরও অধম মনে করতে, তারই পতাকা তলে তোমাদেরকে আশ্রয় নিতে বলা হচ্ছে যাতে তোমাদের সম্বিত ফিরে, যখন তোমরা বেলাল (রা.)-এর বিরুদ্ধে নির্যাতনের আগুন প্রজ্জলিত করতে আর তোমাদের ধারণা অনুযায়ী স্বয়ং নিজেদেরকে মহাশক্তিশালী মনে করতে, আর ভাবতে এ অসহায় ও জ্ঞানহীন মানুষটির ওপর অত্যাচার করো তাহলে সে আপন ধর্ম থেকে সরে আসবে, সে ধর্ম পরিহার করবে। যা তোমাদের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞাশুন্য ধর্ম।

এসব অত্যাচারীর নেতা আবুল হাকাম নামে আখ্যায়িত হতো আর তারই নির্দেশে এসব যুলম নির্যাতন করা হতো। মক্কাবাসীদেরকে এটি বলার জন্যও এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তোমরা যারা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করতে, তোমরা যে নামধারী আবুল হাকাম এর পিছু অনুসরণ করছিলে সে মূলতঃ আবু জাহল ছিল। তোমরা যারা খোদাকে প্রবেশ পরাক্রমশালী মনে করতে না বরং নিজ প্রতিমাদেরকে সবকিছুর ওপর শক্তিশালী জ্ঞান করতে, আজ দেখে নাও প্রজ্ঞা বা সম্মান তোমাদের কাছে, তোমাদের নেতাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রতিমাসমূহের কাছে আছে নাকি এদের থেকে বিমুখ আর জাগতিক দৃষ্টিতে সেই হাবশী দাসের কাছে আছে, যিনি তাঁর বিচক্ষণতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও প্রজ্ঞার আলোকে সে জ্যোতিকে শনাক্ত করেছিল যা খোদার পক্ষ থেকে প্রেরীত এবং যার জন্য বিজয় ছিল নির্ধারিত। তাই যারা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়

আমরা কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুলম-নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিবো না বরং সে রীতি অবলম্বন করতে হবে যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সম্মুখে তাঁর জীবনাদর্শের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

খোদাতে বিশ্বাস রাখো তারা আজ এ দাসের পতাকা তলে আশ্রয় নাও। সে বেলাল (রা.) যাঁর প্রজ্ঞা তাঁর প্রভুর প্রজ্ঞার রঙে রঙিন হয়ে আরও মহান হয়েছে। আজ এ প্রজ্ঞাও জেনে রাখো শক্তি কিছুই নয়, অত্যাচারী কখনই স্থায়ী হয় না। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়ে যদি প্রজ্ঞাশীল ও জ্ঞানী করে থাকেন তাহলে এর সঠিক প্রয়োগ করো আর অন্য মানুষের মেধা, মনন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্যায় অধিগ্রহণ করো না। অন্যের আবেগানুভূতির প্রতি যত্নবান হও, এমনি না করা প্রজ্ঞাহীন মানুষের কাজ।

তাই মহানবী (সা.) এ ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মক্কার কুরাইশ ও মক্কার সর্দারদের এটি বুঝিয়েছিলেন যে, জেনে রাখো প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ী মহাপরাক্রমশালী কেবল খোদার সত্ত্বা। যদি কেউ অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের অধিন হয় তাহলে তাকে গোলামীর শিকলে এভাবে আবদ্ধ করবে না যদি কাল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যা কেউই জানে না যে কাল কি ঘটবে তাহলে তোমরা তার কাছেই প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বেড়াবে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ঘোষণা করে এবং এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যেখানে মক্কার কুরাইশদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন তদ্রুপে কার্যত এ ঘোষণাও করিয়েছেন, আজ থেকে ক্রিতদাস প্রথা শেষ হলো। নির্যাতনও আজ থেকে বন্ধ হলো। আজ 'লা তাসরিব আলাইকুমুল ইয়াওমা'র ঘোষণা কেবল আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আমার মান্যকারীদেরও। অনুসারীদের মধ্যে সেসব দুর্বল মানুষও আছে যারা তোমাদের ক্রিতদাস থাকাকালে তোমাদের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে।

এ অনুপম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত হযরত বেলাল (রা.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছে, হে সেই দুর্বল মানুষ যে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার আলোকে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-কে চিনেছিলো। আজ যখন তোমার প্রজ্ঞা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে তখন তাদের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যারা তোমার পতাকা তলে সমবেত হবে তাদেরকে আপন পতাকা তলে আশ্রয় দিয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত করো আর যারা তোমার সম্মুখে নত হয়, যারা তোমার পায়ে মাথা নত করে তাদেরকে খোদার সমীপে অনুগত বানাও। এরপর গোটা পৃথিবী হুবহু সে দৃশ্যই দেখেছে আর এভাবেই ঘটতে দেখেছে, সেসব মানুষ যারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করতো আর আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় প্রতিমা নির্মাণ করেছিল তারাই আল্লাহ্‌র সমীপে নত হয়েছে।

আজ আহমদীরাও স্মরণ রাখুন, এ দৃশ্যেরও পুনরাবৃত্তি হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা; এবং আমরা কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুলম-নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিবো না বরং সে রীতি অবলম্বন করতে হবে যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সম্মুখে তাঁর জীবনাদর্শের আলোকে উপস্থাপন করেছেন। আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা মনে রাখুন, তোমরা যারা আহমদীদেরকে কাণ্ড-জ্ঞানহীন মনে করো যে, তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে অনেক বড় ভুল করেছে। সময় বলবে যে কারা কাণ্ড-জ্ঞানহীন আর কারা জ্ঞানী। কারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর সঠিক সিদ্ধান্তই বা কারা নিয়েছে। তাই বিরোধীতা বন্ধ করো আর মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে নত হও এবং তাঁর কাছেই প্রজ্ঞা কামনা করো।

আহমদীদের ওপর এই যে অত্যাচার হচ্ছে, তা বেশি সময় চলবে না ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। বিজয় আমাদের আর নিশ্চিত আমাদেরই, আজ প্রত্যেককে এটি বুঝা উচিৎ যে, ইনশাআল্লাহ্ সেদিন দূরে নয় যেদিন আমরা এদৃশ্য দেখবো। বিভিন্ন দেশে আহমদীদের ওপর যুলুম হয়, যেখানে মুসলিম সরকার আছে বা উলামাদের চাপ রয়েছে-সেখানে বেশি হয়।

আজও একটি বেদনাদায়ক শাহাদাতের সংবাদ এসেছে। শেখুপুরার সাইদ আহমদ নাসের সাহেবের যুবক ছেলে হুমায়ূন ওয়াকার'কে গত ৭ই ডিসেম্বর শেখুপুরারায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা শহীদ করেন। তিনি নিজ দোকানে বসে ছিলেন তখন তারা এসে গুলি করে শহীদ করে। তাঁর বয়স ছিল ৩২বছর। অত্যন্ত ভদ্র ও সজ্জন ছিলেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া শেখুপুরার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। নাযেম তরবিয়ত ও নও মোবাইন ছিলেন। এসব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না অবশ্যই উত্তম ফল বয়ে আনবে আর আনছে। এ ব্যাপারে আমাদের কোন চিন্তা নেই কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদেরকে জ্ঞান খাটানো উচিৎ এবং পূর্ববর্তী ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ, এতটা সীমালঙ্ঘন করো না যাতে তোমাদেরকে পরিশেষে লজ্জিত হতে হয়।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা সমুন্নত করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন।

ইনশাআল্লাহ্ নামায শেষে আমি তার গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(পৃষ্ঠার ভেতরের প্রথম পাতার বিজ্ঞপ্তি)

হে সন্দিহানগণ!

আসমানী মীমাংসার দিকে চলে আসুন।

হে বুজুর্গগণ! হে মৌলবী সাহেবান ও জাতির মনোনীতগণ! খোদা তা'লা আপনাদের দৃষ্টি উন্মোচিত করুন। ক্রোধ, আক্রোশ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সীমাতিক্রম করবেন না। আমার এ গ্রন্থের উভয় অংশ গভীর মনোযোগ সহ পাঠ করুন। এতে নূর ও হেদায়াত রয়েছে। খোদা তা'লাকে ভয় করুন এবং কাফির আখ্যা দেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। খোদা তা'লা খুব ভাল জানেন যে আমি একজন মুসলমান।

"আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসূলিহি ওয়াল বা'সি বা'দাল মওতি ওয়া আশ্‌হাদু আন্‌ল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রুসূলুহু ফাত্‌তাকুল্লাহা ওয়া লা তাকূলূ লাস্‌তা মুসলিমান ওয়াত্‌তাকুল মালিকাল্লাযি ইলাইহি তুরজাউন।"

(অর্থ ঃ আমি আল্লাহতে ও তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান রাখি এবং সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। আমি সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। অতএব আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। 'তুমি মুসলমান নও'–এমনটি বলো না আর সেই সর্বাধিপতিকে ভয় কর যার দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে' –অনুবাদক)।

এ পুস্তক পাঠের পরও যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আসুন এবং পরীক্ষা করুন, খোদা কার সাথে আছেন। হে আমার বিরুদ্ধ মত পোষণকারী মৌলবী, সূফী ও গদ্দিনশিনগণ যারা কাফির ও মিথ্যা দাবীদার আখ্যা দানকারী! আমাকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে, আপনারা যদি মিলিতভাবে বা এক একজনে সেই সব ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে আমার মোকাবিলা করতে চান যা 'রাহমান' আল্লাহ্‌র বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তাহলে খোদা তা'লা আপনাদের লজ্জিত করবেন এবং আপনাদের গোমর ফাঁক (প্রকৃত তথ্য ও অসত্য প্রকাশ) করে দেবেন আর তখন আপনারা দেখতে পাবেন যে তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এই মোকাবিলায় প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হয় এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণভাবে ঘোষণা দিয়ে, আমার প্রভু-প্রতিপালক আমার সাথে গ্রহণযোগ্যতার যে-সব সম্পর্ক রাখেন সেগুলোর ক্ষেত্রে নিজের সম্পর্কাবলীর তুলনা করে দেখায়? স্মরণ রেখো, খোদা সত্যবাদী নিষ্ঠাবানদের সহায়ক। তিনি তারই সাহায্য করেন যাকে তিনি সত্যবাদী বলে জানেন। চালাকি-চাতুর্য থেকে নিবৃত্ত হও।

কেননা তিনি নিকটেই রয়েছেন। তোমরা কি তাঁর সাথে লড়বে? কেউ কি অহঙ্কারী সুলভ লম্ফ-ঝম্প দেখিয়ে প্রকৃতপক্ষে উঁচু হতে পারে? কেবল কথার তীক্ষ্ণতা দিয়ে কি সত্যকে কেটে ফেলতে পার? সেই সত্ত্বাকে ভয় কর যাঁর ক্রোধ সব ক্রোধের ঊর্ধে। 'ইন্নাহু মাইঁ ইয়াতি রাব্বুহু মুজ্‌রিমান ফা-ইন্না লাহু জাহান্নামা লা ইয়ামুতু ফিহা ওয়ালা ইয়াহ্‌ইয়া' [অর্থাৎ 'নিশ্চয় যে তার প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে তার জন্য অবশ্যই এমন জাহান্নাম রয়েছে যেখানে সে মরবেও না এবং বেঁচেও থাকবে না' (সূরা তাহা ঃ ৭৫) অনুবাদক]

বিনীত উপদেশক–
গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
(কাদিয়ান নিবাসী)
লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

'আল হামদু লিল্লাহি ওয়াস্ সালামু আলা কাওমিম মুজায়িন সাইয়েমা আলা ইমামিল্ আস্‌ফিয়ায়ি ওয়া সাইয়েদিল্ আম্‌বিয়ায়ি মুহাম্মাদিনিল্ মুস্‌তাফা ওয়া আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি আজমায়ীন, আল্লাহুম্মার্ যুকনা আন্‌ওয়ারা ইত্তিবায়িহি ওয়া আতে'না যূয়াহু বিজামীয়ি আনওয়ায়িহি বিরাহ্‌মাতিকা আলাইহি ওয়া আশ্‌ইয়ায়িহি"

(অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, শান্তি বর্ষিত হোক 'শোকাহত জাতি'র ওপর, বিশেষত পবিত্রদের ইমাম ও নবীদের নেতা মুহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁর 'আল' ও 'আসহাবে'র ওপর। হে আল্লাহ্! তাঁর অনুগমন ও অনুসরণের নূর তার সর্ববিধ কল্যাণ সহ আমাদের দান কর। আমরা তাঁর এবং তাঁর অনুসারী জামা'তসমূহের সপক্ষে তোমার রহমতের প্রত্যাশী –অনুবাদক)।

হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম মৃতদের জীবিত করতেন ও অন্ধদের চক্ষু এবং বধিরদের শ্রবণশক্তি দান করতেন–এ যাবতীয় নিদর্শনের মধ্য থেকে 'মসীলে মসীহ্' (–'মসীহ্‌র সদৃশ' এ অধম) কী দেখিয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর–

প্রথমত এ স্থলে এ উত্তর যথেষ্ট যে, মুসলমানরা যে-মসীহ্‌র জন্য অপেক্ষমান তাঁর সম্পর্কে হাদীস সমূহে একথা লেখা নেই যে, তাঁর হাতে মৃত জীবিত হবে, বরং তাঁর ফুৎকারে জীবিতরা মারা যাবে বলে লেখা আছে। তাছাড়া খোদা তা'লা এ অধমকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন যাতে আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের জীবিত করা হয়, বধিরদের কান খোলা হয় ও কুষ্টদের পরিশুদ্ধ করা হয়। আর যারা কবরে পড়ে আছে সেখান থেকে তাদের বের করা হয়। আর এ-ও একটি সাদৃশ্যের বিষয় যে মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম যেমন ইঞ্জিলে তওরাতের সঠিক নির্জাস এবং আসল মগজ উপস্থাপন করেছিলেন অনুরূপ কাজের জন্যই এ অধম প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যেন গাফিলদের বুঝাবার জন্য পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়। মসীহ্ কেবল এ কাজের জন্যই এসেছিলেন, যেন তওরাতের আদেশাবলী জোরালো ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তেমনি ধারায় এ অধমও এ কাজের জন্যেই প্রেরিত হয়েছে, যাতে পবিত্র কুরআনের আহ্‌কাম বিশদভাবে বর্ণনা করে। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে সেই মসীহ্ মূসাকে দেয়া হয়েছিল, আর এই মসীহ্ মূসার সদৃশকে (তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুঃকে) দান করা হয়েছে। অতএব এ যাবতীয় সাদৃশ্য তো সপ্রমাণিত এবং আমি সত্য সত্য বলছি, মসীহ্‌র হাতে জীবিত হওয়া লোক মরে গেছে কিন্তু যারা আমার হাত দিয়ে সেই সুধা পান করবে যা আমাকে দান করা হয়েছে তারা কখনও মরবে না। যে সব জীবনসঞ্চারী কথা আমি বর্ণনা করি এবং যে-সব হিকমত (ও প্রজ্ঞা) আমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় তার অনুরূপ অন্য কেউ যদি বর্ণনা করতে পারে তাহলে বুঝবে, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগমন করি নি। কিন্তু এই সব জ্ঞানতত্ত্ব যা মৃত হৃদয়ের জন্যে অমৃত সুধার মর্যাদা রাখে তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব না হলে তোমাদের কাছে এ অভিযোগের কোন ওজর নেই (বলেই সাব্যস্ত হবে) যে তোমরা সেই উৎসমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছ, যা আকাশে উৎসারিত হয়েছে। পৃথিবীর কেউ একে রোধ করতে সক্ষম নয়। কাজেই তোমরা মোকাবিলা করার জন্য তড়িঘড়ি করো না এবং জেনে-শোনে নিজেদেরকে সেই অভিযোগের আওতাধীন সাব্যস্ত করো না, যে-সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন ঃ

"লা তাক্বফু মা লাইসা লাকা বিহি ইল্‌মুন ইন্নাস্ সাম্‌আ ওয়াল বাসারা ওয়াল্ ফুওয়াদা কুল্লু উলায়িকা কানা মাসয়ূলা' [অর্থাৎ যে সম্পর্কে তোমার প্রকৃত জ্ঞান নেই তা নিয়ে আপত্তি তুলবে না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় –এগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে'–(বনী ইসরাঈল ঃ ৪৭) –অনুবাদক]। কূধারণা পোষণে সীমা ছাড়িয়ে যেও না। এমন না হয় যেন তোমাদের কথা দিয়ে তোমরা নিজেরা ধরা পড়, সেই দুঃখজনক অবস্থানে তোমাদের আবার বলতে হয়! ঃ

'মা লানা লা নারা রিজালান কুন্না নাউদ্দুহুম মিনাল আশরার' [অর্থাৎ কী হলো যে আমরা সেই সব লোকদের দেখতে পাচ্ছি না যাদের আমরা দুস্কৃতিপ্রবণদের অন্যতম বলে গণ্য করতাম' (সূরা সাদ ঃ ৬২) –অনুবাদক]।

হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ও তাঁর পবিত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী এবং ঐশী সাহায্যের জন্যে অপেক্ষমান হয়ে থাক তাহলে নিশ্চিত জেনো যে সাহায্যের সময় এসে গেছে এবং এই কর্মকান্ড মানুষের পক্ষ থেকে নয়। মানবীয় পরিকল্পনা এর ভিত্তি স্থাপন করেনি। বরং এটি সেই প্রভাতের উদয়, যে সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থাবলীতে পূর্ব থেকে সংবাদ দেয়া হয়েছিল। খোদা তা'লা অতি প্রয়োজনের সময়ে তোমাদের স্মরণ করেছেন। যখন একেবারে কোনো ধ্বংসাত্মক গহ্বরে তোমাদের হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু (ঠিক তখন) তাঁর অসীম দয়ার হাত ত্বরিৎ তোমাদের রক্ষা করেছে। অতএব শোকর কর এবং আনন্দে উল্লসিত হও যে আজ তোমাদের সঞ্জীবিত হওয়ার দিন সমোপস্থিত। খোদা তা'লা সত্যবাদীদের রক্তে সিঞ্চিত নিজ ধর্মের উদ্যানটিকে কখনও বিনষ্ট হতে দিতে চান না। তিনি কখনও এটা চান না যে অন্যান্য জাতির ধর্মগুলোর মতো ইসলামও একটি পুরানো কেস্‌সা-কাহিনীর আকর হোক, যাতে সদ্য মওজুদ কোনো বরকত ও আশিস নেই। তিনি অন্ধকারের পুরোপুরি প্রাধান্য বিস্তারের সময়ে নিজ পক্ষ থেকে জ্যোতি দান করে থাকেন। অন্ধকার রজনীর পর আলো উদ্ভাসিত করেন। অন্ধকার রাতের পর কি নতুন চাঁদের উদয়ের জন্যে অপেক্ষা করা হয় না? অমাবশ্যার রাত তথা অন্ধকারের শেষ রাতটি দেখে তোমরা কি নির্ধারণ কর না যে আগামী কাল নতুন চাঁদ উদিত হবে? আফসোস, তোমরা এ দুনিয়ার বাহ্যিক প্রকৃতির নিয়মকে তো খুব ভাল বোঝো। কিন্তু এরই অনুরূপ এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিয়মটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ!

হে বাসনা-কামনার অনুসারী মৌলবীগণ ও শুষ্ক সাধু-সাধকগণ! তোমাদের প্রতি আক্ষেপ যে, স্বর্গীয় দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত হোক তা তোমরা একদমই চাও না, বরং তোমরা চাও, এগুলো যেন সর্বদা বন্ধই থাকে, আর তোমরা গুরু বলে অবস্থান করতে পার। নিজেদের হৃদয়ের দিকে নজর দাও এবং নিজেদের অভ্যন্তর খোঁজ করে দেখ, তোমাদের জীবন কি সংসারোসক্তি মুক্ত? তোমাদের হৃদয়ে কি সেই মরিচা নেই যার কারণে তোমরা তাদের মতো এক অন্ধকারে পড়ে আছ যারা হযরত মসীহ্‌র সময়ে দিন-রাত প্রবৃত্তির উপাসনায় নিমগ্ন থাকতো? তোমরা কি সেই সব ফকীহ্ ও ফরিসি

(–ইহুদী পন্ডিত ও পুরোহিতদের) চেয়ে কোনক্রমে কম কোনো কিছু?! তাই এটা কি সত্য নয় যে তোমরা 'মসীহ্‌র সদৃশে'র জন্য মসীহ্‌র সাথে তার সাদৃশ্যের বেশ অনেক খানি উপকরণ নিজেদের হাত দিয়েই উপস্থাপন করছো, যাতে খোদা তা'লার অকাট্য যুক্তি সর্বতোভাবে তোমাদের ওপর প্রযোজ্য হয়। আমি সত্য সত্য বলছি, একজন কাফিরের মু'মিন হয়ে যাওয়া তোমাদের ঈমান আনয়ন অপেক্ষা সহজতর। বিপুল সংখ্যক মানুষ পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আসবে এবং এই নেয়ামত ভান্ডার থেকে অংশলাভ করবে কিন্তু এই জংধরা অবস্থার মধ্যেই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। হায়! তোমরা যদি কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে!!

আর সাদৃশ্যের জন্যে মসীহ্‌র প্রথম জীবনের যে সব মু'জিযার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় সে সম্পর্কে এক্ষণই বর্ণনা করে এসেছি, দৈহিক ভাবে জীবিতকরণ কোনো বিষয় নয়। আধ্যাত্মিক জীবন দানের জন্যে এ অধম প্রেরিত হয়েছে এবং এর বহির্প্রকাশ ঘটবে। তা ছাড়া মসীহ্‌র প্রকৃত কাজগুলোকে যদি সেই সব টীকা-টিপ্পনি ও অতিশয়োক্তি থেকে পৃথক করে দেখা হয় যা কেবল মিথ্যা বানিয়ে বা ভুল বুঝার কারণে গড়া হয়েছে তা হলে (এক্ষেত্রে) অপ্রাকৃতিক অদ্ভুত কোনো কিছু বলে পরিলক্ষিত হয় না। বরং মসীহ্‌র মু'জিযা ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্পর্কে যে পরিমাণ আপত্তি ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়, তা অন্য কোনো নবীর অলৌকিক ক্রিয়া বা ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে কখনও ওরূপ সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারি না। পুকুর সম্পর্কিত কাহিনীটি কি মসীহ্‌ সম্পর্কে বর্ণিত মু'জিযাসমূহের চমক দূর করে দেয় না? আর ভবিষ্যদ্বাণীর অবস্থা তো এর চেয়েও শোচনীয়। ভূমিকম্প হবে, মহামারীর প্রাদুর্ভাব হবে, যুদ্ধ বিগ্রহ হবে, দুর্ভিক্ষ ঘটবে–এসবও কি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী!? এর চেয়েও আক্ষেপের বিষয় হলো, হযরত মসীহ্‌র যে-পরিমাণ ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে, সম পরিমাণ পূর্ণ হয়ে সত্য সাব্যস্ত হতে পারে নি। তিনি ইহুদা স্ক্রুউতিকে বেহেশ্‌তের বারটি সিংহাসনের মধ্যে একটি সিংহাসন দান করেছিলেন কিন্তু সে তা থেকে পরিশেষে বঞ্চিত থেকে যায়। পিটারকে তিনি কেবল সিংহাসনই নয় বরং আকাশের চাবিকাঠিও দান করেছিলেন এবং বেহেশ্‌তের দুয়ার কারও ওপর রুদ্ধ বা উন্মুক্ত হওয়া তারই এক্তিয়ারে রেখেছিলেন।

কিন্তু পিটার যে শেষ বাক্যটির মাধ্যমে হযরত মসীহ্‌ থেকে বিদায় হয়েছিল সেটি সে মসীহ্‌র সামনেই মসীহ্‌র প্রতি অভিসম্পাত করে ও কসম খেয়ে বলেছিল, 'আমি এ ব্যক্তিকে চিনি না, জানি না।' তেমনি ধারা আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এ বিষয়টি আপত্তির নয়। কেননা কাশ্‌ফ (দিব্যস্বপ্ন) লব্ধ সংবাদ তথা ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়াদিতে 'ইজতিহাদী' (বুঝার বা বিশ্লেষণের) ভুল-ত্রুটি নবীদেরও ঘটে থাকে। হযরত মূসার কতক ভবিষ্যদ্বাণীও যে আকারে পূর্ণ হবে বলে তিনি নিজ অন্তরে নির্দিষ্টভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সেরূপে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। এ প্রসঙ্গে মোদ্দাকথা এটাই যে হযরত মসীহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ (পূর্ণতার দিক দিয়ে) অন্যদের চেয়ে বেশি –এ দাবি ভুল সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এ ভুল মূল ঐশীবাণীতে ছিল না। বরং 'ইজতিহাদি' তথা অনুধাবন ও বিশ্লেষণগত ভুল সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু মানুষ ছিলেন এবং মানুষের রায় বা অভিমত ভ্রান্তি ও শুদ্ধতা উভয় দিকেই যেতে পারে। কাজেই (তাঁর ক্ষেত্রে) এসব 'ইজতিহাদী' ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়।

এক্ষেত্রে আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরত মসীহ্‌ মু'জিযা দেখাতে সুস্পষ্টত অস্বীকার করে বলেন, তিনি কখনও কোনো মু'জিযা দেখাতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোক এক স্তুপ পরিমাণ মু'জিযা তাঁর দিকে আরোপ করছে। তারা দেখে না যে তিনি নিজে অস্বীকার করে যাচ্ছেন। তাই হিরোডিসের সামনে হযরত মসীহকে যখন উপস্থিত করা হয় তখন হিরোডিস মসীহ্‌কে দেখে খুব আনন্দিত হয়। কেননা তাঁর কাছে কোনো মু'জিযা দেখার তার আশা ছিল। কিন্তু হিরোডিস যদিও এ সম্পর্কে মসীহ্‌কে অনেক আবেদন-নিবেদন করে, তবুও তিনি কোনো উত্তরই দিলেন না। তখন হিরোডিস তার সঙ্গী-সাথীদের সহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। দেখুন লুক ঃ ২২ অধ্যায়।

এখন লক্ষ্য করা উচিত হযরত মসীহ্‌র মধ্যে যদি খ্রিষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী 'ইক্বতিদারী' তথা স্বকীয় ক্ষমতায় মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকতো তাহলে নিশ্চয় হযরত মসীহ্‌ তাঁর প্রতি সুবিশ্বাসী এবং তাঁর জন্মভূমির অধিপতি হিরোডিসকে কোনো অলৌকিক কান্ড দেখাতেন। কিন্তু কিছুই দেখাতে পারেন নি। বরং ইহুদী পন্ডিত-পুরোহিতরা, রোম সম্রাটের দরবারেও যারা অনেক সম্মানের অধিকারী ছিল তারা একবার হযরত মসীহ্‌র কাছে মু'জিযা চাইলে তিনি তাদের সম্বোধনপূর্বক ক্রোধ ও উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় বললেন, 'এ যুগের বদ ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকেরা নিদর্শন খোঁজে* কিন্তু ইউনুস নবীর নিদর্শন ছাড়া তাদের অন্য কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না।'

---

* ***টীকা ঃ*** এক্ষেত্রে হযরত মসীহ্‌র শিষ্টাচার ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে এক কঠিন আপত্তির উৎপত্তি হয়। কেননা মথি ২৩ অধ্যায় ৩ পদে তিনি বলেন, ফকীহ্‌ ও ফিরিসিগণ মূসার মসনদে বসে আছেন অর্থাৎ তারা বড় বুজুর্গ। তিনি এ-ও জানতেন, এসব লোক ইহুদীদের আনুগত্যভাজন নেতা বলে গণ্য হতেন এবং সীজারের দরবারে বিশেষ সম্মানের সাথে রইসদের আসনে তাদের বসানো হতো। এসব কিছু সত্ত্বেও এ ফকীহ্‌ ও ফিরিসীদেরকেই সম্বোধন করে হযরত মসীহ্‌ অতি অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন। বরং আশ্চর্যের কথা তো এই যে, ইহুদীদের সম্মানিত ও বুজুর্গগণ নম্র ও শালীন ভাষায় সর্বতঃ বিনয় বেশে হযরত মসীহ্‌র সমীপে এভাবে নিবেদন জানালেন, 'হে ওস্তাদ আমরা আপনার কাছ থেকে একটি নিদর্শন দেখতে চাই।' এর উত্তরে হযরত মসীহ্‌ তাদের সম্বোধন করে এ শব্দগুলো ব্যবহার করেন ঃ 'এ যুগের বদ ও হারামখোর লোকেরা নিদর্শনের খোঁজ করে।' এরপর এতেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি সম্মানিত লোকদের সর্বদা কটু ভাষায় উল্লেখ করতে থাকেন। কখনও তাদেরকে বলেন ঃ "হে সাপের দল ও সাপের বংশধরগণ!" দেখুন মথি ঃ ২৩ অধ্যায় ৩৩ পদ। কখনও বলেন, 'হে ভন্ড আলেম ও ফিরিসিরা!' দেখুন মথি ঃ ২৩ অধ্যায় ১৩ পদ। কখনও তাদের অতি অশ্লীল ভাষায় বলেন, 'বেশ্যারা তোমাদের আগে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকবে।' কখনও তাদের নাম শুকর ও কুকুর রাখেন, দেখুন মথি ঃ ২১ অধ্যায় ৩১ শ্লোক। কখনও তাদের 'আহাম্মক' আখ্যা দেন। দেখুন মথি ঃ ২৩ অধ্যায় ১৭ পদ। কখনও তাদের বলেন, 'তোমরা জাহান্নামী।' দেখুন মথি ঃ ২৩ অধ্যায় ১৬ পদ। অথচ নিজেই সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচারের উপদেশ দেন। বরং বলেন, 'যে কেউ নিজের ভাইকে আহাম্মক বলে সে জাহান্নামের আগুনের শাস্তিযোগ্য হবে।' শিষ্টাচার ও ভদ্রতা সম্পর্কে (নিজেরা অতি জ্ঞানী বলে ভুলবশত) সুধারণা পোষণকারী কতিপয় ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যে সব কুৎসা করেছেন সেগুলোর খন্ডন প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্‌র শিষ্টাচার সম্পর্কিত এ আপত্তিটিরও উত্তর দেয়া হবে।

দেখুন মথি ঃ ১২ অধ্যায় ৩১ পদ। হযরত মসীহ্ যে ইউনুস নবীর নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এতে হযরত মসীহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল 'ইউনুস নবী যেভাবে মাছের পেটে মরেন নি, বরং জীবিত থাকেন এবং জীবিতাবস্থায় বেরিয়ে আসেন, অনুরূপভাবে আমিও মরবো না এবং কবরে মৃতাবস্থায় প্রবেশ করবো না।'

আমরা এবং আমাদের সমালোচকগণ

কতিপয় মহোদয় সমালোচনাস্বরূপ এ অধমের দোষ ধরেছেন। যদিও মানুষ দোষমুক্ত নয় এবং হযরত মসীহ্‌র এ কথা বলা যথার্থ ঃ 'আমি নেক নই, নেক কেবল একজনই অর্থাৎ খোদা।' কিন্তু এরূপ ছিদ্রান্বেষণ যেহেতু ধর্মীয় কার্যক্রমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং সত্যের সন্ধানকারীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কাজেই সংক্ষেপে এসব সমালোচনার উত্তর দেয়া হচ্ছে।

প্রথম সমালোচনাটি এ অধম সম্পর্কে করা হয়েছে যে, নিজের বই-পুস্তকে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষেত্রে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। এর দরুন বিরুদ্ধবাদীরা উত্তেজিত হয়ে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ও তাঁর সম্মানিত রসূলের প্রতি বে-আদবি করে এবং গালিগালাজপূর্ণ বই-পুস্তক প্রকাশ করে। অথচ কুরআন করীমে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া আছে যে বিপক্ষদের উপাস্যদের গালমন্দ দিবে না, যাতে তারাও অজ্ঞতা ও বিদ্বেষবশত খোদা তা'লাকে গালমন্দ না দেয়। কিন্তু এ ঐশী নির্দেশের বিপরীতে এস্থলে কটু ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে।

উত্তর ঃ স্পষ্টভাবে জানা উচিত, আপত্তিকারী মহোদয় উক্ত সমালোচনায় সেই সব ভাষা বা শব্দ উপস্থাপন করেননি, যা তাঁর দৃষ্টিতে এ অধম তার বই পুস্তকে ব্যবহার করেছে এবং সেগুলি প্রকৃতপক্ষেই গালমন্দের অন্তর্ভুক্ত। আমি সত্য সত্য বলছি, আমার জানা মতে কোথাও একটি শব্দও এমন নেই যা গালমন্দের আওতায় পড়ে। অত্যন্ত ধোঁকার বিষয় হলো, অধিকাংশ লোক গালমন্দ ও ঘটনা তথা বাস্তব অবস্থার বর্ণনাকেও একই আকারে মনে করে নেন। অথচ দু'টি ভিন্ন অর্থের মাঝে তারা পার্থক্য করতে জানেন না। বরং প্রত্যেক এমন একটি কথাকে যা প্রকৃতপক্ষে ঘটনার বর্ণনা এবং নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য, এর (মাঝে বিদ্যমান) কিছুটা তিক্ততার কারণে যা সত্য তুলে ধরার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে জড়িত হয়ে যায় এমন কথাকেও তারা গালমন্দ বলেই ধরে নেন। অথচ গালমন্দ ও কটুকথা কেবল সে বিষয়ের নাম যা ঘটনার বিপরীত এবং মিথ্যা হিসেবে কেবল কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক কঠোর ও কর্কশ বক্তব্যকে যদি কেবল এর (সাথে জড়িত) তিক্ততা ও কষ্টের রেশ থাকার কারণে গালমন্দের অর্থের আওতাভুক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের মানতে হবে যে সমগ্র কুরআন গালমন্দে ভরপুর।

কেননা প্রতিমাসমূহের অসারতা ও তুচ্ছতায় এবং প্রতিমা পূজারীদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও নিন্দাসূচক যে সব শব্দ কুরআন শরীফে ব্যবহার করা হয়েছে–এ গুলো কখনও এমন নয় যা শ্রবণে প্রতিমা পূজারীদের অন্তর খুশী হয়ে থাকবে। বরং নিঃসন্দেহে এ শব্দগুলো তাদের ক্রোধের অবস্থা উদ্রেকের অনেকটা কারণ হয়ে থাকবে। মক্কাবাসী কাফিরদের লক্ষ্য করে খোদা তা'লার এ বক্তব্য ঃ ***"ইন্নাকুম ওমা তা'বুদূনা মিনদূনিল্লাহি হাতাবু জাহান্নাম"*** [(অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যা কিছুর তোমরা উপসানা করে থাক তা সবই জাহান্নামের ইন্ধন মাত্র (আল আম্বিয়া ঃ ৯১) –অনুবাদক]–এটি কি আপত্তিকারীর ধারণা অনুযায়ী কটু কথার অন্তর্ভুক্ত হবে না? খোদা তা'লা কি কুরআন করীমে ***"ওয়াগ্‌লুয আলাইহিম"*** (–'তাদের প্রতি কঠোর হও'– আত্ তওবা ঃ ৭৩) বলেন নি? মু'মিনদের চিহ্নাবলীর মাঝে ***"আশিদ্দাউ আলাল্ কুফ্‌ফার"*** ('কাফেরদের প্রতি কঠোর'– আল ফাত্‌হ : ৩০) বিষয়টি কি নির্ধারণ করা হয়নি? ইহুদীদের সম্মানিত উলামা ও ফিরিসিদের হযরত মসীহ্ কর্তৃক 'শুকর ও কুকুর' বলে আখ্যায়িত করা এবং গালিলের মহামর্যাদাবান শাসক হিরোডিসকে 'শৃগাল', সম্মানিত প্রধান (ইহুদী) পুরোহিত ও ফকীহ্‌দের 'বেশ্যাদের সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া' এবং ইহুদীদের বুযুর্গ নেতা যারা (রোমান) রাজত্বে উচ্চ মর্যাদা ও রাজ্যসভায় আসন লাভকারী ছিল তাদেরকে নিম্নবর্ণিত অতি ঘৃণ্য কর্কশ ও কষ্টদায়ক এবং ভদ্রতা বিবর্জিত শব্দাবলী দ্বারা আখ্যায়িত করা ঃ 'তোমরা কুকর্মকারী, দুষ্ট, বজ্জাত, বেঈমান, আহাম্মক, ভন্ড, শয়তান, জাহান্নামী, সাপ ও সাপের বাচ্চা'– এসব শব্দ কি আপত্তিকারীর অভিমত অনুযায়ী গালিগালাজ নয়? বস্তুত এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আপত্তিটি কেবল আমার এবং আমার বই-পুস্তকের বিরুদ্ধেই নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আপত্তিকারী খোদা তা'লার সকল কিতাব ও সকল রসূলের বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজিত হৃদয়ে আক্রোশ মূলকভাবে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এ আপত্তির আঘাত সবচে' বেশি আসে ইঞ্জিলের ওপর।

কেননা হযরত মসীহ্‌র কঠোর ভাষণ অন্যান্য সব নবীর চেয়ে এগিয়ে। ইঞ্জিল সূত্রে প্রমাণিত, এরকম কঠোর ভাষণের কারণে ইহুদীরা হযরত মসীহকে মারার জন্যে পাথর উঠিয়েছে। প্রধান পুরোহিতের সম্মান হানির কারণে হযরত মসীহ্ তাঁর নিজ মুখমন্ডলে চপেটাঘাত খেয়েছেন। হযরত মসীহ্ যেমন বলেছিলেন, 'আমি সন্ধির জন্য আসি নি বরং আমি তলোয়ার চালাতে এসেছি।' অতএব তিনি রসনার তলোয়ার এমন ভাবে চালিয়েছেন যে, কোনো নবীর কিতাব বা কালামে এমন কঠোর ও দুঃখদায়ক শব্দাবলী নেই যেমনটি ইঞ্জিলে রয়েছে। এই কথার তলোয়ার চলার দরুন পরিশেষে মসীহকে কতই না দুঃখ সইতে হয়েছে! তেমনিভাবে ইউহান্না তথা হযরত ইয়াহ্‌ইয়াও ইহুদীদের উলামা ও বুযুর্গদেরকে সাপের বাচ্চা আখ্যা দিয়ে তাদের দুষ্টামি ও কারসাজিতে নিজ মস্তক কর্তন করিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পবিত্র মহাপুরুষগণ কি চরম পর্যায়ের অভদ্র ছিলেন? বর্তমান কালের অধুনা সভ্যতার নাম-গন্ধও কি তাদের স্পর্শ করেনি?

এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা (আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্যে উৎসর্গিত) হযরত খাতামুল মুরসালীন সৈয়্যদুল আওওয়ালীন ওয়াল আখেরীন (সা.) পূর্বেই দিয়ে গেছেন। সেটি হলো এ (সম্পর্কিত) আয়াতসমূহ যখন অবতীর্ণ হলো যে মুশরিকরা 'রিজ্‌স' (অপবিত্র), তারা 'শাররুল-বারিয়া' (সৃষ্টির নিকৃষ্টতম), তারা নির্বোধ, শয়তানের বংশধর আর তাদের উপাস্যরা নরকের ইন্ধন, জাহান্নামের জ্বালানি, তখন আবু তালেব আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ডেকে এনে বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কটু ভাষা ও গালিগালাজের দরুন জাতি ভীষন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তোমাকে এবং সেই সাথে আমাকেও মেরে ফেলার উপক্রম হয়েছে। তুমি তাদের

বুদ্ধিমানদের নির্বোধ আখ্যা দিয়েছ। তাদের বুযুর্গদের সৃষ্টির নিকৃষ্ট বলেছ। তাদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র উপাস্যদের জাহান্নামের ইন্ধন ও নরকের জ্বালানি বলে আখ্যায়িত করেছ। সাধারণভাবে তাদের সবাইকে 'রিজ্‌স' (অপবিত্র) ও শয়তানের বংশধর এবং পঙ্কিল সাব্যস্ত করেছ। আমি তোমাকে হিতাকাঙ্ক্ষা স্বরূপ বলছি, "তোমার জিহ্বাকে থামাও এবং কটু ভাষা ও নিন্দাবাদ থেকে নিবৃত্ত হও। নচেৎ আমি জাতির মোকাবিলা করতে অক্ষম।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'হে চাচা! এটা গালি-গালাজ নয়, বরং (বাস্তব) ঘটনার অভিব্যক্তি এবং প্রকৃত বিষয়ের যথাস্থানে প্রযোজ্য বর্ণনা মাত্র। এর জন্যে আমি যদি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে থাকি তাহলে আমি নিজে সানন্দে মৃত্যু বরণে প্রস্তুত।

আমার জীবন এ পথেই উৎসর্গীকৃত। আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশে ও সত্য ঘোষণায় নিবৃত্ত হতে পারি না। হে চাচা! আপনি যদি নিজের দুর্বলতা ও দুঃখ-কষ্টের আশঙ্কা বোধ করেন তাহলে আপনি আমাকে আপনার আশ্রয়ে রাখা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যান। খোদার কসম! আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ঐশী আদেশ-নির্দেশ (মানুষের কাছে) পৌঁছানো থেকে কখনও পিছপা হবো না। আমার কাছে আমার প্রভুর আদেশ-নির্দেশ নিজ প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।

খোদার কসম, এপথে আমি যদি মারাও যই, তাহলে আমার ইচ্ছা, এরপর বার বার জীবিত হয়ে সর্বদা এ পথেই যেন মারা যেতে থাকি। এটি ভয়ের (বা ভয় পাওয়ার) কোন উপলক্ষ নয়। বরং তাঁর পথে যেন দুঃখ-কষ্ট বরণ করি– এতেই আমি পরম তৃপ্তি বোধ করি।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ বক্তৃতা করছিলেন আর তাঁর চেহারায় সত্যতা ও জ্যোতির্ময়তায় ভরপুর আবেগাপ্লুত অবস্থা দৃশ্যমান হচ্ছিল। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ বক্তব্যটি শেষ করলেন তখন সত্যের আভা অবলোকনে আপনাআপনি আবু তালেবের অশ্রু গেড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, 'আমি তোমার এ উন্নত অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলাম। তুমি তো অভিনব কোন রং ও রূপ এবং অন্য কোন শান ও অবস্থানে আছ। যাও আর নিজের কাজে লেগে থাক। যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি ততক্ষণ আমার যতখানি শক্তি কুলোয়, আমি তোমাকে সঙ্গ দেব।' এখন মোদ্দাকথা* এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে আবু তালিবের আপত্তির যে উত্তরটি দিলেন প্রকৃতপক্ষে সেটিই (আমার বিপক্ষে) প্রত্যেক আপত্তিকারীকে নিরুত্তর করার জন্য যথেষ্ট। কেননা গালিগালাজই এক বিষয় এবং (বাস্তব) ঘটনার বর্ণনা তা যতই তিক্ত ও কঠোর হোক না কেন, ভিন্ন বিষয়। প্রত্যেক সত্য উদ্ঘাটনকারী ও সত্যবাদী ব্যক্তির কর্তব্য হয়ে থাকে, সত্য বিষয়কে পুরোপুরিভাবে বিপক্ষ বিপথগামীর কর্ণগোচর করে দেয়া। এরপর সে যদি সত্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হয় তাতে কিছু যায় আসে না।

---

* টীকা ঃ আবু তালিব সংক্রান্ত বৃত্তান্তের এ সকল বিষয়বস্তু যদিও বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে কিন্তু এখানে বর্ণিত এ বাক্যগুলো সবটুকুই ইলহামকৃত (তথা ঐশীবাণী যোগে প্রাপ্ত) যা খোদা তা'লা এই অধমের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ করেছেন। কেবল কোন কোন বাক্য ব্যাখ্যাস্বরূপ এ অধমের পক্ষ থেকে বটে। এই ইলহামকৃত বাক্যাবলী থেকে আবু তালিবের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সু-প্রতিভাত। কিন্তু সর্বত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, ওই সহানুভূতির উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তীতে নবুওয়াতের জ্যোতি ও অবিচল দৃঢ়তার চিহ্নাবলী অবলোকনে।

আমাদের মনিব ও অভিভাবক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জীবনের এক বৃহদাংশ তথা চল্লিশ বছরকাল অসহায়, অস্থির ও এতিম অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন। দূরের ও নিকটের কোন আত্মীয় এই একাকিত্বের জীবনে নিকটাত্মীয় সুলভ যথাযথ কোন কর্তব্য পালন করেন নি। পরিশেষে সেই রূহানী বাদশাহ্ (সা.) তাঁর শৈশবকালে দুনিয়াতে যাদের কেউ নেই এমন লা-ওয়ারিশ শিশুদের ন্যায় অনাবাদ জনপদ নিবাসী মরুচারী কোন কোন মহিলার নিকট সমর্পিত হলেন এবং একই নিরুপায় ও দারিদ্রাবস্থায় সেই শ্রেষ্ঠ মানব (সা.) দুগ্ধপানের দিনগুলো পূরণ করেন। আর যখন কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধি (উন্মেষ) হওয়ার বয়সে উপনীত হন, তখন দুনিয়াতে যাদের কেউই নেই এমন এতিম ও অসহায় শিশুদের ন্যায় সেই বিরান মরু চরাচরে বসবাসকারীরা ছাগল-ভেড়া চরাবার কাজ বিশ্বজগতের সবচে' মহান সেবার পাত্র সেই 'মাখদুমুল-আলামীন'-এর ওপর সোপর্দ করে। আর সেই অভাব অনটনের দিনগুলোতে নিম্নমানের শষ্যদানা বা ছাগলের দুধ ছাড়া তাঁর জন্যে অন্য কোন খাবার ছিল না। আর যখন পরিপক্ক বয়সে উপনীত হলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিবাহের জন্য কোন চাচা ইত্যাদি নবী করীম (সা.)-এর চরম সৌন্দর্য-সত্ত্বেও একটু চিন্তা-ভাবনা করেন নি। বরং পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর আকস্মিক ভাবে শুধু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মক্কার একজন অবিজাত বংশীয় ধনাঢ্য মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নিজের জন্য বেছে নেন এবং তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যেখানে আবু তালেব, হামযা ও আব্বাসের মত আপন চাচা মওজুদ ছিলেন, বিশেষত আবু তালেব মক্কার রইস এবং নিজ জাতির সর্দার (প্রধান)-ও ছিলেন এবং জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ধন-সম্পদে অনেক কিছুর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই সবারই ধনী নেতৃস্থানীয় অবস্থা থাকা সত্ত্বেও মহানবীর (সা.) সেদিনগুলো অতিকষ্টে, অনাহারে-অর্ধাহারে ও নিরুপায় অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। অবশেষে তাঁকে বাধ্য হয়ে মরুবাসী লোকদের ছাগল-ভেড়া চড়াবার কাজ করতে হয়। কিন্তু এ অবস্থা দেখে কারো চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় নি। আর মহানবী (সা.)-এর বয়স যৌবনে উপনীত হলে কোনো চাচার মনে এ খেয়াল রেখাপাতও করে নি যে, তারাও পিতৃতুল্য–বিয়েশাদী ইত্যাদি বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। অথচ তাদের ঘরে এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের পরিবারেও বিবাহ উপযোগী মেয়েরা ছিল। কাজেই এস্থলে স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে, এতো অবজ্ঞা-অনিহা তাদের পক্ষ থেকে কেন সংঘটিত হলো? এর প্রকৃত উত্তর এটাই যে, তারা দেখতে পাচ্ছিল, আমাদের সায়্যেদ ও মাওলা (সা.) এমন একজন এতিম বালক যার না আছে বাপ, না মা, আর না আছে তাঁর কোনো দল ও লোকবল। যে কিনা নিরুপায় ও রিক্তহস্ত, এমন বিপদগ্রস্ত সাহায্য-সহানুভূতি কী লাভ বয়ে আনবে? তাঁকে জামাতা বানানোর মানে নিজের কল্যাণকে ধ্বংসের গহ্বরে ফেলে দেয়া। কিন্তু একথা (তাদের) জানা ছিল না যে, সে একজন শাহজাদা এবং রূহানী বাদশাহ্‌দের অগ্রনায়ক, যার হাতে দুনিয়ার যাবতীয় ভান্ডারের চাবিকাঠি ঐশী অভিপ্রায়ে তুলে দেয়া হয়েছে।

(চলবে)

ভাষান্তর : ***মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ***
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-২২)

‘ইসলামী শরীয়া আইন’ এবং শতধা–বিভক্ত বর্তমান আলেম সমাজ

বর্তমান যুগে কোন মুসলিম সংখ্যা–গরিষ্ঠ দেশে শরীয়া আইন (অর্থাৎ ইসলামের শরীয়তের আইন) প্রনয়ন ও বলবৎ করা যাবে কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার বিপরীতে চরমপন্থী মোল্লা- মৌলবীদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধর্মীয় মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করার ঘটনা কোন কোন দেশে সংঘটিত হয়েছে (পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত)।

দ্বিতীয়তঃ শতধা বিভক্ত আলেম সমাজের পারস্পারিক মত-পার্থক্য এবং ফতোয়াবাজীর তৎপরতার কারনে কোন দেশে শরীয়া আইন প্রনয়ন করতে চাইলে কোনটি সঠিক ফেরকা তার সার্টিফীকেট কী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রদান করতে সক্ষম হবে?

তৃতীয়তঃ রাজনীতিবিদগণের পক্ষে শরীয়া আইনের কোনটা সঠিক এবং কোনটা সঠিক নয় তা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও সহী হাদীসের আলোকে নিরূপণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়।

চতুর্থতঃ পার্থিব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ধর্মের অপব্যবহার এবং অপব্যাখ্যামূলক মধ্যযুগীয় কায়দা-কানুন বর্তমান যুগের চরমপন্থী মোল্লাদের ভালভাবেই জানা আছে। ইতিহাস এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক দুঃখজনক ঘটনাবলীর সাক্ষ্য বহন করছে।

পঞ্চমতঃ কোন দেশে শরীয়া আইন প্রণীত হলে সেই দেশের জন্মগত অমুসলিম নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে কি না এবং নির্বাচিত হলে নীতিগতভাবে রাষ্ট্র-প্রধানের পদমর্যাদা পর্যন্ত পদ-প্রাপ্তির অধিকার থাকবে কি না? যদি থাকে তাহলে শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অমুসলিম রাষ্ট্র-প্রধানের ওপরই প্রধানতঃ ন্যস্ত থাকবে কি না এবং তখন অবস্থাটা কি হবে?

ষষ্ঠতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অমুসলিম দেশসমূহ যদি একইভাবে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ধর্মীয় আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করে তাহলে সে দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের অবস্থান কিরূপ হবে?

সপ্তমতঃ শরীয়া আইন কার্যকর করার জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থা বিশেষতঃ দূর্নীতি ও দুঃশাসন, নৈতিক মূল্যবোধের চরম অভাব, কোথাও কোথাও সীমাহীন দারিদ্র এবং আর্থ–সামাজিক দুরাবস্থা, কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ইত্যাদি সমস্যাগুলো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই অনুকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে গায়ের জোরে শরীয়া আইন প্রনয়নের জন্য ‘দাবী–নামা’ পেশ করা যেমন আযৌক্তিক তেমনি অপরিনাম দর্শিতার পরিচায়ক। পৃথিবীর সকল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ সমুহে যুগপ্যভাবে শরীয়া আইন একমাত্র আইন হিসেবে প্রণয়ন ও বলবৎ করা সম্ভব কি না তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে এ কথা ভুললে চলবে না যে, ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব-ধর্ম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্যই আগমন করেছেন (সূরা ২১:১০৮, ৭:১৫৯, ৫:৪, ৩:২০, ৩:৮৬, ৩৪:২৯ দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ ইসলামী শরীয়া আইনের প্রেক্ষাপটও বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

এই প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়া আইন সংক্রান্ত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো। এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, রাজনীতিবিদ এবং সুধী-সজ্জন এবং প্রকৃত (তথা হক্কানী) আলেম–উলামার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে ইসলামের নামে রাজনীতি বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থোদ্ধারের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার সকল প্রকার প্রচেষ্টা সম্পর্কে সাধারণ জনগণ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ অথবা অন্য কোন প্রকারের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব যথাযথভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। ইসলামের সঠিক শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে চরম–পন্থী মোল্লাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার না করে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়–বিচারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং সুশীল সমাজ নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব সম্পাদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবেন এটাই সকল দেশ ও জাতি সমূহের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

১। ইসলামী শরীয়া আইনের মূল উৎস

ইসলামী শরীয়া আইনের তিনটি মূল উৎস হলো- (১) পবিত্র কুরআন, (২) সুন্নাহ বা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবনাদর্শ এবং (৩) সেই সকল বিশুদ্ধ হাদীস যেগুলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ সাংঘর্ষিক নয়। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সর্ব প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, শাসন করার সমস্ত অধিকার শুধুমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লার ওপরই ন্যস্ত এবং নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা এবং তিনিই সর্বময় কর্তা বা মালিক। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো: "অতএব, আল্লাহ্ই মহিমান্বিত প্রকৃত সর্বাধিপতি (বাদশাহ্)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ (উপাস্য) নেই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।" (আল্ মুমেনূন-২৩ঃ১১৭)। এই যে মৌলিক নীতি অর্থাৎ শাসন করবার সমস্ত অধিকার কেবল আল্লাহ্র এবং তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র প্রভূ, তা নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে কুরআন করীমে। এই আয়াত তারই অন্যতম উদাহরণ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয় দু'ভাবে-(ক) আইন (শরীয়াহ্ বা ব্যবস্থা), যার সর্বপ্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন করীম, হযরত রসূল পাক (সা.)-এর সুন্নাহ্ এবং সেই সঙ্গে তাঁর সহীহ্ হাদীসসমূহ, যার বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্রথম যুগের মুসলমানরা। এ সবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আইন প্রণয়ণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশনা। এবং বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্র ইচ্ছার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকারেরও নেই। (খ) উল্লিখিত নীতির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণের কোন প্রক্রিয়াই বৈধ বলে গ্রাহ্য হবে না।

উপরোক্ত মৌলিক নীতির প্রেক্ষিতে শরীয়া আইনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাসক-কর্তৃপক্ষকে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে 'আমানত' (TRUST) হিসেবে। সংসদ-সদস্যগণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের ইচ্ছামত অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপরোক্ত দুটি নীতির পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাকে কখনই 'ইসলামী শরীয়া আইন' নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। এই মৌলিক নীতির মূলে আঘাত করে চরমপন্থী আলেমদের চাপের কারণে পাকিস্তানের শরীয়া আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে সত্যিকার অর্থে ইসলামী আইন বা কোন সভ্য সমাজের আইন বলা যেতে পারে না।

২। গণতান্ত্রিক এবং সুবিচার-ভিত্তিক শাসন-পদ্ধতি

কুরআন মজীদের মতে, জনগণ তাদের জন্য উপযোগী যে কোন শাসন পদ্ধতিকে তাদের ইচ্ছা মাফিক গ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্র, গোষ্ঠীয় অথবা সামন্তীয় শাসন সব পদ্ধতিই বৈধ হতে পারে, যদি তা জনগণ তাদের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে। তবু, মনে হয় যে, গণতন্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কোরআন করীমে এবং তার উচ্চ প্রশংসাও করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য, তবে তা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধাঁচে নয়। ইসলাম পবিত্র কুরআনে কোথাও গণতন্ত্রের কোন শূন্যগর্ভ সংজ্ঞা দান করেনি। ইসলাম শুধু অতি গুরুত্ববহ তাৎপর্যপূর্ণ নীতিসমূহের কথাই বলেছে এবং বাদবাকী সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে জনগণের উপরেঃ অসুসরণ কর এবং লাভবান হও অথবা অনুসরণ না করলে পথভ্রষ্ট হও এবং ধ্বংস হয়ে যাও। ইসলামিক ধারণার (কনসেপ্টের) যে গণতন্ত্র, তার স্তম্ভ মাত্র দুটি, এগুলি হচ্ছেঃ

(ক) গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের ভিত্তি হতে হবে আমানতকারী হিসেবে ব্যক্তির মর্যাদা ও সাধুতা। এসম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষভাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ্যঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে সেগুলির প্রাপককে অর্পন করো। এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করো তখন ন্যায়-পরায়নতার সহিত বিচার করো। আল্লাহ তোমাদেরকে যার উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সবদ্রষ্টা।" (আল-নিসা, ৪ঃ ৫৯)।

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে এখানে জনগণের 'আমানত' (Trust) বলা হয়েছে। এ দিয়ে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে আমানতের অধিকর্তা হলো জনগণ, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বাদশাহ্ বা বংশ-বিশেষ নয়। সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট বংশ দ্বারা দেশ-শাসন, কিংবা বংশানুক্রমিক শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করা কুরআন সমর্থন করে না। বরং এর বিপরীত জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকেই অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের প্রধান হবেন নির্বাচিত ব্যক্তি, আর সেই পদে নির্বাচনের জন্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম পদের আকাঙ্খা করতে নিষেধ করেছে (বুখারীঃ কিতাবুল আহকাম)।

(খ) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানগণকে এবং শাসন কার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন। এজন্য পারস্পরিক আলোচনা এবং পরামর্শের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানগণকে কাজ-কর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (আশ শুরা ৪২ঃ৪০)। এই বিষয়গুলো জাতীয় আমানতের সংগে সম্পর্ক-যুক্ত যা বিশ্বস্ততা এবং সততার সংগে সম্পাদন করতে হবে। জাতীয় সংসদের ধর্মীয় বিষয়াদির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণটি খুবই সুস্পষ্ট এবং এমন যুক্তিপূর্ণ যা আলেম-উলামা অথবা কোন রাজনীতিবিদই অস্বীকার করতে পারবেন না। এটা একটি প্রকাশ্য বিষয় ও অখন্ডনীয় চ্যালেঞ্জ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ধর্মীয় বিষয়াদির ওপর জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার

এই প্রশ্নে কোন জাতীয় সংসদকে মতামত দানের যথার্থ অধিকারী বলে নির্ধারণ করা যেতে পারে না। কারণ কোনও জাতীয় সংসদ ধর্মীয় বিষয়াদির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যও কিনা তারও কোন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা নেই। দুনিয়ার অধিকাংশ সাংসদ রাজনৈতিক কার্যক্রমের ঘোষণাপত্র নিয়ে ভোটারদের কাছে যান এবং তাদের নির্বাচনও রাজনৈতিক যোগ্যতার ভিত্তিতেই করা হয়।

অতএব অনুরূপ কোন সংসদের এই অধিকার কি করে থাকতে পারে যে, উহা কোন ফির্কার কি ধর্মমত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়? অথবা কোন একটি আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কেই বা কি করে কোন সংসদ ফয়সালা করতে পারে যে, অমুক আকীদা অনুযায়ী

অমুক ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে কি পারে না? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের দাবীতে যদি কোন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অন্য কোন ফির্কা বা জামাতের ধর্ম নির্ধারণের ফয়সালা করার যথার্থ অধিকারী বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে এরূপ অভিমত বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। মানব-প্রকৃতি ও বিবেকের দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য নয় এবং ধর্মীয় মতেও গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এই জাতীয় বিষয়াদি গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুযায়ীও বিশ্বেব্যাপী গণতন্ত্রের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হয়ে থাকে। কোন কালেই ধর্মের ইতিহাসে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অধিকার স্বীকার করা হয় নি যে, তারা কারও ধর্মমত সম্বন্ধে কোন ফয়সালা দান করে।

৩। আলেমদের মত-পার্থক্য এবং শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন জটিলতা

প্রথমতঃ উগ্রবাদী আলেমদের বাস্তবতা-বর্জিত দাবীর কথা বলা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার আলেমদের মধ্যে আইন-কানুন বা শরীয়াহ সম্পর্কে কোন ঐকমত্য নেই। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং তাদের পারস্পরিক মতভেদ ও ফতোয়াবাজীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। তথাকথিত গোঁড়া-পন্থীদের কট্টর মত হলো এই যে, মুসলিম জনগণের আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রবণতার সঙ্গে তারা সমঝোতায় আসে শুধু এই শর্তে যে, মোল্লাদেরকে এই চূড়ান্ত অধিকার দিতে হবে যে, তারা সমস্ত গাণতান্ত্রিক বৈধতা যাচাই করবে 'শরীয়া'র ভিত্তিতে। মোল্লাদের এই দাবী যদি গৃহীত হয়, তাহলে এই দাবীটার অর্থ হবে এই যে, আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব খোদার হাতে থাকবে না, তা তুলে দেওয়া হবে গোঁড়াপন্থীদের হাতে, কিংবা বিশেষ কোন ফের্কার মোল্লাদের হাতে। যখন আপনি তাদের হাতে তুলে দেওয়া এই ভয়ংকর ক্ষমতাকে বিচার করে দেখবেন এই প্রেক্ষপটে যে, কোনটি শরীয়া এবং কোনটি নয়, তা নিয়েই স্বয়ং মুসলিম আলেমদের মধ্যে মৌলিক মত-পার্থক্য রয়েছে। তখন যে পরিণতি আপনার সামনে ভেসে ওঠবে, তা এক কথায় ভয়াবহ। গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে আইন-শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার গোষ্ঠী (School of Thought) রয়েছে অসংখ্য। এমন কি, একই গোষ্ঠীর মধ্যেও ফতওয়া দানের ব্যাপারে সব সময়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ মোল্লাদের প্রভাব এবং চাপ।

কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিমত থাকার কারণে রাজনীতিবিদরা শরীয়া আইন প্রয়োগের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। ফলতঃ ধর্ম-নিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার আলোকে সংসদ-সদস্যগণ আইন প্রণয়ন করতে চাইলে মোল্লাদের প্রভাব এবং চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় (পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়তঃ শরীয়া আইনের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে।

সংসদ সদস্যগণের পক্ষে কোনটা শরীয়া আইনের সঠিক ব্যাখ্যা এবং কোনটা সঠিক নয় তা মোল্লাদের চাপের মুখে অস্পষ্ট থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আইন-সভা যদি ধর্মীয় উলেমার অধীন হয় তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? যেখানে মতভেদের উদ্ভব হবে, সেখানে আইনসভা ঐ সকল আলেমের জ্ঞানগত-অভিমতের অধীন হবে, যারা পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কিংবা যারা পবিত্র-কুরআনের ব্যাখ্যার বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবি করে থাকেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে? একটি সংসদ আইন-প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত। তারা একটি আইন প্রণয়ন করবে, আর ইসলামের কতিপয় উলামা বলে উঠবে, "যা প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী, ইসলামে এসব অর্থহীন-বিষয়ের কোনো স্থান নেই।" এক্ষেত্রে কার মতামত গৃহীত হবে? একদিকে, অপাতদৃষ্টিতে এ-লোকগুলোর কথার সমর্থনে 'খোদা তা'আলার কথা' বলা হচ্ছে, যদিও কেবলই তা আপাতদৃষ্টিতে। অপরদিকে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কণ্ঠ! সুতরাং দ্বন্দটি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, এর সুরাহা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়াঁয়।

চতুর্থতঃ মোল্লাদের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে।

"যদি আইন-প্রণয়নের কর্তৃত্ব খোদার হাতেই থাকে, যা কিনা কোন মুসলমানই অস্বীকার করতে পারবে না তাহলে এর যৌক্তিক পরিণাম এটাই দাঁড়াবে যে, মোল্লারা বা আলেমরাই কেবল 'শরীয়া' আইন বুঝবার এবং তার সংজ্ঞা দেবার খাস-এখতিয়ার রাখে। এই দৃশ্যপটে, আইন পরিষদগুলোর নির্বাচিত করার সকল কর্মকান্ডই ব্যর্থ ও অনর্থক প্রতিপন্ন হয়। আর যাই হোক সংসদ সদস্যদের কাজতো শুধু এতটুকুই নয় যে, তারা কেবল মোল্লাদের দেখিয়ে দেওয়া জায়গাগুলোতেই দস্তখত করবে। এটা সত্যিই দুঃখবহ যে, না রাজনীতিবিদরা, না বুদ্ধিজীবীরা কখনও আন্তরিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলোর কথা বলে বা স্বীকৃতি দেয়।"

পঞ্চমতঃ কোন রাষ্ট্রীয় সরকার 'খাঁটি মুসলিম ফিরকা' হওয়ার সার্টিফিকেট দিতে পারে কি?

কোন একটি ফিরকার দাবী সমূহ কতখানি গ্রহণযোগ্য তা যাচাই করার শ্রেষ্ঠতম মাপকঠি হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং কুরআনের শিক্ষার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীসের নির্দেশাবলী। বিভিন্ন ফিরকার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ ও মত-পার্থক্য এবং ঘোষিত ফতোয়া সমূহের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে ধর্মের ব্যাপারে ঐক্যমতে নিঃসংকোচে উপনীত হওয়া অতটা সহজ নয়।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হলোঃ ধর্ম নিরূপণ করা যদি সরকারী ক্ষমতার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে সরকারের পক্ষে ৭৩ দলের মধ্যে কোন দলটি সঠিক তা নির্ধারণ করা এবং সেই দলের নামে সার্টিফিকেট প্রদান করা কি সম্ভব? এই কাজগুলো সরকারী দায়িত্বের গন্ডিভূক্ত কিনা এবং বাস্তব-সম্মত কিনা তা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। সরকার কি মহানবী মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত সংগার বিপরীতে নতুন কোন সংগা দ্বারা মুসলমানিত্বের সার্টিফিকেট দিতে দুঃসাহস প্রকাশ করবেন? স্মতর্ব্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সংগা অনুযায়ী যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে তাকে অমুসলমান বলার অধিকার অন্য কারো নেই। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন ধর্ম গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা দান করেছেন। ধর্মীয় বিষয়ে বিচার করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার উপরই ন্যস্ত। সরকার সেই অধিকার নিজ হাতে তুলে নিলে তার পরিণতি কখনই শুভ হতে পারে না। ধর্মীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টিতে শিক্ষনীয় বিষয় আছে যা মোল্লাদের অজানা থাকার কথা নয়।

(চলবে)

যুগ ইমামের সাথে মুলাকাত ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

আমার পায়ের সমস্যার কারণে কয়েকদিন পরপর হাসপাতাল যেতে হচ্ছিল। তাই যুক্তরাজ্য সফরের সূচী তৈরী করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। সময়ের অভাবে স্কটল্যান্ড তথা গ্লাসগো যেতে হলো বিমানে। আমার সাথে আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব সঙ্গী হলেন। তিনি সর্বদা আমার সাহায্য করেছেন।

লন্ডনের গেটওয়ে এয়ারপোর্ট থেকে গ্লাসগোর ফ্লাইট ধরলাম রাত ৯.০০টায়। আবহাওয়া খারাপ থাকায় আধঘন্টা লেট হলো। ভয় হচ্ছিল যাওয়া হবে কি না। প্রবল ঝড়ের কারণে অনেক ফ্লাইট সেদিন বাতিল করা হয়েছিল। আমার ফ্লাইটের জন্য পূর্বাহ্নে হযরত সাহেবের (আই.) কাছে দোয়ার দরখাস্ত করা হয়েছিল। হুযুরের দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা রাত ১০.৩০মি. গ্লাসগো পৌঁছে গেলাম। গ্লাসগো জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব রানা মোহাম্মদ আকবর সাহেব এবং মওলানা দাউদ আহমদ কোরায়েশী সাহেব আমাদের নিতে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদেরকে তার নিজ বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব ভাল খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর গেস্ট হাউজে গিয়ে রাত কাটালাম। এখানে এখনো মসজিদ নির্মাণ হয় নি। তবে মিশন হাউজ বিল্ডিং আছে এবং আরো একটি বিল্ডিং-এ নামায এবং জুমুআর ব্যবস্থা আছে।

পরদিন সকালে মুরুব্বী সিলসিলাহ মওলানা দাউদ কোরায়শী সাহেব আমাদের নিজ গাড়ীতে করে গ্লাসগো শহর দেখাতে বের হলেন। স্কটল্যান্ড যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চল। গ্লাসগো শহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। বলা যায় জঙ্গলে মঙ্গল হয়েছে। তিনদিকে সমুদ্র, সমুদ্রের কিনার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে সারাদিন ঘুরে ঘুরে কাটালাম। উন্নত মানের মার্সিডিজ গাড়ীতে ঘুরতে মানুষ ক্লান্ত হয় না। কোরায়শী সাহেব বললেন এমন গাড়ীতে সারাদিন ঘুরলেও ক্লান্তি আসে না।

লক লমন্ড লেক অনেক বড় একটি লেক বা হ্রদ। এতবড় প্রাকৃতিক হ্রদ খুব কম হয়। প্রায় ৩৫ মাইল দীর্ঘ, চওড়াও কয়েক মাইল। এখানে মানুষ বিনোদনের জন্য আসে। ছোট ছোট জাহাজ ভাড়া করে লেকের মাঝে ঘুরে ঘুরে আনন্দ উপভোগ করে ভ্রমণার্থীরা। আমাদের হাতে সময় ছিল না সেই সাথে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও হচ্ছিল। একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার

খেলাম। খাবার মানে ফিস এণ্ড চিপস। মাছ ভাজা আর আলু চিকন করে সুন্দর ভাবে কেটে কেটে ভাজি করা, খুবই মজাদার। সন্ধ্যায় গ্লাসগো জামা'তের এক হালকায় মাগরিবের নামাযের জন্য গেলাম। হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. কবীর সাহেব আমাদের ঘনিষ্ঠজন। ডা. সাহেব আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমি জানতাম না যে, যে ডাক্তারের বাসায় যাচ্ছি তিনি চট্টগ্রামের ডা. কবির ও ডা. তামান্না। মুরুব্বী সাহেবও জানতেন না যে, ডাক্তার সাহেব আমার পূর্ব পরিচিত। সেখানে রাতের খাবারের অতি উত্তম ব্যবস্থা ছিল। নামাযের সময়ে আরো কয়েকজন আহমদী আসলেন। নামাযের পর সবার সাথে পরিচয় বিনিময় হল। তারা আমাদের দেখে খুশি হলেন, আমরাও হলাম। গ্লাসগো শহরে আহমদীদের সংখ্যা খুব কম। যারা আছেন তারা দূরে দূরে থাকেন। ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ছে।

এরপর মিশন হাউসে ফিরলাম। দীর্ঘ রাস্তা জনবসতি শূন্য, চারদিকে জঙ্গল। কিন্তু রাস্তা খুব পরিস্কার। আমার তো ভয় হচ্ছিল, সঙ্গীরা হাসলেন। বললেন, সমগ্র ইংল্যান্ডে রাতে দিনে কোথাও ভয়ের কোন কারন নেই। সমগ্র ইংল্যান্ডে তা জঙ্গল হোক, খেত খামার হোক কোথাও যত্নের অভাব নেই। সর্বত্র সরকারের কড়া নজর আছে। কোন স্থানই অনিরাপদ নয়।

পরের দিন সকাল ৯টায় ট্রেনে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সে দেশে ট্রেনে ভ্রমণ মানে বিলাসিতা এবং বিনোদনের বিষয়। ট্রেনের ভাড়াও বেশী। প্রায় ৪২৫ মাইল রাস্তা মাত্র সাড়ে চার ঘন্টায় দুপুরে আমরা লন্ডন পৌঁছলাম ।

কয়েকদিন পরে একদিন আমরা মোটর কারে যাত্রা করলাম। বড় বড় কয়েকটি শহরে আমাদের মসজিদ ও মিশন হাউজ দেখতে। এবার ভাগ্যক্রমে সঙ্গী হিসেবে পেলাম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব আর নুরুদ্দীন সাহেবকে, সাথে ফিরোজ আলম সাহেবের তিন ছেলেও ছিল।

সর্বপ্রথম আমরা দেখলাম বার্মিংহাম মসজিদ ও মিশন হাউজ। প্রায় চার একর জমির ওপর অনেক বড় বিল্ডিং। আসলে পূর্বে এটি খৃষ্টানদের চার্চ ও মিশন হাউজ ছিল। কর্তৃপক্ষ কোন কারনে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমাদের জামা'ত কিনে নিয়েছে। তারপর সংস্কার করে আমাদের প্রয়োজনমত মসজিদ, গেস্ট হাউজ, মিশন হাউজ, মুরুব্বীর বাসা, জলসার জন্য বড় বড় হল ঘর বানানো হয়েছে। চমৎকার জায়গা, খেলার মাঠ আছে। গাড়ী পার্কিং-এর বিশাল জায়গা আছে।

দুপুরে আমাদের খাবার ব্যবস্থা ছিল। মুরুব্বী জনাব মওলানা আব্দুল গাফ্‌ফার সাহেব (ঘানার অধিবাসী) জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার, তিনি আমাদের পূর্ব পরিচিত এবং ছোট ভাইয়ের মত। অনেক বছর পর দেখা হল, আমরা খুব খুশি হলাম। জামা'তের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং খোদ্দামও উপস্থিত ছিলেন। খুবই ভাল ভাল খাবার যেমন পোলাও, গোস্ত, সাদা ভাত, মাছ, ডাল সবই ছিল। আমরা যোহর ও আসরের নামায জমা করে সবাই খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর পরবর্তি জামা'ত শেফিল্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

শেফিল্ডের মসজিদ মিশন হাউজ তুলনামুলকভাবে বেশী বড় না। নির্মাণ কাজও শেষ হয় নি, জামা'তও বড় না। আমরা মাগরিবের পরপরই সেখানে পৌঁছে গেলাম। নামাযের পরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলাম। প্রেসিডেন্ট সাহেব চা-নাস্তা খাওয়ালেন। মুরব্বী সাহেব ইউকে জামেয়া থেকে নতুন পাশ করা মুরব্বী। মুরুব্বী সাহেব আমাদেরকে তার অফিস দেখালেন।

দেখে আশ্চর্য লাগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এত ভাল ভাল জায়গা দিয়েছেন। সব জায়গায় যেখানে মসজিদ আছে সেখানে মিশন হাউজ এবং জামা'তের কর্মকর্তাদের অফিস আছে। মুরব্বী সাহেবের সাজানো গোছানো অফিস। সেখানে টেলিফোনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র আছে। বইপত্রের জন্য আলমারি আছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সময় কম থাকায় তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিতে হল।

এবার আমরা ব্র্যাডফোর্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রাত প্রায় ৯ টায় ব্র্যাডফোর্ড জামা'তে তথা গেস্ট হাউজে পৌঁছে গেলাম। সুন্দর সুন্দর সাজানো গোছানো গেস্ট হাউজ। এখানকার মুরব্বী মওলানা মোবারক আহমদ বসরা সাহেব আমার চেয়ে কম বয়সী, জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে পাশ করা, তিনিও আমার পূর্ব পরিচিত। জামা'তের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে মুরব্বী সাহেব নিয়োজিত ছিলেন আমাদের মেহমানদারির কাজে। তিনি রাতের খাবারের জন্য আমাদের নিয়ে গেলেন এক হিন্দুস্তানী হোটেলে। এ হোটেলের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ভারত উপমহাদেশের (পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ) যে কোন ব্যক্তি যা যা খেতে পছন্দ করবেন সব পাওয়া যায়। প্রশস্ত বিরাট হোটেল এক সাথে পাঁচ'শ বা ছয়'শ মানুষ খেতে পারবে। সকল প্রকার খাবার-পোলাও, বিরিয়ানী, রুটি, সকল প্রকার সবজি, অনেক প্রকার মাছ-মাংস বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা, বিভিন্ন স্বাদের তরকারি। আপনি যতটা খেতে পারেন দাম একই। আপনি হোটেলের টেবিলে বসলেই বেয়ারা (বালক/বালিকা) এসে জিজ্ঞেস করবে পানীয় কি নিবেন? সাদা পানি না কোকা কোলা না সেভেন আপ? আপনি এক গ্লাস পানীয় নিলেন। আর কিছু যদি নাও নেন দাম ঐ একই। সাদা পানি বা যে কোন এক গ্লাস পানীয়। তারপর যত খুশী খাবার খাবেন। ঐ একই পরিমান মূল্য। আপনি নিজ হাতে নিয়ে আসবেন প্লেট ভরে। যা খুশী নিবেন- যত খুশী খাবেন। ঐ এক গ্লাস পানীয়ের দাম দিতে হবে (খুব সম্ভব বিশ পাউন্ড) আর কোন টাকা দিতে হবে না। মুরব্বী মোবারক বসরা সাহেব বললেন দাম আপনার জানার প্রয়োজন নেই। খেতে থাকুন।

রাতে আরামের বিছানায় ঘুমালাম। সকালে ইচ্ছামত বিশ্রাম ও নাস্তা শেষে আবার যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের হাতে সময় ছিল না। তাই অনেক কিছু দেখার সুযোগ হল না।

সর্বপ্রথম মসজিদ দেখতে গেলাম। একটি সুন্দর প্লট, সামান্য উঁচু পাহাড়ের ওপর অতি চমৎকার মসজিদ। কয়েক বছর হল নবনির্মিত মসজিদ। সুন্দর স্থানে সুন্দর মসজিদ। খুবই ভাল প্ল্যানিং করে নিমার্ণ করা তিন তলা বিল্ডিং। মসজিদের সাথে মুরব্বী সাহেবের বাসা, বিভিন্ন কাজের জন্য সুন্দর সুন্দর হল ঘর, বিভিন্ন অফিস রুম। মসজিদের ব্যালকনী থেকে এবং মসজিদের ভেতর থেকে শহরের চমৎকার দৃশ্য দেখার মত। এটি হুযূর (আই.)-এর খুবই পছন্দের মসজিদ। পরের মুলাকাতে হুযূর (আই.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলাম। আসলে খুবই চমৎকার জায়গা

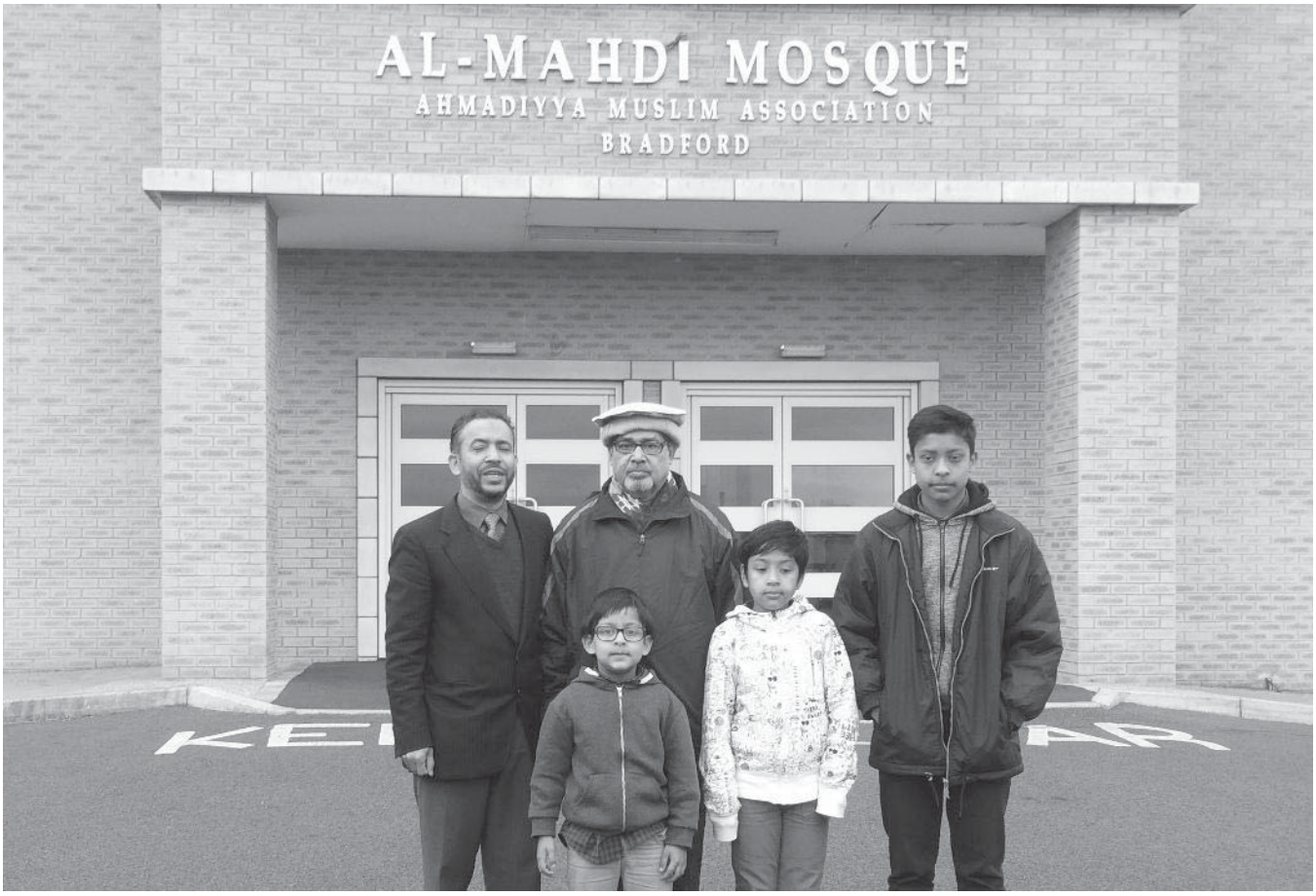

ব্রাডফোর্ড-এর আল মাহদী মসজিদের সামনে মওলানা ফিরোজ আলম ও তার তিন ছেলেসহ লেখক

এবং নির্মাণশৈলীও খুব চমৎকার।

ম্যানচেস্টার মসজিদ ও মিশন দেখতে যাবার পূর্বে যে কোন একটি স্থান দেখার সুযোগ আছে। পূর্ব থেকেই চিন্তাভাবনা চলছে কোথায় যাওয়া যায়। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব শেষ সিদ্ধান্ত দিলেন লেক ডিস্ট্রিক্ট এবার না দেখে ব্ল্যাকপুল শহর ও সমুদ্র সৈকত দেখে তারপর ম্যানচেস্টার মিশন হাউজে গিয়ে দুপুরের খাবার। সামান্য শৈত্যপ্রবাহ ছিল, ঠান্ডা বাতাসের সাথে গুঁড়ি গুড়িঁ বৃষ্টিও হচ্ছিল।

ব্ল্যাকপুল শহর ছোট কিন্তু সুন্দর। সমুদ্র সৈকত দেখতে যায় মানুষ। আমরা সমুদ্র সৈকতে নামলাম। সৈকতে বাতাস এত প্রবল যে দাঁড়ানোও কষ্টকর হচ্ছিল। সমুদ্র উত্তাল ছিল। রবিবার ছুটির দিন ছিল। প্রচুর মানুষ আসছিলেন সমুদ্র সৈকতের পরিবেশ উপভোগ করতে। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে মওলানা সাহেবকেও তাদের পেছনে দৌড়াতে দেখলাম। আমি কতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকলাম। তারপর নূরুদ্দীনকে বললাম, চলো কোন চা বা কফি শপ দেখি। আমরা এক কফি শপে ঢুকলাম। গাড়ির ড্রাইভারকে বললাম, দেখ ভাই! মওলানা সাহেব ও তার ছেলেদের দৌড় শেষ হলে তাদেরকে এখানে নিয়ে এসো। আনন্দমুখর পরিবেশ ছিল।

আমরা কফি শপে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে মওলানা সাহেব আসলেন। চা নাস্তা করলাম। তারপর ম্যানচেস্টার মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

ম্যানচেস্টার পৌঁছাবার পর অসময় হওয়া সত্ত্বেও জামা'তের মুরব্বী মওলানা মালেক মোহাম্মদ আকরাম এবং বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের স্বাগত জানালেন। মুরব্বী সাহেব বয়স্ক হওয়ার পরও যতক্ষণ আমরা ছিলাম সারাক্ষণ আমাদের সাথে থাকলেন। তিনি আমার চেয়ে ৮ বছর সিনিয়র, রাবওয়া যুগের পরিচিত, তাছাড়া লন্ডনেও বার বার দেখা হয়েছে। বুযূর্গ মানুষ, আমাদের প্রতি খুবই স্নেহ পরবশ।

এখানেও বার্মিংহামের মত বিরাট প্লটের ওপর পুরনো বিল্ডিং ক্রয় করে আমাদের প্রয়োজন মত বড় বড় হল, মসজিদ, মেহমানখানা, খেলার জায়গা এবং সকল ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যোহর এবং আসরের নামায আদায় করে খাওয়া-দাওয়া করলাম। অনেক প্রকার ভাল খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরিশেষে চা পরিবেশন করা হল। আমাদের সময় ছিল না। তাই তাড়াহুড়া করে সুন্দর গেস্ট হাউজ ছেড়ে রাস্তায় নামতে হল। এবার গন্তব্য মসজিদ ফযল লন্ডন। আমার ইচ্ছা ছিল এত দীর্ঘ যাত্রা দু'দিনে শেষ না করে তিন দিনে সফর করব। কিন্তু মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের হাতে সময় ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল।

ফিরতি পথে সবাই ক্লান্ত ছিলাম। রবিবার বিকেল হওয়ার কারণে রাস্তায় বিশাল গাড়ির বহর। অনেক সময় গাড়ি একেবারে থেমে যাচ্ছিল। আমাদের ঢাকায় যাকে বলে জ্যাম। ঢাকার মানুষ জেনে খুশী হবে লন্ডনের রাস্তাতেও মাঝে মাঝে জ্যাম হয়। গাড়ি দ্রুত চালানো যায় না।

আবার দেখলাম দুর্ঘটনাও প্রায়ই হয়।

অ্যাকসিডেন্ট হলে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। একটা সুবিধা সেদেশে এরকম যে, দুর্ঘটনা হলে বহুদূর থেকে রাস্তায় বিলবোর্ডে লেখা উঠে যায় যে, সামনে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সাবধানে গাড়ি চালান। আমি বড় আশ্চর্য হয়েছি, সেদেশেও প্রায় অ্যাকসিডেন্ট হয়। তফাৎ এতটুকু যে, সবাই ট্রাফিক রুল মেনে চলে, বিশৃঙ্খলা হয় না। সবাই শান্ত থাকে।

আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে সুন্দরভাবে লন্ডনে ফেরত আসলাম। রবিবার হওয়ার কারণে জ্যামে পড়ে সময় বেশী লেগেছিল।

এরপর একদিন আমি আর নূরুদ্দীন 'হাদিকাতুল মাহদী' ইউকে'র আর্ন্তজাতিক জলসাগাহ্ দেখতে গেলাম। মসজিদ ফযল লন্ডন থেকে প্রায় এক ঘন্টার সফর। দুইশ আট একর জায়গা। খুবই সুবিধাজনক জায়গা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাহার। প্রায় ৪টি পৃথক পৃথক বিশাল মাঠ। চারদিকে জঙ্গল। ছোট ছোট পাহাড় পরিবেশিষ্টিত। এখানে হযরত সাহেবের একটি সুন্দর ছোট্ট বাড়িও আছে। বাড়ির সাথে ফুল-ফলের ছোট্ট বাগান আছে। ছোট্ট চিড়িয়াখানাও আছে, সেখানে ময়ূর আছে কয়েক প্রকার।

হাদিকাতুল মাহদী একটি সুন্দর খামার বাড়ির মত। এখানে হাজার হাজার মানুষের জন্য রুটি পাকানোর মেশিন আছে। ছোট গেস্ট হাউজও। জলসার সময় দূর থেকে গাড়ি রাখার পৃথক পার্কিং মাঠ ভাড়া নিতে হয়ে। পার্কিং মাঠে গাড়ি রেখে মানুষকে হেঁটে জলসায় যেতে হয়। বৃদ্ধদের জন্য ছোট ছোট লেগুনা বা ভ্যান গাড়ির মত পৃথক গাড়ির ব্যবস্থা থাকে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া সম্ভব না। একজন ইংরেজ জমিদারের কাছ থেকে এটি কিনে নেয়া হয়েছে। তারপর হযরত সাহেবের সুবিবেচনার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, হুযূর (আই.) ঐ জমিদারকেই এর সার্বক্ষণিক দেখাশোনার ও পরিচর্যার দায়িত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাকে বার্ষিক ভাল টাকা বেতন দেয়া হয়। সে ব্যক্তি পুরো এলাকাটাকে সুন্দর করে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই ভদ্র লোক ইংরেজ। হযরত সাহেব এবং জামা'তের লোকজনের আচার ব্যবহারে খুবই খুশী। তিনি বলেন যে, আমার সৌভাগ্য যে, আপনারা জমি কিনেছেন আবার আমার হাতেই পরিচর্যার ভার দিয়েছেন। এখন আমি এ স্থানটিকে আন্তরিকতার সাথে দেখাশোনা ও পরিচর্যা করি। হযরত সাহেব মাঝে মাঝে এখানে আসেন। বড় বড় গাছপালায় বহু পাখির বসবাস। দেখলে মন ভরে যায়।

তারপর হযরত সাহেবের সাথে শেষ সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ঐ কিছু মিনিট। জানি না কত মিনিট। হয়ত ৫/৭ বা ১০ মিনিট হবে। খুব স্নেহ ও ভালোবাসা পেলাম। অনেক কথা হল। বিভিন্ন শহরের বড় বড় মসজিদগুলো দেখতে বলেছিলেন। এবার সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। কেমন দেখলাম। মাত্র কয়েকটি কথা এখানে বলা যাবে। এ সময়ের মিশন হাউজগুলো (গ্লাসগো ব্যতিত) পূর্বে ১৯৯১ ইং সালে দেখেছিলাম। তখন তো ছোট ছোট ঘর ভাড়া করে, এক একটি ছোট্ট বাড়ি ছিল। মুরব্বী সাহেবের বাসা আর নামায ঘর। এখন তো বিশাল বিশাল প্লট, কোনটি দুই একর কোনটি চার একর। সুন্দর মসজিদ, মিশন হাউজ, মেহমান খানা। কার পার্কিং এর জন্য বিশাল চত্তর। গেস্ট হাউজগুলোতে মেহমানদের সুব্যবস্থা। জামা'তের সদস্য সংখ্যাও অনেক বেশী হয়েছে। বেশীর ভাগ পাকিস্তান থেকে হিজরত করে আসা পাকিস্তানী। আরো অনেক স্থানে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

আমি হুযূর (আই.)-এর খেদমতে বললাম, আগামী কয়েক বছর পরে তো এ দেশের মানুষ দেশটাকেই হুযূর-এর হাতে তুলে দিবেন। কারণ এ সমস্ত মসজিদ, মিশন হাউজগুলো খ্রিস্টানদের গির্জার মত জনশূন্য হয়ে পড়বে না। মসজিদগুলোর আশপাশের ইংরেজদের নতুন প্রজন্ম আহমদীয়াত গ্রহণ করবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এটা শুনে হুযূর (আই.) খুব খুশী হলেন। হুযূর (আই.) হল্যান্ডের কথা শোনালেন। হল্যান্ডের একজন সংসদ সদস্য এবং আরো কিছু লোক কয়েক বছর পূর্বে আমাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা করছিল। কিন্তু যখন একটি শহরে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চাওয়া হল- সিটি কর্পোরেশন সর্বসম্মতভাবে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিল।

খাকসার আমার দেশের আহমদী ভাইদের জানাতে চাই, কেবল ইংল্যান্ড নয় বরং জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও খুব দ্রুত আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটছে। আহমদীয়াত সম্পর্কে এ সব দেশের মানুষের ধারণা দিন দিন ভাল হচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) এসব দেশে জলসায় যান। সফর করেন। মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আবার পরের বছর মসজিদ উদ্বোধন করেন। এ সমস্ত কাজে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অত্র অঞ্চলের বুদ্ধিজীবিদের আহ্বান করা হয়। তারা হুযূর (আই.)-কে দেখে, হুযূরের ব্যক্তিত্ব, হুযূরের বক্তব্য শুনে অভিভূত হন। প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন যে, আজ হুযূরের মত নেতা দরকার, আহমদী জামা'তের মত সুশৃঙ্খল আনুগত্যকারী, সমাজসেবী, মানবমন্ডলী দরকার। প্রতিবছর বেশ কয়েকটি মসজিদ জার্মানি ও ইংল্যান্ডে নির্মিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের ভাইবোনদের বলব, আপনারা হুযূরের জন্য দোয়া করবেন। হুযূরের (আই.) কাছে দোয়ার জন্য ঘন ঘন পত্র লিখবেন। হুযূরের (আই.) দোয়ার কল্যাণে সব সম্ভব। লন্ডনের আহমদীদের দেখলাম, তারা হুযূর (আই.)-কে খুবই ভালোবাসেন, হুযূরকে খুব মান্য করেন। সেদেশে প্রত্যেক আহমদী জানেন হুযূরের (আই.) দোয়া কবুল হয়। হুযূর (আই.)-এর নামাযগুলো খুব দীর্ঘ হয়- নামাযের পরে হুযূর অনেকক্ষণ তসবীহ করেন। ফলে আহমদীরাও আস্তে আস্তে নামায পড়েন। সবাই বলেন- আল্লাহ্ তা'লা হুযূরের (আই.) কথায় বরকত রেখেছেন। তারা নিয়মিত হুযূরের সাথে দেখা করেন। হুযূরের খুতবাগুলো শোনেন। তারা বড় বড় আর্থিক কুরবানী করেন।

যারা অমুসলিম তারা আহমদীদেরকে খুব ভাল জানেন। তারা আহমদীদেরকে সম্মানের চোখে দেখেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী বিশ বছরে হাজার হাজার মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে।

(চলবে)

শান্তি সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য

আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী
সেক্রেটারী বহিঃসম্পর্ক ও গণযোগাযোগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা লাশারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তোয়ানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আজকের এই শান্তি সম্মেলনের সভাপতি জনাব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-বাংলাদেশ, বিদগ্ধ আলোচকবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধী মন্ডলী।

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ইসলাম অর্থ শান্তি, আর মুসলিম বা মুসলমান হলো সে, যে শান্তিকে ধারণ, লালন ও নিজ জীবনাচরণে প্রয়োগ করে থাকে। ইসলামের সম্ভাষন হলো "আস্‌সালামু আলাইকুম", এটি একটি দোয়া বা কামনা যে, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। মহানবী (সা.) বলেছেন, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দাও, অর্থাৎ এই সালামের শুভেচ্ছা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে দিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানের একটি ক্ষুদ্র অংশ আজ মহানবীর এই অমোঘ শিক্ষাকে ত্যাগ করে স্বমত-বিরোধী এবং অন্য ধর্মমতের লোকের বিরুদ্ধে তথাকথিত জিহাদের নামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বিশ্ব অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহানবী (সা.)-এর শান্তির সেই বাণীকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ষাটের দশকে ঘোষণা করেছিলেন, LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE, অর্থাৎ ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে।

চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেছিলেন, "Swords can win territories but not hearts, forces can bend heads but not minds" অর্থাৎ "তলোয়ার কোন ভূখন্ডকে জয় করতে পারে কিন্তু কোন হৃদয়কে নয়, শক্তি মাথাকে নোয়াতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ককে নয়"।

সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি সম্মেলন বা Peace Symposium এর আয়োজন করে আসছে। ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে যেখানে দেশে-দেশে হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশেষ করে ধর্মীয় উগ্রবাদের হিংস্র থাবায় মানবজাতি জর্জরিত ও শঙ্কিত, এমনি পরিস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বিশ্বে শান্তি স্থাপন এবং মানবজাতিকে ধর্মীয় ও জাতিগত উন্মাদনার হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরলস আহ্বান জানিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের হাউজ অব কমনস্-এ এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। যেখানে তিনি সমসাময়িক বিশ্ব-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেন। এরপর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিল, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট এবং কানাডা-জার্মানীর সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে নীতিনির্ধারণী বক্তব্য প্রদান করেন। প্রতিটি বক্তব্যেই তিনি বিশ্বব্যাপী অন্যায়, অস্থিরতা, অশান্তি এবং তা থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে এথেকে মুক্তির উপায় করণীয় বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, শক্তিশালী দেশগুলোর পক্ষপাতদুষ্ট এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যায় আচরণ, দেশীয় ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিসরে জাতিগত ও আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, অস্থিরতা, ধর্মীয় সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ ইত্যাদির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, যদি প্রকৃত ন্যায় বা ইনসাফের মাধ্যমে এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া না হয় তাহলে, এসব স্থানীয় বা আঞ্চলিক যুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের শিখা বিস্তার লাভ করে সারা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে ফেলতে পারে। এবিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঠিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে বিশ্বকে সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার আহ্বান জানান।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের জন্য হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়ক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেছেন। মহামান্য পোপ, ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী, ইরানের রাষ্ট্রপতি ও ধর্মীয় নেতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কানাডার প্রধানমন্ত্রী, সৌদী আরবের বাদশাহ্, চীনের সরকার প্রধান, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, জার্মানীর চ্যান্সেলরসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরিত পত্রে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন, বিশ্ব মানব মন্ডলীর মধ্যে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর পত্রে, হীনস্বার্থ চরিতার্থকরণ এবং বলপ্রয়োগে অন্য দেশ বা জাতির অভ্যন্তরীন বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ বা দমনের চেষ্টার বদলে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে যথাযথ কূটনৈতিক উদ্যোগ, সংলাপ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ অবলম্বনের জন্য রাষ্ট্র নায়কদের আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বা দুর্বল দেশগুলোর অভ্যন্তরীন সমস্যা বা আচরণকে সেদেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোন অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। মহামান্য পোপ ও আয়াতুল্লাহ্ খামেনীর কাছে প্রেরিত পত্রে তিনি তাঁদের অগণিত অনুসারীদের এ বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি তাঁর পত্রে লিখেন, যে কোন সমস্যার সমাধানের ভিত্তি হতে হবে Absolute Justice বা প্রকৃত ন্যায় বিচার। তিনি বলেন, "কেবলমাত্র আমাদের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করা এবং তাদের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ইসলামের নামে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে সেসব অপকর্মের খন্ডন করেন। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রসার বিশেষ করে শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে অশান্তি সৃষ্টি এবং পাশ্চাত্যে ইসলাম বিরোধী মনোভাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দুঃখজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে, মুসলমানদের একটি সংখ্যালঘু অংশ ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিকৃত চিত্র উপস্থাপন করে এবং তাদের বিভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণে আচরণ করে থাকে। 'সমগ্র মানবতার জন্য রহমত' মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসার খাতিরে আমি বলছি যে, এসবকে প্রকৃত ইসলাম বলে বিশ্বাস করবেন না এবং এধরণের বিভ্রান্ত আচরণকে সংখ্যাগুরু শান্তিপূর্ণ মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত হানার লাইসেন্স হিসেবেও ব্যবহার করবেন না"।

প্রিয় নেতার আহ্বান এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ে বিগত কয়েক বছর যাবত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দেশে দেশে সার্বজনীন শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। এ ধরণের শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, মত ও পথের শান্তিকামী প্রতিনিধিবর্গ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। আমাদের আজকের এই শান্তি সম্মেলন তারই ধারাবাহিক প্রয়াস।

আমি আপনাদেরকে আজকের এই শান্তি সম্মেলনে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি।

বিজ্ঞপ্তি

তালীম দফতর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনমোদনক্রমে এ বছরও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৪ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। ৮ম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৫ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালিম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

পাকিস্তানের মর্মান্তুদ ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪, দিনটি ছিল মঙ্গলবার। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজো শিশুরা তাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে যায়। কে জানে, আজকের যাওয়া আর অন্য দিনের যাওয়ার মাঝে ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কোন মা কি ভেবেছিল যে, আদরের ছোট্ট শিশুটির মুখ থেকে আর কোন দিন মা ডাক শুনবো না, পিতাকে আর বলবে না বাবা আমার জন্য তুমি কি এনেছো। অবুঝ শিশুদের মুখ থেকে মা, মা ডাকে আকাশ বাতাস যেন চিৎকার করে বলছিল হে অজ্ঞ উন্মাদরা! তোরা একি করছিস, তোদের কি সন্তান নেই, শিশুদের চোখের অশ্রু কি তোদের হৃদয়কে নাড়া দেয় না? একবারও কি ভেবে দেখলি না এরা যে অবুঝ আর নিষ্পাপ। শিশুদের বুকে কিভাবে বুলেট ছুরলি? এমনই হৃদয় বিদারক সহ্যহীন ন্যাক্কারজনক ঘটনা সম্প্রতি পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত আর্মি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে উগ্রধর্মান্ধরা চালিয়েছে। এ হামলা শুধু পাকিস্তানের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই একটি মর্মান্তুদ ঘটনা। এ হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত ১৫০ জন। যাদের মধ্যে ১৪২ জনই শিশু। এমন বর্বরোচিত হামলার ঘটনা অচিন্তনীয়। যদিও পাকিস্তানে প্রায় প্রতিদিনই জঙ্গি হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটছে কিন্তু শিশুদের ওপর এমন হামলা তা কোনভাবেই সহ্য করার মত নয়। একটি স্কুলকে টার্গেট করে হামলা চালানো হতে পারে, এ ছিল কল্পনাতীত। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে খাইবার পাখতুন খোয়ার কাছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সেনাবাহিনীর অভিযানে অনেক তালেবান জঙ্গী নিহত হয়। তারই প্রতিশোধ হিসেবে নাকি চালানো হয়েছে এ হামলা। ধর্মের নামে অধর্মের এমন ঘটনা নজিরবিহীন। কোন ধর্মই এমন নৃশংসতা সমর্থন করে না। এরপূর্বেও মৌলবাদী এ দেশটিতে ধর্মের নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করার ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫৩/৫৪ সালে তারা এ দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ওপর বার বার আক্রমণ চালিয়ে অনেককে শহীদ করেছে। পাকিস্তান নামক দেশটিতে সুন্নীরা আক্রান্ত হচ্ছে, শিয়ারা আক্রান্ত হচ্ছে, হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১৯৭৪ সালে ৭২টি ফেরকার প্রতিনিধি সেজে কিছু উগ্র মৌলানাদের চাপের মুখে পাকিস্তান পার্লামেন্টে আহমদীদেরকে "সরকারীভাবে অমুসলমান" ঘোষণা করা হয়। সরকারী কাফের ঘোষণার পথ ধরে একজন সামরিক জান্তা ১৯৮৪ সালে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে 'খাঁটি ইসলাম সেবক' প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। ২৬ এপ্রিল ১৯৮৪ সালের যুগ-ধিকৃত অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ প্রণয়ন করে তিনি আহমদীদের এবার কাফের বানানোর ব্যবস্থা করলেন। তার প্রণীত আইন অনুযায়ী, কোন আহমদী মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, নামাযের জন্য আযান দিতে পারবে না। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে তার জন্য ৩ বছরের কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দন্ড রাখা হলো। একজন মুসলমান কিভাবে এসব ছাড়া থাকতে পারে? একজন মুসলমান নিজেকে মুসলমান প্রকাশ না করে কিভাবে থাকতে পারে? ব্যাস আরম্ভ হয়ে গেল আহমদীদের ধর-পাকড়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্ম ব্যবসায়ী চক্র নিজেদের প্রভাব ও দাপট বিস্তার করা আরম্ভ করে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আর আজ এই উগ্র

ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর হাতে পাকিস্তানের সাধারণ নীরিহ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ জিম্মি হয়ে আছে। প্রতিদিন ধর্মান্ধদের হাতে সেখানে মানুষ মারা পড়ছে। আজ পাকিস্তানের পুলিশ হেড কোয়ার্টাস, স্কুল, মসজিদ, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয় এবং সেনানিবাসগুলোও এদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়।

তাই দেখা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে অর্থাৎ আহমদীয়াদেরকে অমুসলমান ঘোষণার মাধ্যমে উগ্র মৌলবাদীরা সমস্যার সমাধান বলেছিল কিন্তু সেটা প্রকৃতপক্ষে সমাধান ছিল না বরং তা ছিল উগ্র-ধর্মান্ধদের সমাজে অনুপ্রবেশের ওপেন লাইসেন্স। এছাড়া সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে উগ্র-মৌলবাদী ও জঙ্গীদের উত্থানের পিছনে কোন না কোন ভাবে পাকিস্তান জঙ্গীদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে বারবার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পাকিস্তান আজ সন্ত্রাসী জন্মদানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আজ আমরা কেউ বলতে পারি না যে, আমরা নিরাপদ আছি বা আমাদের দেশে পাকিস্তানের মত এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটবে না।

শিশুদের কাছে বাসগৃহের পরের নিরাপদ জায়গাটি তাদের স্কুল। আর সেখানেই একটা দেশ সুরক্ষা দিতে পারল না। তালেবান জঙ্গিরা পাক সরকারের সঙ্গে কোন দাবী-দাওয়া নিয়ে দর-দাম করার জন্য বা স্কুল দখল করার জন্য আসে নি। তারা পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ছাত্রদের খতম করতেই এসেছিল, শিশুদের নি:শ্বাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা জায়গা থেকে সরেনি। যে ৯ শিক্ষক সাহস দেখিয়ে বাঁচাতে ছুটে এসেছিল, তারা মুহূর্তেই বুলেটবিদ্ধ হয়ে ছিটকে গেছেন। প্রিন্সিপালকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ছাত্রদের সামনে। এক ডজনেরও বেশি বিস্ফোরক উড়িয়ে দিয়েছে, দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে ক্লাস রুম। মায়ের কোল ছেড়ে, বাবার বুকের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে সকালে স্কুলে আসা সম্পূর্ণ প্রতিরোধহীন শিশুদেরকে ৮ ঘন্টা ধরে এ্যামবুশে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তেহরিক-ই-তালেবানের ৮ জঙ্গি। এর চেয়ে বড় মানবিক ট্র্যাজেডি হতেই পারে না। স্কুলই তালেবানদের পছন্দের টার্গেট। কারণ, এই একটা জায়গাতেই তাদের এই অসত্য ইসলামিক আদর্শে আঘাত আসতে পারে। ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতায় বসার ঠিক পরেই ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা বাতিল করেছিল। মালালাকেও পড়াশোনা করার অপরাধে গুলি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধর্মের আফিমে সম্পূর্ণ মুড়ে থাকা দেশের মানুষ বলেছিল, আর এখন নোবেল পাওয়ার পরেও বলছে, মালালা পশ্চিমা এজেন্ট। তাহলে এই ১৫০ শিশু কার এজেন্ট? আর বাকী আহতরা কোন দেশের কোন শক্তির এজেন্ট? এ ধরণের জঘন্য কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্ব ব্যাপী নিন্দার ঝড় বইছে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবায় পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তানে তালেবানরা স্কুল পড়ুয়া নিষ্পাপ শিক্ষার্থীদের ওপর যে বর্বর ও নৃশংস আক্রমন চালিয়েছে এবং যেরূপ নির্দয়ভাবে ছোট ছোট শিশুদের হত্যা করেছে তা সহ্য করার মত নয়। হুযূর (আই.)-এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এসব নৃশংস ও বিভীষিকাময় কার্যক্রম এরা চালাচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের নামে। শরীয়তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার নামে এরা এমন নৈরাজ্য ও ভীতিকর পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে আর হাজারো নিরীহ ও অসহায় মানুষের রক্ত নিয়ে হোলী খেলছে। অথচ পরম দয়ালু আল্লাহ্ এবং বিশ্বের জন্য মহান আশীর্বাদ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন শিশুকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। রণাঙ্গনে ভুলক্রমে কোন ইহুদী শিশু মারা গেলে হুযূর পাক (সা.) সাহাবীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অথচ আজ সেই পবিত্র ও মানব দরদী রসূলের নামে এই ঘৃণ্য ও অমানবিক কার্যক্রম করা হচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, যার মধ্যে সামান্যতম মানবতা বোধ আছে সে এরূপ বর্বরতার প্রতি ধিক্কার না জানিয়ে পারে না এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে থাকতে পারে না কিন্তু এই নামধারী মুসলমান সংগঠনের এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ বা অনুশোচনা নেই। হুযূর (আই.) তার খুতবায় আরো বলেন, এই ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন অন্যান্য আহমদীদের মতো আমিও সারাটা দিন মর্মযাতনায় ব্যাকুল ছিলাম। আমি সন্তানহারা পিতামাতার সমব্যাথী এবং তাদের সহমর্মি। মুসলমানদের এই দুরাবস্থা ও শোচনীয় অবস্থার কারণ হচ্ছে, যুগ ইমামের ডাকে সাড়া না দেয়া। যিনি আমাদেরকে মানুষের প্রতি সহমর্মি ও সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। আজ বিশ্বের মুসলমান সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত, উভয়পক্ষই আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তা সত্ত্বেও আজ একমাত্রও আহমদীরাই তাদের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি রাখে, কেননা, সঠিক পথের দিশা হারিয়ে ফেললেও তারা যে আমাদের নবীরই অনুসারী।

আজ মুসলমান দেশগুলোতে যেসব সহিংসতা, বর্বরতা, উগ্রতা ও নৃশংসতা চালানো হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এক হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত শুধুমাত্র সিরিয়াতেই ১লক্ষ ৩০হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এরমধ্যে ৬৬০০ হচ্ছে শিশু। আইসিসের সদস্যদের বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে দলবদ্ধভাবে মেয়েদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমানদের এরূপ জঘণ্য কার্যকলাপের পর মানুষ প্রশ্ন উঠাচ্ছে, এটি কেমন ইসলাম? ইসলামের খোদা ও নবী নিয়েও মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। স্বয়ং মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তিনি তাঁর এ খুতবায় আরো বলেন, আল্লাহ্ মুসলমান নামধারী এসব আলেম-ওলামা, এবং বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের লোকদের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা দিন, যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে যে, তারা কোন নবীর অনুসারী? তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ কী? ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শকে কলুষিত করার পরিবর্তে তারা যেন সত্যিকার অর্থেই তা অবলম্বন করে ধন্য হতে পারে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে যে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা রয়েছে এথেকে মুক্ত হোন। ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করুন। মনে রাখবেন, আপনারা যা কিছু করছেন তা সবই খোদা দেখছেন। মানুষের কর্মই তার ভাগ্য নির্ণয় করে। পরকালে শান্তি পেতে চাইলে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পরিহার করুন আর বিধর্মীদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হোন। আপন-পর সবার ক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার ও সুবিচারের দাবী পূরণ করুন।

হুযূর (আই.) খুতবার শেষ দিকে আরো বলেন, পাকিস্তানে যারা এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করেছে তারা কোনভাবেই খোদার শাস্তি এড়াতে পারবে না। কেননা, জেনেশুনে যে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাই তোমরা কারো ক্ষতি করে আল্লাহ্‌র সন্তুটি নয় বরং তার চিরস্থায়ী অসন্তুষ্টির কারণ হবে। খোদার ভয় হৃদয়ে ধারণ করো। যতদিন খোদার ভয় মানুষের

হৃদয় সৃষ্টি না হবে ততদিন পর্যন্ত এরূপ পাশবিকতা চলতেই থাকবে।

আমরা সবাই জানি, ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম নামের ধর্মকে মহান আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীতে বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শান্তির অমিয় বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহপাকের এক নাম 'ছালাম' অর্থাৎ শান্তি। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। পাকিস্তানে উগ্রধর্মান্ধরা যা করেছে এবং করছে তা কখনই ধর্ম নয় অধর্ম।

আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গীন দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বানিয়েছেন সকলের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। পবিত্র কুরআনে নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন: 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের ওপরে অধিষ্ঠিত (৬৮: ৫)। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জীবন শান্তিময় হতে পারে, হোক সে ইহুদি, খৃষ্টান বা যে কোন ধর্মের অনুসারী। তিনি (সা.) হলেন মানবজাতির জন্য অনুগ্রহ, সব জগতের জন্য রহমত এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় সেই স্বত্তা যিনি আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির দু:খ কষ্ট লাঘব করার জন্য সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজীব মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি (সা.) যে ব্যাকুলতার প্রদর্শন করেছেন এবং যে কষ্টে ও বেদনায় নিজেকে নিপতিত করেছেন তা দেখে আরশের অধিপতি স্বয়ং তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'এই দু:খে যে তারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর ওপর ঈমান আনছে না, তুমি কি আত্মবিনাশ করে ফেলবে।' মানবতার প্রতি এই মহান অনুগ্রহকারী স্বত্তার উম্মত হয়ে কিভাবে আমরা অপরের ক্ষতির কারণ হতে পারি? কিভাবে পারি নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করতে? হৃদয়ে যদি তিল পরিমানও আল্লাহ্‌র ভয় থাকতো তাহলে এই ধর্মান্ধরা পারতো না এ ধরণের কর্ম করতে। তারা মানুষ নামেও কলঙ্ক। যে মানুষকে আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সেই মানুষ কিভাবে পারে এ ধরণের নির্দয় কাজ করতে?

অথচ আমরা দাবী করি আমরা সেই নবীর উম্মত যিনি পশুতুল্য মানুষকে করেছিলেন ফেরেশতাতুল্য। আর তিনি তো শুধু ইসলামের অনুসারীদের নবী নন, তিনি সারা বিশ্বের সকল জাতি এবং সকল ধর্মের নবী। আর আল্লাহ্ তা'লা এই মহান নবীকে সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি ও রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই নবীর আগমন বার্তা সকল নবীরাই দিয়ে গেছেন এবং অন্যান্য নবীগণ এই নবীর উম্মত হওয়ার ইচ্ছাও পোষন করেছেন। কতই না চমৎকার তাঁর আদর্শ, বিশ্বস্থতা, একনিষ্ঠতা, সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে, কোটি কোটি হৃদয়কে আকর্ষিত করেছিলেন। সমাজে তার (সা.) লড়াই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর এ লড়াই ছিল ভালোবাসার লড়াই।

তিনি (সা.) প্রকৃত ইসলাম দর্শন, কুরআন মাফিক বিশাল এলাকা গড়ে তুলতে শাসক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। তিনি (সা.) সমাজে কোন ধরনের অশান্তির লেশমাত্র রেখে যান নি। অন্ধকার সমাজ ছিল, যেখানে কোন আলো দেখা যেত না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির বুকে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন ইসলাম আসলেই যে শান্তির ও কল্যাণের ধর্ম। তিনি (সা.) শুধুমাত্র একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেন নাই বরং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলাম পালন করলে কি লাভ এবং ইসলাম পৃথিবীতে কেন এসেছে এ সব কিছুই তিনি (সা.) তাঁর কর্ম দ্বারা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয় তা-ও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস, অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী জীবন ব্যবস্থায় নারীর মূল্যায়ণ। পুরুষসহ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন ও প্রেক্ষিত এবং সমাধান দেখে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সবাই এ কথাও বলতে বাধ্য হয়েছিল, ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম হতে পারে। তাই সবাই ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। এই শান্তির ধর্মে কোন ধরণের বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই। ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষাও দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল–"আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মোমেনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা নিসা : ৯৪) কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নবী বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত" (বুখারী)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কার্যক্রম করে তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ সে সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে বল প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে।

এত উন্নত শিক্ষা ইসলামের থাকা সত্ত্বেও আজ গুটিকতক ধর্মান্ধদের কারণে ইসলামকে মনে করা হয় সন্ত্রাসী ধর্ম অথচ এই ধর্মান্ধদের সাথে প্রকৃত ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর দূরতম সম্পর্ক নেই। ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সব সময় সোচ্চার। ইসলাম ও রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই কতই না উন্নত শিক্ষা ছিল আমাদের নবী (সা.)-এর। আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে কিন্তু তিনি পাল্টা প্রতিশোধ না নিয়ে করেছেন ক্ষমা। শত্রুদের জন্য দু'হাত তুলে তাদের সংশোধনের জন্য দোয়া করেছেন।

ইসলাম কখনো তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করে নি। তরবারীর জোরে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম হতে পারে, শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হযরত রাসূল করীম (সা.) তরবারী দিয়ে মানব হৃদয়ের পাপ কালীমা সাফ করেছিলেন। তরবারীর মাধ্যমে তিনি একজনকেও ইসলামের ছায়াতলে আনেন নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অমুসলমানেরা তরবারীর ভয়ে সেদিন কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি বরং শ্রেষ্ঠ নবীর উন্নত আদর্শের ফলেই লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হায়! আজকের মুসলমানরা যদি এই মহান নবীর শিক্ষার ওপর আমল করে নিজেদের জীবন পরিচালনা করত তাহলে কতই না ভাল হত। সেই সাথে একথাও বলবো, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন দুরাবস্থা ও নৈরাজ্য দূর হলে বিশ্বব্যাপী শান্তির উন্নতি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা এবং শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশ আব্দুস সালাম

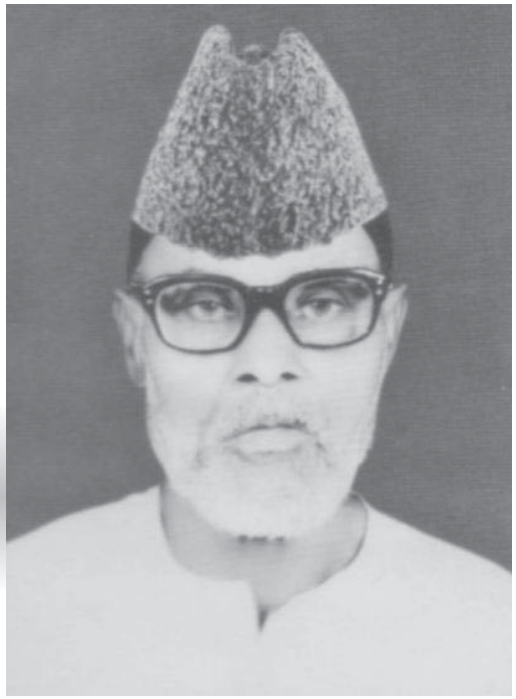

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

দরবেশ আব্দুস সালাম

(চতুর্থ কিস্তি)

১৯১২ সাল বঙ্গদেশে আহমদীয়াতের সুবর্ণ বছর। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ সালের শেষ দিকে কাদিয়ানে বয়আত করে আসার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। ফলে আহমদীয়াতের সুবাতাস বইতে থাকে। আর সে বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালেই কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার আলগীরচর গ্রামের ধর্মপ্রাণ মহিলা সুন্দরী বেগমের গর্ভে এক সোনার সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালু হাজী ইসলামী আকিদায় তাঁর নাম রাখেন আব্দুস সালাম। যেন তাদের অতি স্নেহের সন্তান নামের সার্থকতা প্রতিফলনে নিজের আমিত্বকে বিসর্জনের মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষতায় খোদা তা'লার সিফতে শান্তিকামী মানুষ হন।

তাঁর পিতা কালু হাজী সাহেবের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী সুন্দরী বেগমের গর্ভজাত তিন ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁরা হলেন (১) আহমদ মিয়া (২) মোহাম্মদ মিয়া (৩) আব্দুস সালাম এবং (৪) জাহেরা খাতুন। দ্বিতীয় স্ত্রী বানেসা বেগমের এক সন্তান আব্দুল গফুর।

ধার্মীক মাতাপিতা বাল্যকালে সালাম সাহেবকে পবিত্র কুরআন ও নামায শিক্ষার হাতেখড়ি দেন এবং জাগতিক শিক্ষায় মানুষ হওয়ার জন্য প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ফলে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা লাভের শুরুতে তাঁর সুপ্ত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। একজন মু'মিন মুত্তাকীর আদর্শ গুণাবলী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

কিন্তু তাঁর বালক বয়সেই পিতৃ বিয়োগ হয়। ফলে জীবনের অঙ্কুরেই হুচট খান। চলার পথে ঝাকুনী আসে। প্রাইমারী স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে আর হাই স্কুলে পড়ার সুযোগ হয় নি। অন্য ভাইদের সাথে কৃষক পিতার পেশা কৃষি কাজে জড়িত হন। লাঙ্গলের হাল ধরার মাঝে পরিবারের হাল ধরেন।

শতবর্ষ আগে এদেশে আলেম সমাজে হযরত ইমাম মাহ্‌দীর (আ.) এর আবির্ভাবের বিষয়ে আলোচনা হতো। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের সময়, লক্ষণাবলী এবং তাঁর উপর ঈমান আনার আবশ্যকতা নিয়ে মাওলানারা বক্তব্য রাখতেন। ধার্মীক ছেলে আব্দুস সালাম এসব মাহফিলে উপস্থিত হয়ে ওয়াজ নসিহত শুনতেন এবং তাঁর হৃদয়ঙ্গম হতো।

১৯৩৮ সালে আলগীরচরের নিকটবর্তী প্রেমারচর গ্রামের ক'জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আহমদীয়া সিলসিলাহ্ দাখিল হওয়ার পর এলাকায় আহমদীয়াতের পরিচিতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। তখন সালাম সাহেবের মনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরে। কাদিয়ানী মতবাদ ভ্রান্ত ও ভন্ড এবং তারা হযরত রসূল করীম (সা.)-কে শেষ নবী মানে না ইত্যাদি তিনি ওয়াজ মাহফিলে শুনলেও সমাজের ধর্মপ্রাণ ক'জন ভাল মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে এর সত্যতা যাচাইয়ে অনুপ্রেরণা জন্মে।

সে সময় প্রেমারচর গ্রামের নব দীক্ষিত আহমদীরা আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে দিনরাত তবলীগ করেন। মওলানা তালেব হোসেন সাহেব নিজ গ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর শুভাগমনের বার্তা পৌঁছান। কখনও মওলানা জিল্লুর রহমান এবং এ এইচ এম আলী আনওয়ার সাহেবকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে তবলীগি সভা করেন। অনেক সময় বিভিন্ন গ্রামে বহাসের অনুষ্ঠান হয়।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে চরখান্দালিয়া গ্রামে এক বহাস হয়। ৫ জুলাই ১৯৩৯ তারিখ বৈরাগীরচর বাজারে পাঁচ হাজার লোকের উপস্থিতিতে এক বহাসের অনুষ্ঠান হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ১৮ দিন প্রেমারচরে অবস্থান করে তবলীগে বিভিন্ন গ্রামে চষে বেড়িয়েছেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে প্রেমারচর গ্রামে চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বহাসের অনুষ্ঠান এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিরুদ্ধবাদী মওলানা যুক্তি তর্কে পরাভূত

হয়ে লা-জওয়াব হয়ে যান।

তখন আলগীরচর গ্রামের পবিত্র চিত্তের মানুষ সালাম সাহেব এলাকার এসব বহাসের বিষয় অবগত হন এবং কয়েকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন। মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে উপস্থাপিত যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হন। অতঃপর মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের সাথে আলোচনায় প্রশ্নোত্তর লাভে তার মনের সংশয় আরো দূরীভূত হয়। আহমদীয়াতের সত্যতা তার পবিত্র মনে পূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাই জিল্লুর রহমান সাহেবের হাতে ১৯৪৪ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

সালাম সাহেব আহমদী হওয়ার পর তাঁর ওপর প্রচণ্ড মোখালেফাত আসে। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে গ্রামবাসী তাঁকে আহমদী ছাড়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। গ্রামের মৌলভীরা কাদিয়ানী কাফের হয়ে গেছে বলে গ্রাম ছাড়া করার আন্দোলন শুরু করে। তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী সকল বিরোধিতাকে ঈমানের পরীক্ষার সোপান হিসেবে বরণ করে নেন। তিনি কঠিন পরীক্ষায় দ্রুবতারা সম অবিচল ছিলেন। একাই বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেন। এতে ফেরেশতার সহায়তায় ঐশী নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ক্রয়ে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন। তিনি অনুধাবন করতেন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট হতে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের নিকট হতেও তোমরা নিশ্চয় পীড়াদায়ক কথা শ্রবণ করবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে এটা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হবে (সূরা আলে ইমরান : ১৮৭)।

তিনি সে সময় কেমন মোখালেফাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন এর বর্ণনায় তাঁর ছেলে নাসির মাহমুদ কবীর বলেন– "একদিন আমার পিতাকে আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় গ্রামের কিছু লোক ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং আহমদীয়াত ছেড়ে তওবা করার জন্য বলে। তখন তিনি বলেন, আমি যে মাহ্দী (আ.)-কে গ্রহণ করেছি তিনি সত্য এবং তাঁর জামা'ত সত্য। এ জামা'ত তিনি কখনই পরিত্যাগ করতে পারেন না। এরপর বিরোধীরা খুবই ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কোন কর্ণপাত করেন নি। তিনি শুধু দোয়া করেন। তারা আহমদীয়াত ছেড়ে দিলে কি কি সুবিধা পাবে এবং আহমদীয়াত ছেড়ে না দিলে কি কি অসুবিধা হবে এসব তুলে ধরে। কিন্তু তিনি তাদের কথায় নিশ্চুপ থাকেন এবং শুধু দোয়া করেন। অতঃপর তাঁর কথায় কোন সাড়া না পেয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তাদের আঘাত যতই বাড়তে থাকে, তিনি উহ্! না করে শুধু "আল্লাহ্, আল্লাহ্" বলেন। অবশেষে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে সোনা মিয়া নামে এক আহমদী তাঁর সেবা-যত্ন করে সুস্থ করেন। পরবর্তীতে- সোনা মিয়া সাহেব-এর অন্যান্য আহমদীরা ঢাকায় যোগাযোগ করে তাঁকে ডিপুটি খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর খাদেম সাহেব নিজ খরচে জামা'তী শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁকে ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানে পাঠিয়ে দেন।"

খোদার রাহে ঘর ছাড়া সালাম সাহেব কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং জামা'তের বিশিষ্ট সাহাবী ও আলেমদের সান্নিধ্যে তাঁদের স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভ করেন। দে-হাতী মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। অধ্যয়নে অধ্যবশায় হয়ে লেখাপড়া করেন। ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবে দাঙ্গা শুরু হলে তিনি দরবেশে কাদিয়ান হওয়ার জন্য নিজেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট পেশ করেন। ফলে তাঁর দরবেশ কাদিয়ান হওয়ার সৌভাগ্য হয়। তিনি অন্যান্যদের সাথে দরবেশের দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছেন।

কাদিয়ানের দাঙ্গার উদ্ভব পরিস্থিতি শান্ত হলে সালাম সাহেব ১৯৫২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর অনুমতিক্রমে মাতৃভূমি কটিয়াদীর আগলীরচর চলে আসেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর গ্রামের কলিম উদ্দিন মুন্সির মেয়ে সাফিয়া বেগমের সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পূর্ব পাকিস্তানে জামা'তের খেদমতে নিজকে পেশ করেন এবং মোয়াল্লেম হিসেবে বিভিন্ন জামা'তে কাজ করেছেন।

১৯৬১ সালে তিনি হিজরত করে আগলীরচর থেকে পঞ্চগড়ের আহমদনগর চলে যান এবং সেখানে বসতী স্থাপন করে স্থায়ী হন।

আব্দুস সালাম সাহেব সরলমনা ও সদালাপী মানুষ ছিলেন। তিনি ছোট বড় সবার সাথে মিশতেন। তাঁর মাঝে কোন আত্ম-অহমিকা ছিল না। সুললীত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উর্দু নযম গাইতেন এবং শ্রোতারা মোহীত হয়ে যেত। তাঁর পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে। তাঁরা হলেন–(১) সামসুন নাহার, (২) তহুরা বেগম, (৩) বশিরা বেগম, (৪) নাসিরা বেগম, (৫) জিন্নাতুন নাহার এবং (৬) নাসির মাহমুদ কবির।

খোদার দরবেশ সালাম সাহেব তাঁর ইহজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের পর ১০ জুলাই ১৯৮৭ তারিখ আহমদনগরে নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ওসীয়্যত নং ১০২৪৫। রাবওয়া বেহেশতী মাকবেরায় তাঁর নামফলক (কদবা) লাগানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আমীন।

(চলবে)

লেখা আহ্বান

আগামী বছর ২০১৫ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার পচাত্তর বছর পূর্ণ হবে। তাই পচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক একটি মনোরম স্মরণীকা প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। সেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তালিম তরবীয়ত এবং ইতিহাস ভিত্তিক যে কোন লেখা প্রদানের জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনা, নবীন-প্রবীন লেখক সকলেই লেখা দিতে পারেন। লেখা আগামী ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
আহ্বায়ক, সুভিনর কমিটি
মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

গিবত
একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

(৫ম কিস্তি)

এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা তিনি তাঁর পুস্তকাদিতে ও বক্তৃতায় বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে গিবত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন– সে ব্যক্তিই খোদা তা'লার প্রকৃত বান্দা, যে খোদা তা'লার আদেশ নিষেধ অনুযায়ী চলে। খোদা তা'লার মোকাবেলায় সকল সম্পর্ককে তুচ্ছ জ্ঞান কর। আমাদের ইমাম খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর উত্তম আদর্শকে অবলম্বন কর। যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে রসূল করীম (সা.)কে উর্ধ্বতন মনে কর, খোদা তা'লার পরে রসূল করীম (সা.) ব্যতীত অন্য কাউকে সেই পদমর্যাদা দিও না। কুরআন করীম অনুবাদসহ পাঠ কর এবং কুরআনের অনুশাসনের ওপর আমল কর। নামায, রোযা, যাকাত, খানা-কাবার হজ্জ করা। এবং সদকা দান খয়রাত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও মহিলার ওপর ফরজ আর এগুলো হল খোদা তা'লার বিধিনিষেধ। এগুলো ব্যতীত আরোও বিধিনিষেধ রয়েছে যা বান্দাদের সম্পর্কিত।

পুনরায় খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, একে অন্যের সাথে উত্তম আচরণ কর, কারো গিবত করো না, পরনিন্দা করো না, কারো সম্পদের খিয়ানত করো না, কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ করো না। মহিলাদের মাঝে পরনিন্দা ও গিবতের ব্যধি অনেক বেশি রয়েছে। যদি (মহিলারা) কারো সম্পর্কে কোন কথা শুনে ফেলে আর তা অন্যের নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শান্তি পায় না বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে না। তারা যে কথাই শুনুক সাথে সাথেই অন্যত্র বলে দেয়। যদি কেউ কোন বোন বা ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করে তাহলে তাকে নিষেধ করা উচিত। কিন্তু এমনটি করা হয় না। গিবত করা অনেক বড় একটি অপরাধ। আর তা এত বড় অপরাধ যার (ভয়াবহতা) সম্পর্কে আমরা কুরআন করীম হতে জানতে পারি যে, কতক লোককে শুধুমাত্র এই কারণেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

একবার রসূল করীম (সা.) কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে দুটি কবর আসল আর তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি (সা.) বলেন– খোদা তা'লা আমাকে জানিয়েছেন যে, এই কবরদ্বয়ের মৃত ব্যক্তিরা এমন ছোট ছোট গুনাহর কারণে জাহান্নামে পরে রয়েছেন যা থেকে অত্যন্ত সহজেই তারা মুক্তি পেতে পারত কিন্তু মুক্তি পায় নি। একজন পেশাবের ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করত না (অর্থাৎ সে অসতর্কতার সাথে পেশাব করত যা তার গায়ে লেগে যেত অথবা সে এমনভাবে পেশাব করত যে তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করত না)। আর অপরজন পরনিন্দা করত, গিবত করত। বিগত করা একটি অনেক বড় অপরাধ। এতে আক্রান্ত হওয়া উচিত নয়। যদি তোমাদের সামনে কেউ অন্য কারো সম্পর্কে মন্দ কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দাও আর তাকে বলো যে, আমাদেরকে শুনিও না বরং যার দোষ তাকে যেয়ে শুনাও আর যদি এমন কোন কথা কারো সম্পর্কে শুনে ফেল তখন যার কথা শুনেছ তাকে যেয়ে শুনিও না যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

তদ্রুপ কারো গিবত করা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের কি কোন দোষত্রুটি নেই যে, আমরা অন্যের দোষত্রুটি বর্ণনা শুরু করে দেই। তোমাদের উচিত অন্যের দোষত্রুটি খুজে বের না করে নিজের দোষত্রুটি খুজে বের করা যেন তোমাদে কিছু উপকারও সাধন হয়। অন্যের দোষত্রুটি বের করায় গুনাহ অর্জন ব্যতীত আর অন্য কোন লাভ হয় না। (ওড়নি ওয়ালিওকে ফুল পৃষ্ঠা-৪৪)

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, আমরা যেন কারো গিবত না করি, একজনের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা অন্যের নিকট বর্ণনা না করি। আমরা যদি কারো দুর্বলতা দেখি তাহলে যার দুর্বলতা দেখি সরাসরি যেন তাকেই বলি। এতে করে তার সংশোধন সম্ভব। আর যদি তা অন্যের নিকট বলি তাহলে গিবত হবে আর গিবতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। গিবত মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র

কুরআন করীমে বলেন, ***খুলিকাল ইনসানা যায়ীফা*** অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের মাঝে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারি এবং অন্যের দুর্বলতাগুলো প্রকাশ না করি।

হযরত বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন– আমি তাহরীকে জাদীদের সকল কর্মীদের ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন যুবকদের মাঝে এই বিষয়গুলো সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সুপারিনটেনডেন্টের উচিত, তিনি যেন বাচ্চাদের কানে এই কথা বারবার বলে আর মা বাবার উচিত তারা যেন নিজ সন্তানদের এই কথাগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাদের চেষ্টা করা উচিত, তাদের যেন অভ্যাস মিথ্যার মাঝে সৃষ্টি না হয়। গিবত করার অভ্যাস না থাকে, পরনিন্দা করার অভ্যাস যেন না থাকে। অন্যায় অত্যাচারের অভ্যাস যেন না থাকে, ধোঁকা ও প্রতারণার অভ্যাস যেন না থাকে। (মাশাআলে রাহ চতুর্থ খন্ড)

এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা মানুষের মাঝে বিদ্যমান থাকে। তিনি (রা.) বলেন– মিথ্যা বলা, গিবত করা, পরনিন্দা করা, অত্যাচার করা, ধোঁকা ও প্রতারণা করা এসবরে অভ্যাস যেন আমাদের মাঝে সৃষ্টি না হয়। এগুলো থেকে যেন আমরা সব সময় দুরে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এগুলো পরিহার করার তৌফিক দান করুন।

পুনরায় খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মহিলাদের স্বভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন– প্রত্যেক পুণ্যের ভিত্তিই হলো তাক্ওয়া। এটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়, এর জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত। আমাদের কোন কাজের ফলাফল এমন যেন না হয় যে, খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট হয়ে যান অথবা কোন মানুষকে তা কষ্ট দেয়। আজকাল মহিলাদের মাঝে এ বিষয়টি বেশি রয়েছে। তারা (মহিলারা) অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজে কিছু অর্জন করে নেয়াকে ভাল মনে করে তারপর মহিলারা একে অপরকে খোঁটা দেয়। হাসি-তামাশা করতে থাকে ও দোষত্রুটি অন্বেষণ করে। পরিশেষে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। এইসব তাক্ওয়া বর্হিভূত। আর এই ধরণের দোষ বা দুর্বলতা মহিলাদের মাঝে অনেক বেশি। এরূপ প্রত্যেক ধরনের কাজ যাতে খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট হন অথবা তাঁর সৃষ্টির জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হয় এ থেকে বেচে চলা উচিত। (আল ফযল, ২৭ অক্টোবর, ১৯১৭, ওড়নি ওয়ালিও কে ফুল পৃষ্ঠা-৩০)

আগামী সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ্ তা'লা গিবত সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ করবো খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে গিতব করা থেকে বিরত থাকার এবং গিবতমুক্ত সমাজ গড়ার তৌফিক দান করুন।

(চলবে)

সিলেট অঞ্চলের কয়েকটি জামা'ত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ তা'লার সীমাহীন সৃষ্টির মধ্যে কোনটির প্রশংসা করবো আর কোনটির করবো না ভেবে উঠতে পারছি না। প্রকৃতির অপরূপ যেদিকে তাকাই বা দৃষ্টি ফেরাই সর্বত্রো আল্লাহ্র মহিমার বহি:প্রকাশ দেখতে পাই। স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে আজ আমরা ধন্য। আরো ধন্য শেষ যুগের মহামানবকে মান্য করার সৌভাগ্য লাভ করায়। আজকের উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে ঠিকই, কিন্তু অসীম স্রষ্টার সুনিপুন সৃষ্টির অবয়ব রূপ জীবন প্রদান করতে অক্ষম হয়নি। অপরিসীম সৃষ্টির যা কিছু আমরা দেখতে পাই এবং যা আমরা দেখতে পাই না এসব কিছুর মাঝেই আল্লাহ্র কুদরতের নিশানা প্রকাশিত হয়। তাইতো আমাদের সবাইকে বেশী বেশী ভ্রমণ করা উচিত। যত বেশী ভ্রমণ করা যাবে ততোই খোদার বিকাশ চোখে পড়বে। পবিত্র কুরআন মজীদেও পৃথিবীতে ভ্রমণ করার নির্দেশনা রয়েছে। ভ্রমণের মাধ্যমে অজানাকে জানার অনেক সুযোগ এসে থাকে। প্রকৃতির দৃশ্যাবলী চোখে দেখার অপূর্ব স্বাদ ভ্রমণেই পাওয়া যায়। নতুন কিছু দেখার মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস বেড়ে যায়। দেশ-বিদেশের চারিপার্শ্বে কত কিছুই না আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে।

খাকসার গত ২২ জুন ২০১৪ ফতুল্লা জামা'ত হতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পাগুলিয়া মৌলভী বাজারে যোগদান করি। দেশের মাটিতে এ যাবত ৯০টি জামা'তে (ছোট বড়) দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ্)। বৃহত্তর সিলেট জেলায় বর্তমানে ৪টি জেলা রয়েছে। সিলেট, মৌলবী বাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।

ষাট এর দশকে পাগুলিয়াতে আহমদীয়াতের বীজ বপিত হয়। অত্র সিলেট অঞ্চলের মওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ সাহেবের পিতা মৌলভী মন্তাজ আলী সাহেবের তবলীগে মূলত মৌলভী বাজার জেলার এই পাগুলিয়া গ্রামে (যদিও এখন এটা পাগুলিয়া আবাসিক এলাকা) ১৯৫২ সালে জনাব আব্দুল করিম ও জনাব আব্দুর রহিম সহোদর দুই ভাই আহমদীয়াত কবুল করেন। জনাব আব্দুল করিম সাহেব দীর্ঘ সময় লন্ডন অবস্থান করায় তাকে সবাই আব্দুল করিম লন্ডনি বলে থাকেন। তিনি জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরীর (সাবেক ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও) শ্বশুর। বর্তমানে তিনি পাগুলিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বে আছেন। তার বয়স প্রায় এখন ৮১ বৎসর চলছে, আর তার ছোট ভাই আব্দুর রহিম সাহেবের বয়স ৭৫ বৎসর। অসুস্থতার দরুন ছোট ভাই শয্যাশায়ী। তেমন একটা চলাফেরা করতে পারেন না। এই দুই সহোদর এর বয়আতের প্রায় দশ বছর পর তাদের পিতা মোহাম্মদ বাবরু মিয়া যিনি অত্র এলাকার একজন বিচারক ছিলেন ও তাদের মাতা নূরজাহান বেগম বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন।

আহমদীয়াত হওয়ার কারণে তাদের ওপর বিভিন্ন অত্যাচার ও যুলুম করা হয়। কিন্তু এই যুলুম অত্যাচারে তাদের ঈমানী পরীক্ষায় পরাজিত করতে পারে নি। বরং যে সকল

মোল্লারা বিরোধিতার ঝড় তুলেছিল তারাই পিছপা হয়ে যায়। প্রথম দিকে এখানে বাড়ীতেই নামায ও অন্যান্য প্রোগ্রাম চলতো। তাদের দোয়া ও ইচ্ছার ফলে আজ এখানে সুন্দর একটি মসজিদ ও মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মিত হয়েছে। আর তা জনাব আব্দুল করিম লন্ডনি সাহেবের নিজ প্রচেষ্টা ও আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে জামা'তকে এই উপহার প্রদান করেন। মসজিদ ও কোয়ার্টারের পাশেই একটি কবরস্থান এর ব্যবস্থা আছে। সূচনাতে আশে পাশে কিছু লোক আহমদী হয়েছে। এলাকাটি সুন্দর, নিরব, কোলাহল মুক্ত। মৌলভী বাজার জেলার পাশেই এই গ্রামের অবস্থান। বর্তমানে অনেক আবাসিক বাসা নির্মিত হচ্ছে। অত্র এলাকার অধিকাংশ লোকজন লন্ডন, আমেরিকা প্রবাসী তাই জীবন যাত্রার মান কিছুটা ব্যয়বহুল। তবে অনেক শান্ত পরিবেশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভালো। বসবাসের উপযোগী একটি আদর্শ গ্রাম পাগুলিয়া।

গত ০৮/০৮/ ২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার প্রথমবারের মত সিলেট সদর যাই। সিলেট সদরে যে জামা'ত রয়েছে তা মূলত: বিভিন্ন স্থান হতে আগত চাকুরী, ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে জড়িত সদস্যদের নিয়ে গঠিত জামা'ত। এখানে জনাব ইকবাল চৌধুরী সাহেব প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বে আছেন। তার বাসাতেই জুমুআর নামাযসহ অন্যান্য জামা'তি কার্যক্রম চলে। সিলেট কদমতলী বাসস্ট্যান্ড নেমে রিকসাতে মনিকা সিনেমা হলের সামনে বিসমিল্লাহ্ ভিলার দ্বিতীয় তলাতে তিনি থাকেন। ঐদিন শুক্রবার হওয়াতে জুমুআর নামায খাকসার পড়াই। উপস্থিত মোটামুটি ভালোই ছিল। বাদ জুমুআ সবাইকে নিয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। আগত মুসল্লিগণ প্রায় সবাই পরিচিত ছিলেন। বিকালে প্রেসিডেন্ট সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়ে শাহ জালাল (রহ.)-এর মাজারে যাই। এখানে ভক্তরা মোমবাতি, আগর বাতি, বাতাসা ইত্যাদি ক্রয় করে মাজারের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে। গরু ছাগল তো আছেই।

হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রথমোত যে স্থানে নামায আদায় করতেন এই স্থানটি খুব ছোট। ওখানে আমরা ৩ জন নফল নামায আদায় করি। তারপর মসজিদে যাই, মসজিদটি খুব সুন্দর, সম্পূর্ণটাই এসি, এখানেও ২ রাকাত নফল নামায আদায় করি। এখানে আসলে ফকির আর ভক্তদের আড্ডাখানা। আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। যাহোক পরবর্তীতে আমরা হালকা চা নাস্তার পর্ব শেষ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মৌলভী বাজার পাগুলিয়াতে আমার কর্মস্থলে চলে আসি। সিলেট এলাকাটি আবাসিক এবং অনেকে দ্বিতীয় লন্ডন বলে থাকে, সিলেট জামা'ত মরহুম জনাব মাহমুদুল হাসান সিরাজীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে এটি ইসলামগঞ্জ জামা'তের হালকা ছিল।

২৪/০৮/২০১৪ তারিখ ইসলামগঞ্জ জামা'তে যাই। এখানে ৪ দিনের জেলা ইজতেমা ও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ছিল। সিলেট হয়ে সুনামগঞ্জ যেতে হয়। প্রত্যন্ত হাওর এলাকা। ১৯৮৬ সনে সুনামগঞ্জ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডা: শাহ আকিল আহমদ। তিনি লন্ডন প্রবাসী জনাব শরাফত আলী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করেন। বর্তমানে ডা: রুহুল আমীন সাহেব জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্বে আছেন। তার বাড়িতেই নামাযের ব্যবস্থা। ২০০৮/০৯ সনে ইসলামগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রামে উমেদপুর এলাকাতে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানের প্রেসিডেন্ট ডা: শফিকুর রহমান সাহেবের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। অত্র এলাকাতে যেখানে আহমদীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেই এলাকাগুলোর নাম হলো, লক্ষ্মীপুর, নয়াহালট, নয়াগাও, চান্দপুর, খিদিরপুর, লালোয়ার পার, লালপুর, বেরাজালী ইত্যাদি।

সুনামগঞ্জ এলাকাটি সম্পূর্ণ হাওর এলাকা নিজের চোখে না দেখলে বুঝানো যাবে না যে, এ এলাকার মানুষ কতটা সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। শুকনা মৌসুমে হাওরগুলো শুকিয়ে যায়, পায়ে হাঁটা রাস্তা বের হয়। তাছাড়া এ মৌসুমে নৌকা ব্যতীত চলার কোন উপায় নেই। অত্র এলাকাতে থাকতে হলে নৌকা চালানো শিখতেই হবে। এখানকার একটি প্রবাদ রয়েছে, "মৎস পাথর ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ" আসলেই মাছ পাথর ধানে ভরা এই সুনামগঞ্জে। এগুলোর মাধ্যমে অত্র এলাকায় মানুষ জীবন ধারণ করে থাকে।

১৮/১০/২০১৪ তারিখ চাদপুর চা বাগান, চন্ডিছড়া ও নান্দিয়াঘাট যাই। এ এলাকাগুলো চা বাগানে ভরপুর। কি মনোরম দৃশ্য। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। মনে হয় শিল্পী তার তুলিতে একে রেখেছে এই দৃশ্য। চা বাগান ঘুরলাম আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম। কত সুন্দর ভাবেই না তুমি তৈরী করেছো আমাদের এই দেশটিকে, হে দয়াময় প্রভু! তোমাকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com,
khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

সং বা দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪, শুক্রবার, বেলা সাড়ে তিনটায় বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে এক সার্বজনীন শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সমসাময়িক বিশ্বে অশান্তি ও সম্ভাব্য সমাধান"। এতে 'সমসাময়িক বিশ্বে অশান্তি ও এর কারণ' এবং 'ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা' শীর্ষক দু'টি মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনওয়ার হোসেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মৌ. ক্বারী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী উমুরে খারেজা আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি সম্মেলন আয়োজনের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, "সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি সম্মেলন বা Peace Symposium -এর আয়োজন করে আসছে। ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে যেখানে দেশে-দেশে হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশেষ করে ধর্মীয় উগ্রবাদের হিংস্র থাবায় মানবজাতি জর্জরিত ও শঙ্কিত, এমনি পরিস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বিশ্বে শান্তি স্থাপন এবং মানবজাতিকে ধর্মীয় ও জাতিগত উন্মাদনার হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরলস আহ্বান জানিয়ে আসছেন।"

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেসনের মাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি আমিরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সাম্প্রতিক আহ্বানসমূহ এবং এ বিষয়ে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্বের প্রভাবশালী সরকার ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরিত বার্তা এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে আইন নীতি নির্ধারাকদের সমাবেশ, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এবং জার্মানি এবং কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেন।

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী তার বক্তব্যে সাম্প্রতিক কালে নাইজেরিয়ার বকো হারাম এবং ইরাক-সিরিয়ার আইসিস সহ মুসলিম ধর্মীয় উগ্রবাদিদের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "এ সমস্ত কর্মকাণ্ড পবিত্র ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে চালানো হচ্ছে বলে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় মুসলমানের অন্তর আজ ক্ষত-বিক্ষত আর বেদনায় ভারাক্রান্ত। কেননা, এ ধরনের বর্বর ও জঘন্য কর্মকাণ্ড শুধু ইসলাম কেন, কোন ধর্মই সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে আর প্রতিটি স্তরে যে শিক্ষা প্রদান করে তার মূল লক্ষ্য হলো, সব ধর্মের মানুষের জন্য যেন শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হবার দাবী করে এরা যে কী নির্লজ্জভাবে তাঁরই (সা.) শেখানো ধর্মের অবমাননা করছে তা বলে বোঝানোর ভাষা আমাদের নেই। এরা মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের

স্বাগত ভাষণ প্রদান করছেন
আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী।

বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. সৈয়দ আনওয়ার হোসেন, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ড. সেলিম জাহাঙ্গির এবং প্রফেসর সৈয়দ এম হাশেমী

বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. নাজমা খান মজলিস, ফাদার তপন ডি' রোজারিও, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক এবং প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী

সেই উপদেশটিও মনে রাখে নি যেখানে তিনি তাঁর উম্মতকে সাবধান করে বলেছিলেন, "সাবধান! আমার মৃত্যুর পর তোমরা একে অপরের মণ্ডপাত করে কাফের হয়ে যেও না" (বুখারী, কিতুবুল হজ্জ)। বরং আক্ষরিকভাবেই প্রতিপক্ষের গলা কেটে জবাই করে এরা সাব্যস্ত করে দিয়েছে, এরা সেই 'জল্লাদ মুসলমানের দল' যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজে কাফের ঘোষণা করে গেছেন।"

তিনি তার বক্তৃতায় আরও বলেন, আজ কেউ যদি একথা মনে করে নিশ্চিন্ত থাকেন যে, আমাদের দেশ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা আফগানিস্তান-পাকিস্তান থেকে অনেক দূরে, অতএব আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তাহলে তা হবে মারাত্মক ভুল। তিনি গত ৮ নভেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত ভাষণের আলোকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "বড়ই আক্ষেপ, উগ্র ধর্মান্ধদের জন্য। এরা যা করছে তার সাথে ইসলাম ধর্মের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।" তিনি ইবনে মাজার প্রখ্যাত হাদীস 'হে মানবমন্ডলী! সাবধান, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা, তোমাদের পূর্বের জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে'। এর উদ্ধৃতি দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে প্যানেল আলোচনায় ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, বিশিষ্ট গবেষক ফিনিস একাডেমির সিনিয়র রিসার্চ

সম্মেলনে উপস্থিত দর্শক শ্রোতার একাংশ

বক্তব্য রাখছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রশিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী জি. এম. কাদের, মানবাধিকার কর্মী কাজল দেবনাথ এবং কলামিষ্ট মহিউদ্দিন আহমদ

ফেলো ডঃ সেলিম জাহাঙ্গির, ব্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ এম হাশেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ নাজমা খান মজলিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের ফাদার তপন ডি' রোজারিও, দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউন এর সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। এরপর উপস্থিত সুধী বৃন্দের মধ্য থেকে বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রশিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী জি, এম, কাদের, মানবাধিকার কর্মী কাজল দেবনাথ এবং অবসরপ্রাপ্ত কূটনিতিক এবং কলামিষ্ট মহিউদ্দিন আহমদ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তাগণ দেশে-দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করে এথেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা বলেন, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায় থেকেই জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। পাকিস্তানের পেশোয়ারে সম্প্রতি তালেবানের হাতে নিরীহ নিস্পাপ শিশুসহ ১৪২ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় সমবেদনা প্রকাশ করে বলা হয়, পাকিস্তানে আহমদীদের রাষ্ট্রীয় ভাবে অমুসলিম ঘোষণার মাধ্যমে ধর্মীয় উগ্রবাদের রাষ্ট্রীয় পোষন ও তোষন শুরু হয়, আজকের এই জঙ্গীবাদ তার নির্মম এবং অনাকাঙ্খিত পরিণতি। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রফেসর নাজমুল হক।

সভাপতির ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান বলেন, 'মানুষ যতদিন তাঁর স্রষ্টাকে চিনতে না পারবে এবং তাঁর কাছে ফিরে না আসবে ততদিন পর্যন্ত জঙ্গীবাদের সমস্যা মানব সমাজ থেকে দূরীভূত হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছে এবং মানবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করছে।'

অনুষ্ঠানে সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনের ওপর এমটিএ বিশ্ব সংবাদ-এ প্রচারিত ১১ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে আহমদী ও অ-আহমদীসহ প্রায় সাত শতাধিক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়ন করা হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

MTA INTERNATIONAL বিজ্ঞপ্তী

এমটিএ-এর 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' সংবাদ প্রচারে করণীয়

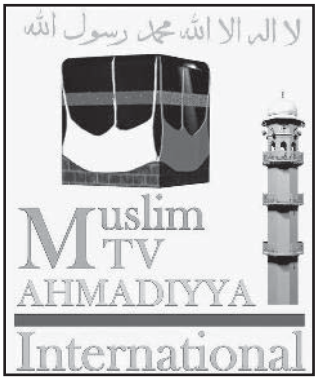

জেনে আনন্দিত হবেন যে, নিয়মিতভাবে তিনটি ভাষায় এমটিএ-তে 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ' প্রচার হচ্ছে যা প্রতি শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় প্রচারিত হয় এবং পুন:প্রচার করা হয় একই সময় সোমবার।

এমটিএ 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' স্থানীয় জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১। যে সংবাদটি প্রচার করতে চান তা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে পাঠাতে হবে।

২। যে সংবাদটি পাঠাচ্ছেন তার ছবি অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং যত বেশি ছবি পাঠানো সম্ভব দিবেন।

৩। অনেক দিনের পুরনো সংবাদ না পাঠানোই ভালো।

৪। ই-মেইলে সংবাদ পাঠালেই ভালো, তবে ছবি অবশ্যই ই-মেইলে পাঠাবেন।

সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা-

পাক্ষিক আহমদী
(আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ বিভাগ)
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল-০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইলঃ masumon83@yahoo.com

মহাখালীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা এবং বিশেষ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২ নভেম্বর ২০১৪ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার নাখালপাড়া হালকার উদ্যোগে মহাখালীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা এবং বিশেষ তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মহান খোদা তা'লার অশেষ ফযলে যা অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। অনুষ্ঠান শুরু হয় বাদ মাগরিব। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম। তেলাওয়াত শেষে সভাপতি সাহেব দোয়া করান। তারপর শুরু হয় বক্তৃতা পর্ব। বক্তৃতা পর্বের শুরুতেই হযরত নবী করীম (সা.) এর নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন। তারপর হযরত নবী করীম (সা.)-এর পরবর্তী জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মৌ. নাসের আহমদ আনসারী। তারপর নবী করীম (সা.)-এর শানের ওপর নযম পরিবেশন করেন স্থানীয় সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। নযমের পর হযরত নবী করীম (সা.) এর মানবীয় গুণাবলীর ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ। সর্বশেষে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত নবী করীম (সা.)-এর আগমন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন। এতে ২৫ জন আহমদী এবং ৩৮ জন অআহমদী অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে তারা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এম.টি.এ-তে লাইভ (সরাসরি) অনুষ্ঠান সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান দেখেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তবলিগী আলোচনা চলতে থাকে।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে নবীন-প্রবীন মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

গত ২৮/১১/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে নবীন-প্রবীন লাজনা ইমাইল্লাহ সদস্যাদের নিয়ে মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেলিনা তবশির রুবী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন আমাতুল কাইয়ূম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সেলিনা তবশির রুবী। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবীন-প্রবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এরপর উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এটি পরিচালনা করেন উজমা চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। এতে ১৫৪ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে "মা আমার মা" বই-এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৫/১২/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে "মা আমার মা" বই-এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেলিনা তবশির রুবী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন মরিয়ম সিদ্দিকা, নায়েব সদর-৩, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। 'মা আমার মা' বই-এর ওপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সেলিনা তবশির, রহিমা জাকির ও সুলতানা নুসরাত ডালিয়া। আলোচনার ওপর পরীক্ষা নেয়া হয়। ৮০ জন লাজনা নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

শাহাজাদী রোকেয়া

শ্যামপুর লাজনা ইমাইল্লাহর তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/১০/২০১৪ তারিখ কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহর আমেলার সদস্যাদের উপস্থিতিতে শ্যামপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্র শিবপুর হালকা মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সাত জন লাজনা ও দুই জন নাসোরত উপস্থিত ছিলেন। এতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুর-এর প্রেসিডেন্ট জাহানারা আহমদ কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং তালিমী সিলেবাস ও ওসীয়্যত সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

জাহানারা আহমদ

তেজগাঁও জামা'তের তেজতুরী বাজারে বাজামাত নামায সেন্টার চালু

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর তেজতুরী বাজারে স্থানীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম-এর বাসার নিচতোলায় বাজামাত নামাযের ব্যবস্থা করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

গত ১ ডিসেম্বর ২০১৪ স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেব-এর এশার নামায পড়ানোর মাধ্যমে বাজামাত নামাযের উদ্বোধন হয়। বাদ এশা স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব তরবিয়তী মূলক বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। এছাড়া সপ্তাহে দু'দিন বাদ এশা মক্তবেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের কাছে দোয়ার আহ্বান করছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

সৈয়দপুরের বাগমারা হালকার দূর্গাপুর থানার দেবীপুর গ্রামে মসজিদ উদ্বোধন

"ম্যায় তেরী তবলীগ কো জমীন কে কিনারো তাক পৌঁছাউঙ্গা "।
অর্থ্যাৎ আমি তোমার প্রচার কে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ উক্ত ইলহামের বর্হিঃপ্রকাশ স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা রাজশাহী অঞ্চলে দূর্গাপুর থানার অর্ন্তগত দেবীপুর গ্রামে জনাব কলীম উদ্দিন পীর সাহেবের বাড়ির পাশে জামা'তে আহমদীয়া সৈয়দপুর, বাগমারার হালকা মসজিদ বানানোর সৌভাগ্য দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এই হালকা মসজিদটি গত ১২/১২/২০১৪ইং তারিখে ২২জন আহমদী ও ১০ জন অআহমদী মেহমান নিয়ে জুমুআর নামাযের মাধ্যমে উদ্বোধন হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে নতুন প্রতিষ্ঠিত এই হালকায় গত ১ বছরে বেশ কিছু সত্য সন্ধানিরা আহমদীয়াতে সামিল হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই মসজিদটি আবাদ করার তৌফিক দিন এবং তাদেরকে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সৌভাগ্য দান করুন।

মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন

ছোনটিয়া জামা'তের চানপুর পাহাড়ে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫/১১/১৪ তারিখে ছোনটিয়া জামা'তের পকেট চানপুর পাহাড়ে এক সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা দুপুর ১২ টা হতে শুরু হয়ে বিকাল ৩.৩০ মি.পর্যন্ত চলে। এতে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এ ছাড়াও হযরত ইমাম মাহাদী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণ, তাঁকে মানার গুরুত্ব, না মানলে কি হবে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতিমূলক লিফলেট পাঠ করা হয় এবং উল্লেখিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সব শেষে তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। প্রোগ্রামটি হয় জনাব চান মিঞা সাহেবের খোলা উঠানে। পর্দার আড়ালে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। আশে-পাশের বাড়ী থেকে পুরুষ মহিলারা দল বেধে আসে আমাদের এ প্রোগ্রাম শোনার জন্য। তারা খুবই মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা শুনেন। মহিলাদের পক্ষ থেকেও প্রশ্ন করা হয়। এক বৃদ্ধা মহিলা বলেন, ইমাম মাহদী আসলে মানতে হবে এ কথা আমি আমার বাপের কাছে শুনেছি, আমার বয়আত নেন, আমি বয়আত করবো। এ ভাবেই একে একে ১৪ জন ভাই-বোন বয়আত করেন। এ জলসা মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ৬০ টি লিফলেট ও ১০ টি বই বিতরন করা হয়।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

উথলিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। তালিম তরবিয়তী ক্লাসে শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ, অর্থসহ নামায শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন মওলানা খালিদ হোসেন সবুজ, মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু এবং জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান। তিনদিন ব্যাপী উক্ত ক্লাস সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়।

মোছাঃ সেলিনা আক্তার

শুভ বিবাহ

কানাডা জামেয়া থেকে সদ্য সনদ প্রাপ্ত মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব-এর মেঝো ছেলে জনাব ইনামুর রহমান নাসের, মুরুব্বী সিলসিলাহর বিবাহ গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগরের সদস্য জনাব নাসের আহমদ পাটোয়ারীর বড় কন্যা নাজিয়া সুলতানার সাথে দুই লক্ষ্য পচিশ হাজার ছয়শত টাকা দেন মোহরানায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ে পড়ান মওলানা আব্দুল মতিন, মুরুব্বী সিলসিলাহ, আহমদনগর।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কবিরপুরের মসজিদ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মসজিদের ভিত্তি রাখছেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৪ মঙ্গলবার সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর-৩ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, আশুলিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মসিউর রহমান, স্থানীয় কবিরপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব বেলাল হোসেন এবং কবিরপুর জামা'তের সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কবিরপুরে ক্রয়কৃত ১০ শতাংশ জমির ওপর মসজিদ নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ ।

২৫ নভেম্বর বাদ ফজর বকশীবাজার থেকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং অন্যান্য সফরসঙ্গীসহ রওয়ানা হয়ে সকাল ৮ঃ০০টায় কবিরপুর পৌঁছেন। সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকায় মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রথমে ন্যাশনাল আমীর সাহেব মসজিদের ভিত্তি রাখেন। এরপর পর্যায়ক্রমে নায়েব আমীর-৩, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, লাজনা ইমাইল্লাহর প্রতিনিধি ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সহধর্মিণী খুরশিদা খাতুন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা, আশুলিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট, স্থানীয় কবিরপুর জামা'তের প্রেসিডেন্টসহ স্থানীয় কবিরপুর জামা'তের সদস্যবৃন্দ নির্মান কাজের উদ্বোধনে অংশগ্রহন করেন।

পরে ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া করান। উল্লেখ্য যে, হুযূর (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধীন কবিরপুরে মসজিদের জন্য ১০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। কবিরপুর জামা'তের সদস্যরা মসজিদটি নির্মানের জন্য চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন এবং নির্মান কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলেই এতে সহায়তা করবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ। জামা'তের সকল সদস্যদের কাছে নিবেদন, খুব দ্রুত মসজিদটি নির্মান কাজ শেষ করে যাতে শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে পারি সেজন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুরের ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ২০১৪ মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর এর ৮ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব নঈম আলম খান এর সভাপতিত্বে ২৭ নভেম্বর বাদ মাগরিব ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে কিভাবে আপনি একজন আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হবেন এবং ইসলাম আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে একজন আহমদী সদস্যের মান কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। ইজতেমায় ১৩২ জন স্থানীয় আনসার সদস্য ও কিছু সংখ্যক মেহমান অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ২৫ জন আনসার সদস্য বাজামাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

সমাপনী অধিবেশনে মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুরের বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৪ পেশ করেন মোস্তাযীম উমূমী জনাব আবু জাকির আহমদ। ইজতেমায় সদস্যগণ ব্যক্তিগত তবলীগি সফলতা ও দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন বর্ণনা করেন।

ইজতেমায় মোট ৯টি তালিমী প্রতিযোগিতা ও ৬টি খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সেরা ও উত্তম হালকা সমূহের নাম ঘোষণা করা হয়। কাজী পাড়া হালকার জয়ীম জনাব তালহা শের আলীর হাতে শ্রেষ্ঠ হালকার ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও পল্লবী ও মোকামী হালকাকে উত্তম হালকা ঘোষণা করা হয় ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

আবু জাকির আহমদ

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আজও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিতের এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো যাতে তাঁর খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া এবং সর্বদা খোদার সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ নবী-রসূলের সত্যতার মাপকাঠি হিসেবে বলেন, "দাবীর পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না।" এই আয়াতের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বের জীবনের ওপর কেউ কোনদিন কালিমা লেপন করতে পারেনি। এমনটি যারা তাঁর ঘোরতর শত্রু ছিল তারাও তাঁর দাবীর পূর্বে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এই মাপকাঠিতে যাচাই করে অনেকেই আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন।

এছাড়া তিনি (আ.) সর্বদা খোদার আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছেন। এমনসব বিপদ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ হলে ভেঙ্গে পড়তো কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুর প্রতিশ্রুতে অটল বিশ্বাস রেখে ছিলেন নিশ্চিন্ত ও অবিচল। পাদ্রি হেনরী মার্টিন ক্লার্ককে হত্যার মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। মুসলামান মৌলভী তাঁর বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিয়েছে, বিচারক ছিলেন স্বয়ং একজন খ্রিস্টান তারপরও খোদা তা'লা নিজ মনোনীত ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং অভাবনীয়ভাবে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে বাদী ও স্বাক্ষী হয় লাঞ্ছিত আর আল্লাহ্ যুগ মসীহ্‌র সম্মানকে করেন সমুন্নত। এমনকি ভরা আদালতে শুনানীর সময় বিচারক তাঁকে চেয়ারে বসতে দেন অপরদিকে স্বাক্ষীকে করেন তিরস্কার ও লাঞ্ছিত। এটি খোদার সমর্থন নয়তো কি?

ক্যাপ্টেন ডগলাস শুরু থেকেই বলতেন, এই মোকদ্দমা আমার কাছে সাজানো বলে মনে হয়। আমি যখন হাটাচলা করি তখন সর্বদা মির্যা সাহেবের মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর তিনি বলেন, আমি নির্দোষ। এরপর তিনি পুনরায় তদন্ত করে দেখেন যে, সত্যিই খ্রিস্টান পাদ্রি ও মোল্লারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিপদে ফেলার জন্য এই গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল।

হুযূর বলেন, আজ একশ বছরের অধিক সময় পরও আহমদীয়া জামাতের প্রতি খোদার সাহায্যের হাত প্রসারিত রয়েছে। আজ ক্যাপ্টেন ডগলাসের দৌহিত্র আমাকে জানিয়েছেন, আমি বয়আত করতে চাই। আমার নানা সত্যের জ্যোতি দেখেছিলেন কিন্তু তিনি মানতে পারেননি কিন্তু আমি বয়আত করতে চাই।

এছাড়া মার্টিন ক্লার্কের প্রপৌত্র এসে সবার সামনে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, আমার দাদাই ভুল ছিল আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সঠিক ছিলেন।

একবার শিমলায় মৌলভীরা জোটবদ্ধ হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অপদস্ত করার ফন্দি আঁটে কিন্তু সবদিক থেকে ব্যর্থ হয় এবং তা দেখে মৌলভী ওমর উদ্দিন সাহেব বয়আত করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, অতএব যদি মানুষ আল্লাহ্‌র হয়ে যায় তাহলে এই পৃথিবীর সবকিছু তার হবে। সত্যিকার মু'মিন সর্বদা খোদার কাছ থেকে নির্দেশনা ও জ্যোতি লাভ করে। যেভাবে আল্লাহ্ ইলহাম করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেছেন, "যে আমার পুরো জগতই হবে তাঁর"।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, 'মু'মিনের সর্বদা দোয়ায় রত থাকা উচিৎ যাতে সেই দিন সে দেখতে পায়, যেদিন আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ও নিজ সত্তার সত্যতা তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে আর সে আল্লাহ্ এবং রসূলের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখতে সমর্থ হবে।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর (আই.) বলেন, এসব ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার অসাধারণ দলীল। তাঁর তিরোধানের পর প্রবর্তিত খিলাফতের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের উজ্জ্বল প্রমাণ। আর এসব ঘটনা আমাদের ঈমান বৃদ্ধিরও কারণ বটে। আল্লাহ্ করুন, এসব বিষয় যেন আমরা দৃষ্টিপটে সদা রাখি এবং তা যেন আমাদের নিজেদের ও সন্তান-সন্ততির ঈমানকে সর্বদা সমৃদ্ধ করতে থাকে।

"মু'মিনের সর্বদা দোয়ায় রত থাকা উচিৎ যাতে সেই দিন সে দেখতে পায়, যেদিন আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ও নিজ সত্তার সত্যতা তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে আর সে আল্লাহ্ এবং রসূলের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখতে সমর্থ হবে।"

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমানে মুসলমান দেশগুলোতে যুলুম-নির্যাতন ও বর্বরতার যেসব দৃশ্য দেখা যায় এমনটি কোন অমুসলমান দেশে সচরাচর দেখা যায় না। যদি কোথাও ছোট-খাট কোন ঘটনা ঘটে তাহলে দেশবাসী এর প্রতি তীব্র নিন্দা জানায় এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে।

সম্প্রতি পাকিস্তানে তালেবানরা স্কুল পড়ুয়া নিষ্পাপ শিক্ষার্থীদের ওপর যে বর্বর ও নৃশংস আক্রমন চালিয়েছে এবং যেরূপ নির্দয়ভাবে ছোট ছোট শিশুদের হত্যা করেছে তা সহ্য করার মত নয়। হুযূর (আই.)-এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এসব নৃশংস ও বিভীষিকাময় কার্যক্রম এরা চালাচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের নামে। শরীয়তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার নামে এরা এমন নৈরাজ্য ও ভীতিকর পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে আর হাজারো নিরীহ ও অসহায় মানুষের রক্ত নিয়ে হোলী খেলছে। অথচ পরম দয়ালু আল্লাহ্ এবং বিশ্বের জন্য মহান আশীর্বাদ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন শিশুকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। রণাঙ্গনে ভুলক্রমে কোন ইহুদী শিশু মারা গেলে হুযূর পাক (সা.) সাহাবীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অথচ আজ সেই পবিত্র ও মানব দরদী রসূলের নামে এই ঘৃণ্য ও অমানবিক কার্যক্রম করা হচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, যার মধ্যে সামান্যতম মানবতা বোধ আছে সে এরূপ বর্বরতার প্রতি ধিক্কার না জানিয়ে পারে না এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে থাকতে পারে না কিন্তু এই নামধারী মুসলমান সংগঠনের এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ বা অনুশোচনা নেই।

হুযূর (আই.) বলেন, এই ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন অন্যান্য আহমদীদের মতো আমিও সারাটা দিন মর্মযাতনায় ব্যাকুল ছিলাম। আমি সন্তানহারা পিতামাতার সমব্যাথী এবং তাদের সহমর্মি।

মুসলমানদের এই দুরাবস্থা ও শোচনীয় অবস্থার কারণ হচ্ছে, যুগ ইমামের ডাকে সাড়া না দেয়া। যিনি আমাদেরকে মানুষের প্রতি সহমর্মি ও সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। আজ বিশ্বের মুসলমান সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত, উভয়পক্ষই আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তা সত্ত্বেও আজ একমাত্রও আহমদীরাই তাদের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি রাখে, কেননা, সঠিক পথের দিশা হারিয়ে ফেললেও তারা যে আমাদের নবীরই অনুসারী।

আজ মুসলমান দেশগুলোতে যেসব সহিংসতা, বর্বরতা, উগ্রতা ও নৃশংসতা চালানো হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এক হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত শুধুমাত্র সিরিয়াতেই ১লক্ষ ৩০হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এরমধ্যে ৬৬০০ হচ্ছে শিশু। আইসিসের সদস্যদের বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে দলবদ্ধভাবে মেয়েদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমানদের এরূপ জঘণ্য কার্যকলাপের পর মানুষ প্রশ্ন উঠাচ্ছে, এটি কেমন ইসলাম? ইসলামের খোদা ও নবী নিয়েও মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। স্বয়ং মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ মুসলমান নামধারী এসব আলেম-ওলামা, এবং বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের লোকদের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা দিন, যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে যে, তারা কোন নবীর অনুসারী? তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ কী? ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শকে কলুষিত করার পরিবর্তে তারা যেন সত্যিকার অর্থেই তা অবলম্বন করে ধন্য হতে পারে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে যে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা রয়েছে এথেকে মুক্ত হোন। ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করুন। মনে রাখবেন, আপনারা যা কিছু করছেন তা সবই খোদা দেখছেন। মানুষের কর্মই তার ভাগ্য নির্ণয় করে। পরকালে শান্তি পেতে চাইলে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পরিহার করুন আর বিধর্মীদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হোন। আপন-পর সবার ক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার ও সুবিচারের দাবী পূরণ করুন।

হুযূর (আই.) বলেন, পাকিস্তানে যারা এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করেছে তারা কোনভাবেই খোদার শাস্তি এড়াতে পারবে না। কেননা, জেনেশুনে যে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাই তোমরা কারো ক্ষতি করে আল্লাহ্‌র সন্তুটি নয় বরং তার চিরস্থায়ী অসন্তুষ্টির কারণ হবে। খোদার ভয় হৃদয়ে ধারণ করো। যতদিন খোদার ভয় মানুষের হৃদয় সৃষ্টি না হবে ততদিন পর্যন্ত এরূপ পাশবিকতা চলতেই থাকবে।

আল্লাহ্ উগ্রদের হাত থেকে ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করুন আর নিরিহ ও নিষ্পাপদের প্রাণ ও সম্পদের হেফাযত করুন।

ডেনমার্কের সবচেয়ে বড় পুস্তক প্রদর্শনীতে আহমদীয়া জামা'তের অংশ গ্রহণ

গত ৭ই নভেম্বর থেকে ৯ই নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত কোপেনহেগেনের একটি প্রসিদ্ধ হোটেল "বেলা সেন্টারে" ডেনমার্কের সবচেয়ে বড় পুস্তক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, ১৯৯২ সাল থেকে নিয়মিত ডেনমার্কে এর আয়োজন করা হচ্ছে।

এতে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা, লেখক ও মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। এ সময় লেখকগণ নিজ নিজ পুস্তকের পরিচিতি তুলে ধরেন এবং দর্শনার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

এ বছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তও এই পুস্তক প্রদর্শনীতে অংশ নেয়ার সুযোগ লাভ করে। এতে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন ছাড়াও ডেনিশ ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত জামা'তী বই-পুস্তক প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানারও লাগানো হয়। ১৪জন খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা পর্যায়ক্রমে এতে সেবা প্রদান করেন। তারা দর্শনার্থীদের সামনে ইসলাম ও আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরেন আর বিনামূল্যে বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ করেন। প্রদর্শনীতে এটিই একমাত্র ইসলামী স্টল ছিল তাই এর প্রতি দর্শনার্থীদের গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

ইসলাম সম্পর্কে তারা নিজেদের মতামত তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তারা সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা জানারও সুযোগ পান।

অনেক নামী-দামী ব্যক্তিবর্গও জামা'তের এই স্টলটি পরিদর্শন করেন আর এভাবে ডেনমার্কবাসীর কাছে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সুযোগ ঘটে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত স্থপতি ও প্রকৌশলী সংগঠনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত স্থপতি ও প্রকৌশলী সংগঠনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্থপতি ও প্রকৌশলীগণ বিশ্বব্যাপি বেশকিছু সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরবধি কাজ করে যাচ্ছে, যা মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমামের তত্বাবধানে স্থপতি ও প্রকৌশলীদের একটি চৌকস দল আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যার মধ্যে আছে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও বিদ্যুত উৎপাদন করা যা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। আর এ উপলক্ষে ফেলথহ্যাম জামা'তের বাইতুল ওয়াহিদ, মসজিদে গত ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার থেকে রবিবার ২রা নভেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের সদস্যদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই কর্মশালায় সোলার সিস্টেম, বিশুদ্ধ পানি উত্তোলন ও এর রক্ষণাবেক্ষণ এর ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। ৩দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় ৬০জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে যুক্তরাজ্য জামা'ত থেকে ৪০জন, এছাড়া জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও হল্যান্ড থেকে আরো ২০জন সদস্য অংশ নেন। একটি সাক্ষাৎকারে স্থপতি ও প্রকৌশলী সংগঠনের সভাপতি জনাব নাদিম আহমদ বলেন, ত্রিদিবসীয় এই কর্মশালায় সদস্যদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সদস্যদের আফ্রিকা সফরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আর্কিটেক্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। এর উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, উন্নত গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজকে উত্তম সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং সবাইকে একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

কানাডার ক্যালগ্যারীস্থ 'বায়তুন নূর' মসজিদে 'ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম' বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে 'ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম'-এর ওপর অত্যন্ত চমকপ্রদ এক বিতর্ক সভা ক্যালগ্যারীস্থ 'বায়তুন নূর' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিনিধিত্ব করেন মৌলভী মুখতার আহমদ চীমা সাহেব, অপর পক্ষে ফেয়ারভিউ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের মি:প্যাষ্টর টীম ষ্টীফেন করেন খ্রিষ্ট-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব।

উভয় বক্তা ও তাদের সম্প্রদায়ের পরিচিতি-পর্ব শেষে মি:প্যাষ্টর টীম ষ্টীফেন-এর বক্তব্যের মাধ্যমে বিতর্কের মূল পর্বটি শুরু হয়, যিনি পবিত্র কুরআনের কার্যকরিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলে তার জবাবে মৌলভী মুখতার আহমদ চীমা সাহেব পবিত্র কুরআন ও বাইবেল-এর উদ্ধৃতির আলোকে সে প্রশ্নের জবার প্রদান করেন এবং একইভাবে বাইবেল-এর কার্যকরিতা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দু'বক্তার মাঝে পাল্টা-পাল্টি প্রশ্ন ও উত্তর দানের এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলতে থাকে এবং বিতর্ক শেষে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়।

মি:প্যাষ্টর টীম ষ্টীফেনের দল থেকে প্রায় ৩০ জন অতিথিসহ চার্চের সর্বমোট প্রায় ৬০ জন মেহমান এ প্রোগ্রামে যোগদান করেন, যাদের বেশির ভাগ লোকই প্রোগ্রামটি উপভোগ করে ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে অবহিত হন এবং তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের উষ্ণ-আতিথ্যের প্রশংসা করেন।

জামা'তের এ প্রচেষ্টা আল্লাহ তা'লা মহিমান্বিত করুন, আমীন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ডেনমার্ক কোপেনহেগেনস্থ টাউন হলের সম্মুখে "ফুড ক্যাম্প" স্থাপন

গত বছরের মত এবারও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ডেনমার্ক ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেনস্থ টাউন হলের সম্মুখে "ফুড ক্যাম্প" স্থাপন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীকে জানানো যে, আমরা মুসলমানরাও পরস্পরের আনন্দ উৎসবে যোগদান করি এবং সমাজের একটি মূল্যবান অংশ হতে পারি। গত ৭ ডিসেম্বর, রোজ শনিবার দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এর একদিন পূর্বেই খোদ্দামগণ আড়াই হাজার লোকের জন্য খাবার প্রস্তুত করে এবং নির্ধারিত স্থানে তা সময়মত পৌঁছে দেয় আর বিকাল ৩টা হতে মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ আরম্ভ হয়।

মার্কির ওপরে দীর্ঘ ৬ মিটার লম্বা 'Muslim for Peace' লেখা ব্যানার লাগানো হয়েছিল ডেনিশ ভাষায়। এটি পথিকদের দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়।

কোপেনহেগেন নগর কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশের অনুমতি স্বাপেক্ষে এই আয়োজন করা হয়। এটি কোপেনহেগেন শহরের প্রাণকেন্দ্রে Walking Street এ অবস্থিত বলে এখানে প্রতিদিন প্রচুর লোক সমাগম হয়। এই আয়োজনকে সফল করার জন্য ৫৫জন খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও আনসার কঠোর পরিশ্রম করেন।

এসময় খোদ্দামের একটি দল খাবার সরবরাহের পাশাপাশি এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন, অপরদিকে আরেকটি দল শহরের প্রধান সড়কে 'Muslim for Peace' শিরোনামের লিফলেট বিতরণ করে এবং পথচারীদের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এ সময় মোট ৩০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, স্থানীয় লোকজন এটি খুবই পছন্দ করেছে বলে জানা গেছে। খাবারের তালিকায় ছিল চিকেন স্যুপ, মুশরী ডালের স্যুপ এবং পায়েশ। অনেকে এই ফুড ক্যাম্পের সংবাদ নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আপলোড করে, অনুরূপভাবে স্থানীয় টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিও এই ক্যাম্প পরির্দশন করে এবং বিভিন্ন জনের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে আর অপরাহ্নে তা সম্প্রচার করে, প্রকাশ থাকে যে, প্রায় ১৩ লক্ষ দর্শক এই টিভির অনুষ্ঠান দেখে থাকে। ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ সামাজিক যোগাযোগর মাধ্যমে এই আয়োজন দেখেছে এবং অগণিত মানুষ এ সম্পর্কে খুবই উচ্ছসিত মন্তব্য করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানবতার নিঃস্বার্থ সেবা করার তৌফিক দিন।

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে নওমোবাইনদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বিষয় হচ্ছে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আর এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের আলোকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা।

এ উপলক্ষে গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ নবাগত আহমদীদের উদ্দ্যেশে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে একটি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করেন আমাদের ইংরেজ আহমদী জনাব Jonathan Butterworth।

বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদের ইমাম মওলানা নাসীম বাজওয়া সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও মুফতী সিলসিলাহ্ মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুঁন সাহেব।

পবিত্র কুরআন পাঠ এবং জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার পর মোহরতম কাহলুঁন সাহেব নতুন ও পুরোন সকল আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কীভাবে ইবলিস মানুষকে বিপথগামী করে আর ফিরিশতা জিব্রাইল মানুষকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের উচিত জিব্রাইল (আ.) প্রদর্শিত সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হওয়া।

তিনি আরো বলেন, কীভাবে জিব্রাইল (আ.) বান্দাকে স্রস্টার নিকটবর্তী করে। আর আহমদীয়া জামা'তেরও এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি আরো বলেন, খোদার পবিত্র বান্দাদের ওপর জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের রচিত বই-পুস্তক পাঠ করলে এবং সেই শিক্ষা-সম্মত জীবন-যাপন করলে আমরাও উপলব্ধি করবো যে, আমাদের ওপর জিব্রাইল ফিরিশতা অবতরণ করছেন।

এরপর উপস্থিত অতিথিদেরকে আহমদীয়াত তথা, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়। মোহতরম কাহলুঁন সাহেবের কাছ থেকে তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ দিক-নিদের্শনাও লাভ করেন।

সবশেষে মওলানা নাসীম বাজওয়া সাহেব বলেন, বার্ষিক জলসার কল্যাণে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সম্মানীত অতিথিদের উপস্থিতিতে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করার সুযোগ হয়। তিনি অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এবং যোগদানকৃত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘোষণা করেন। নামাযের বিরতির পর, অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য সুব্যবস্থা করা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার ২৪তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিসে আনসারুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার ২৪তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ২৪, ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর ২০১৪ সিডনির বায়তুল হুদা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। দূর-দূরান্ত হতে এমনকি ৪০০০ কিলোমিটার দূরত্বের পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া হতেও আনসার সদস্যরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। আনসারুল্লাহর এ জাতীয় ইজতেমায় সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার ৪৬৬ জন সদস্যের মধ্যে ২৭৫ জনই উপস্থিত ছিলেন যেখানে গত বছর উপস্থিত ছিলো ১৮৫ জন। ২৪ অক্টোবর শুক্রবার সকাল হতে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়, এরপর বাদ জুমুআ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় যেখানে সভপতিত্ব করেন সদর আনসারুল্লাহ মোহতরম ফিরোজ আলী শাহ্। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর মোহতরম সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন যার বিষয়বস্তু ছিলো তাকওয়া।

ইজতেমায় বিভিন্ন তালিমী এবং খেলাধুলা প্রতিযোগীতার আয়োজন ছিলো। ইজতেমার দিনগুলোতে গরমের প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক উতসাহ নিয়ে আনসাররা বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলার মধ্যে ছিলো ১০০ মিটার দৌড়, ভলিবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হাঁটা প্রতিযোগীতা, টেবিল টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে এবারের ইজতেমায় ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম ইনাম আহমদ কাউসারসহ প্রথমবারের মত ৫ জন মোবাল্লেগ অংশগ্রহণ করেন। তিনি খিলাফতে আহমদীয়া, তরবিয়ত এবং তবলীগ বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পক্ষে ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরিকে জাদীদ ইজতেমায় আগতদের কাছে তাহরিকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালে আনসার সদস্যগণ স্বতস্ফুর্তভাবে এ আহবানে সাড়া দেন, ফলে তাৎক্ষনিকভাবে ইজতেমায় ৩৫০০ ডলার চাঁদা আদায় হয়।

২৬ অক্টোবর আমীর ও মিশনারি ইনচার্জ মোহতরম ইনাম আহমদ কাউসার সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন তালিমী এবং খেলাধুলা প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার 'মজলিস আন্-নাসির' এবছর আলমী ইনামী পুরস্কার লাভ করেছেন। মোহতরম আমীর সাহেব 'শিশুদের উত্তম শিক্ষা এবং অধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ' বিষয়ক বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্যে আনসারদের উদ্দেশ্যে জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, আনসারদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, আহমদী সন্তানদেরকে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সেই সাথে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুগোপযোগী হেদায়াত ও দিকনির্দেশনাসমূহ মেনে চলার শিক্ষা দেয়া। এজন্য আনসারদের প্রথমে নিজে এসব বিষয় পালন করতে হবে, পরে সন্তানদেরকে শিখাতে হবে। ইবাদত, আর্থিক কুরবানি, জামা'তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে এছাড়াও তরবিয়ত ও তবলীগে অংশগ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি কখনো তার সন্তানদের কাছ থেকে এসব বিষয় আশা করতে পারেন না। জামা'তের সদস্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) মজলিসে আনসারুল্লাহসহ জামা'তের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন কারণ যখনই মানুষ লিঙ্গ ও বয়স ভেদে দলভুক্ত হয় তখন তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই খোলাখুলিভাবে খোদ্দাম ও আতফালদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাদেরকে কোন ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। হুযূর (আই.)-এর হেদায়েত অনুসারে মোহতরম আমীর সাহেব আরো বলেন, আমাদের সন্তানদের মাঝে ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেমন উপহার প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করানো সেই সাথে কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ মুখস্ত করানো উচিত। আমাদেরকে নিরর্থক কর্মকান্ড থেকে বিরত থেকে উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে সন্তানদেরকেও এসব শিখাতে হবে। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তিগত ডিভাইস সমূহের ব্যাবহার। সন্তানেদের ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জীবনের বহু ঘটনা রয়েছে। এজন্যে আপনার জীবন সঙ্গিনী অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন এবং সন্তানদের জন্য নামাযে প্রচুর দোয়া করা প্রয়োজন।

মোহতরম আমীর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে এই মহতী ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 12th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31st December, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, www.alislam.org, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com